B V
4254
B46
R68
1881
MAIN

UC-NRLF

B 4 027 099

GIFT OF
Mrs. George Baugh

SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
FIAT LVX
MDCCCLXVIII

EX LIBRIS

739
R863
p

(Bengali)

# খ্রীষ্টীয়

শিক্ষা বিষয়ক

# উপদেশমঞ্জরী।

---

## PLAIN SERMONS

ON

# CHRISTIAN DOCTRINE,

BY

G. H. ROUSE, M. A.

---

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. W. THOMAS AT THE
BAPTIST MISSION PRESS.

1881.

[ তিন আনা মাত্র ]

37 Elliott Road
Jan 6. 1882.

Dear Mr. Baugh, I enclose a copy of উপদেশমঞ্জরী, the 26 sermons of mine on Xn doctrine which have appeared in the Bandhab. So far as I remember they are undenominational. Possibly you may find use for the book in your Mission.

Yours very sincerely
G. H. Rouse

P.S. We ought to have a definite reply from Mr. Wilson before the meeting on Tuesday. Will you write him

# খ্রীষ্টীয়

শিক্ষা বিষয়ক

# উপদেশমঞ্জরী।

---

# PLAIN SERMONS

ON

# CHRISTIAN DOCTRINE,

BY

G. H. ROUSE, M. A.

---

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY J. W. THOMAS AT THE

BAPTIST MISSION PRESS.

1881.

Gift
Mrs. George Baugh

UNIV. OF
CALIFORNIA

BV
4254
B46
R68
1881
MAIN

# PREFACE.

It has been felt by many that there is need in Bengali of a book of simple sermons on main Christian topics. The present effort is an attempt to supply this need. These twenty-six sermons on Christian doctrine will, it is hoped, be followed by a like number on Christian life and conduct. When the whole is completed, there will be 52 sermons, one for each Sunday in the year. They may be used in village congregations where there is no one competent to preach a sermon of his own; and may perhaps be found profitable for private reading by Christians and by inquirers who wish to know what is the main teaching of the Christian religion.

In the Table of Contents, two chapters, one from the Old and one from the New Testament, suitable for public reading, are given for each sermon, and other chapters which touch upon the topics of the sermons are given within square brackets.

"God giveth the increase;" may His blessing rest upon this effort for the instruction and edification of the Christians of Bengal.

G. H. R.

384464

# ভূমিকা।

বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান প্রধান শিক্ষাসম্বন্ধীয় সরল উপদেশমালার অভাব অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এই উপদেশমঞ্জরী পুস্তকে সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিবার চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ছাব্বিশটী উপদেশ মুদ্রিত হইল, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান শিক্ষামালার ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইহার পরে খ্রীষ্টীয় জীবন ও আচরণ সম্বন্ধে আর ছাব্বিশটী উপদেশ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে; সেইগুলি প্রকাশিত হইলে দুই খণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ বাওয়ান্নটী অর্থাৎ বৎসরের প্রতি রবিবারের জন্য এক একটী উপদেশ হইবে। আশা করি, মফঃসলস্থ গ্রাম্য মণ্ডলীসমূহের সাধারণ উপাসনালয়ে, পারিবারিক প্রার্থনার সভায় এবং আর যেখানে২ শাস্ত্রীয় শিক্ষান্তর্গত রীতিমত উপদেশ দিবার লোক না থাকে, সেখানে২ এই উপদেশগুলি পাঠে খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগের উপকার দর্শিতে পারিবে। অধিকন্তু খ্রীষ্টীয়ান বা তত্ত্বান্বেষী যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রধান প্রধান শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনিও ইহা পাঠ করিয়া বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

নির্ঘণ্টপত্রে প্রত্যেক উপদেশের সহিত পুরাতন নিয়ম হইতে এক এবং নূতন নিয়ম হইতে এক, আনুষঙ্গিক পাঠের নিমিত্ত এই রূপ দুইটী অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে আর কতকগুলি অধ্যায় নির্দ্দেশ করা গিয়াছে; সেই সকল অধ্যায়ে উপদেশের মূল শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্য পরিশ্রম করে, কিন্তু ঈশ্বর আশীর্ব্বাদদাতা। প্রার্থনা করি যেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই পুস্তকে লিখিত উপদেশসমূহের পাঠকবর্গ পারমার্থিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিতে পারেন। পাঠকবর্গ এইগুলি পাঠ করত উপকৃত হইলেই আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

জি, এইচ, রাউস।

# নির্ঘণ্ট ।


পৃষ্ঠা

## ১। ঈশ্বরের প্রেম।

"ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।" ১ যো ৪; ১৬। ... ... ... ... ১
গীত ১৪৫। ১ যোহন ৪।
[গীত ১০৩। যোহন ৩। রোমীয় ৫ ও ৮। ইফিষীয় ২। ১ যোহন ৩।]

## ২। ঈশ্বরের পবিত্রতা।

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু।" যিশ ৬; ৩। ... ৯
যিশায়াহ ৬। ইব্রীয় ১২।
[দ্বিতীয় বিবরণ ৩২। গীত ১১১। ১ পিতর ১। ১ যোহন ১।]

## ৩। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য।

"তুমি মহান্, এবং আশ্চর্য্য কার্য্যকারী; তুমিই একমাত্র ঈশ্বর।"
গী ৮৬; ১০। ... ... ... ... ... ... ১৫
গীত ৩১। প্রকাশিত ৪ ও ৫।
[গীত ৯০ ও ১০৪ ও ১৩৯। প্রেরিত ১৭। ইফিষীয় ১।]

## ৪। মনুষ্যের পতন।

"এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল।"
রো ৫; ১২। ... ... ... ... ... ... ২০
আদিপুস্তক ৩। যাকোব ১।
[মথি ৪। রোমীয় ৭।]

## ৫। পাপের রাজত্ব।

"মৃত্যুতে পাপ রাজত্ব পাইয়াছিল।" রো ৫; ২১। ... ... ২৫
আদিপুস্তক ৬। রোমীয় ১।
[গীত ৫১। যিশায়াহ ৬৪। রোমীয় ৩ ও ৫।]

## ৬। ঈশ্বরীয় পরিত্রাণোপায়।

"ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ।" গী ৫০; ২৩। "এমন মহৎ পরিত্রাণ।"
ইব্রু ২; ৩। ... ... ... ... ... ... ... ২৯

পৃষ্ঠা

যিশায়াহ ৪৫। ইব্রীয় ২।

[গীত ৮৫। রোমীয় ৮। ২ করিন্থীয় ৫। গালাতীয় ৩।]

## ৭। যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য

"তাঁহার পক্ষে ভাববাদিরা সাক্ষ্য দিতেছেন।" প্রে ১০; ৪৩। ... ৩৫

যিশায়াহ ৫৩। প্রেরিত ২।

[গীত ২ ও ১৬ ও ২২। যিশায়াহ ১১ ও ৫৫। দানিয়েল ৭ ও ৯। প্রেরিত ১৩।]

## ৮। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম।

"অদ্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।" লূ ২; ১১। ... ৪১

মীখা ৫। লূক ২।

[যিশায়াহ ৭ ও ৯। মথি ১। ফিলিপীয় ২। ইব্রীয় ২।]

## ৯। প্রভু যীশুর পরীক্ষা।

"তিনি আমাদের ন্যায়, অথচ বিনা পাপে পরীক্ষিত হইয়াছেন।" ইব্রু ৪; ১৫। ... ... ... ... ... ... ৪৬

দ্বিতীয় বিবরণ ৬। মথি ৪।

[গীত ৯৫। লূক ৪। ইফিষীয় ৬। ইব্রীয় ৪।]

## ১০। প্রভু যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়া।

"আমি যে ২ ক্রিয়া করিতেছি, ইহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" যো ১০; ২৫। ... ... ... ... ... ... ৫১

যিশায়াহ ৩৫। মথি ১১।

[মথি ৮ ও ৯। লূক ৫। যোহন ১১।]

## ১১। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরীয় শিক্ষা।

"একই গুরু খ্রীষ্ট।" ম ২৩; ৮। ... ... ... ... ৫৭

যিশায়াহ ৫০। মথি ৭।

[মথি ৫ ও ৬ ও ২৩। লূক ১৫। যোহন ১৪ ও ১৫ ও ১৬।]

## ১২। যীশুর পবিত্র স্বভাব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

"তিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, ও পাপিগণহইতে পৃথক্‌কৃত।" ইব্রু ৭; ২৬। ... ... ... ... ... ... ৬৩

গীত ৪০। ১ পিতর ২।

[যোহন ৪ ও ১৩। ইব্রীয় ৭। ১ যোহন ২।]

পৃষ্ঠা

## ১৩। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু।

"খ্রীষ্ট আমাদের পাপের কারণ প্রাণত্যাগ করিলেন।" ১ করি ১৫; ৩।... ৬৮
গীত ২২। মথি ২৭।
[আদিপুস্তক ২২। যিশায়াহ ৫৩। মার্ক ১৫। লূক ২৩। যোহন ১৯।
ইব্রীয় ৯।]

## ১৪। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান।

"খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন।" ১ করি ১৫; ২০।... ৭৩
গীত ১৬। লূক ২৪।
গীত ২। মথি ২৮। মার্ক ১৬। যোহন ২০। রোমীয় ৬। ১ করিন্থীয় ১৫।]

## ১৫। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ।

"প্রভু স্বর্গে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।" মা ১৬; ১৯।... ৭৮
গীত ২৪। প্রেরিত ১; ১-১১। ২; ২২-৩৬।
[গীত ৬৮। ইফিষীয় ১। ইব্রীয় ১ ও ১০।]

## ১৬। যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরীয় মহিমা।

"যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর—যুগে ২ ধন্য।" রো ৯; ৫। ... ... ৮৪
যিশায়াহ ৯। কলসীয় ১।
[হিতোপদেশ ৮। যোহন ১ ও ৫। কলসীয় ২। প্রকাশিত ১।]

## ১৭। পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব।

"পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না।" ইফ ৪; ৩০। ... ... ৮৭
যিশায়াহ ৬১। গালাতীয় ৫।
[আদিপুস্তক ১। মথি ৩। যোহন ১৪ ও ১৫। ১ করিন্থীয় ১২। ইফিষীয় ৪।]

## ১৮। পবিত্র আত্মার কার্য্য।

"ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন।" ১ করি ৩; ১৬। ... ৯২
যিহিষ্কেল ৩৬। যোহন ১৬।
[যিরিমিয়াহ ৩২। যোহন ৩। ১ যোহন ২। রোমীয় ৮।]

## ১৯। মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাসই পরিত্রাণের পথ।

"মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।" মা ১; ১৫। ... ৯৮
যিহিষ্কেল ১৮। রোমীয় ৩।
[যিশায়াহ ১ ও ৫৫। লূক ৩। ইব্রীয় ১১। ১ যোহন ৫।]

পৃষ্ঠা

## ২০। পুনর্জন্ম।

"তোমাদের আদি অবধি জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক।" যো ৩ ; ৭।... ১০৪
যিহিষ্কেল ৩৭। যোহন ৩।
[গীত ৫১। কলসীয় ৩। ১ পিতর ১। ১ যোহন ৩।]

## ২১। খ্রীষ্টাশ্রিতদের সৌভাগ্য।

"তিনি আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর প্রাপ্ত করিয়াছেন।"
ইফ ১ ; ৩। ... ... ... ... ... ... ১১০
যিশায়াহ ৪৩। রোমীয় ৮।
[গীত ৩৪। যিশায়াহ ৫৪। যোহন ১০। ইফিষীয় ১।]

## ২২। ঈশ্বরীয় দত্তকপুত্রতা।

"প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান।" ১ যো ৩ ; ২। ... ... ১১৬
গীত ১০৩। যোহন ১৪।
[যিশায়াহ ৬১। যোহন ১৭। ২ করিন্থীয় ৫। ফিলিপীয় ৩।]

## ২৩। যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন।

"আমি অরায় আসিতেছি। আমেন্; হাঁ, প্রভো যীশু, আইসুন।"
প্রক ২২ ; ২০। ... ... ... ... ... ... ১২২
দানিয়েল ৭। মথি ২৪।
[মথি ২৫। ১ থিষলনীকীয় ৪ ও ৫। ২ পিতর ৩। প্রকাশিত ১৯।]

## ২৪। ঈশ্বরীয় রাজ্যের শেষকালীন বিজয়।

"যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য২ বলিবে।" গী ৭২ ; ১৭। ... ১২৯
গীত ৭২। রোমীয় ১১।
[গীত ২ ও ৪৫। যিশায়াহ ২ ও ১১ ও ৪৯ ও ৬০। দানিয়েল ২ ও ৭।
প্রকাশিত ২০ ও ২১।]

## ২৫। দুষ্টদের শেষগতি।

"ইহারা অনন্ত দণ্ড ভোগ করিতে যাইবে।" ম ২৫ ; ৪৬। ... ... ১৩৫
গীত ৩৭। যিহূদা।
[গীত ৫৮। মার্ক ৯। রোমীয় ২। ২ থিষলনীকীয় ১। প্রকাশিত ১৪।]

## ২৬। ধার্ম্মিকগণের শেষগতি।

"ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করিতে যাইবে।" ম ২৫ ; ৪৬। ... ১৪১
গীত ৭৩। প্রকাশিত ২২।
[গীত ১৬। ২ করিন্থীয় ৫। ফিলিপীয় ৩। ১ পিতর ১। প্রকাশিত ৭ ও ২১।]

# খ্রীষ্টীয় উপদেশ।

## নং ১।

## ঈশ্বরের প্রেম।

---

**"ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।" ১ যো ৪ ;১৬।**

ঈশ্বরের প্রেম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুরা কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অনেক দেবদেবী মানিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগেতে প্রেম প্রকাশ পায় নাই। কৃষ্ণ লাম্পট্যস্বরূপ, কালী হিংসেচ্ছাস্বরূপ, শিব ভয়ানকতাস্বরূপ, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ প্রকার দেবদেবীর অন্তরে প্রেম স্থান পায় নাই। মহম্মদীরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন বটে, এবং তাঁহাকে "রহীম," অর্থাৎ দয়াময়ও বলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক প্রেমময়, তিনি যে পাপীদিগকেও প্রেম করেন, এবং পাপীদের পরিত্রাণের উপায় আপনি সাধন করিয়াছেন, মহম্মদী ধর্ম্ম এই প্রকার শিক্ষা দেয় না; সেই ধর্ম্মানুসারে তিনি রাজা বটেন,কিন্তু "পিতা" নহেন। কেবল ধর্ম্মপুস্তকেই ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের প্রেম তিন বিষয়ে প্রকাশ পাইতেছে, (১) তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে (২) তাঁহার বিশ্বশাসনে, (৩) তাঁহার সাধিত পরিত্রাণোপায়ে।

১। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রেম প্রকটিত হইয়াছে। পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকলি সৃষ্টি করিলে পর "ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলই অতি উত্তম দেখিলেন।"[১] নিষ্কলঙ্ক মনুষ্যের বাসার্থে ঈশ্বর নিষ্কলঙ্ক একটী পৃথিবী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সত্য, এখন মনুষ্যজাতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মাবলি মনুষ্যের হিতসাধক হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আত্মা ও দেহ, উভয়ই দিয়াছেন; এবং আমাদের দেহ আত্মার উপযুক্ত আধার। আমাদের দৈহিক হিতার্থে তিনি কত ২ সদুপায় করিয়াছেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পর এক অন্যের উপকারক। চক্ষু আপদের সম্ভাবনা দেখিলে পদদ্বয় অমনি

---

(১) আদি ১; ৩১।

পলাইবার এবং হস্তদ্বয় আত্মরক্ষা করিবার উপায় যোগায়। আবার চক্ষু দর্শনার্থে, নাসিকা আঘ্রাণার্থে, জিহ্বা আস্বাদনার্থে, কর্ণ শ্রবণার্থে এবং ত্বক্ স্পর্শ জ্ঞান লাভার্থে কেমন উপযুক্ত! এইরূপে মনুষ্যের শরীর শত সহস্র বিষয়ে ঈশ্বরের প্রেম দেখায়।

আবার শরীরের প্রতিপালনের জন্যে গ্রাসাচ্ছাদন আবশ্যক, তাহাও ঈশ্বর বাহুল্যরূপে যোগাইয়া দেন। ধান্য উৎপন্ন করণার্থে তিনি সূর্য্য ও জল সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি দেন ও সূর্য্যের কিরণ বিস্তার করেন। সত্য, কখন২ দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু তাহাও তাঁহার দয়ার কার্য্য, কেননা আমরা পাপী, আমাদিগকে বার২ শাস্তি পাইতে হয়, না পাইলে আমাদের পাষণ্ড মন ঈশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে। তথাপি ঈশ্বর প্রতি বৎসর কত কোটী২ মনুষ্যকে আহার দেন। কেবল মানবজাতির প্রতি নয়, আপনার সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁহার দয়া বর্ত্তে। "সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ, এবং আপনার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর উপরে তাঁহার করুণা বর্ত্তে।" [১] "তিনি যাবতীয় প্রাণিকে আহার দেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্ত কালস্থায়ী।"[২] মনুষ্যমাত্র ভ্রষ্ট হইলেও ঈশ্বরের প্রেম ও দয়া নিবৃত্ত হয় নাই। পৃথিবী তাঁহার দয়ার প্রমাণে পরিপূর্ণ; তাঁহার সৃষ্টিসমূহ একস্বরে ডাকিয়া বলিতেছে, "ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ।"

২। ঈশ্বরের বিশ্বশাসনে তাঁহার দয়া ও প্রেম দেখা যাইতেছে। তিনি যেমন আদিতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি নিমেষে২ জীবিত রাখিয়া থাকেন। আমাদের নিশ্বাস তাঁহারই হস্তগত।[৩] "তাঁহাতেই আমাদের জীবন ও গতি ও সত্তা হইতেছে।"[৪] তাঁহার বিরুদ্ধে নিত্য বিদ্রোহী থাকিলেও স্বর্গীয় রাজা মনুষ্যদিগকে নিরবচ্ছিন্ন ধরিয়া রাখেন। মাসে২, বৎসরে২, আমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করেন। ফলে "ঈশ্বরের মধুর ভাব" আমাদিগকে "অনুতাপ করিতে লওয়াইতেছে।"[৫]

তিনি আমাদিগকে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা "পবিত্র ও ন্যায্য ও উত্তম।"[৬] সেই ব্যবস্থা পালন করিলে মনুষ্যের মঙ্গলই হয়। পাপ করিলে যে ভয়ানক ফল হয়, তদ্দ্বারাও ঈশ্বর আপন প্রেম দেখান, কেননা যদি পাপের কুফল না থাকিত, আমরা কখন পাপ ছাড়িতাম না, কিন্তু তাহার কুফল দেখিলে আমরা তাহাহইতে রক্ষা পাইতে যত্নবান্

(১) গীত ১৪৫; ৯। (২) গীত ১৩৬; ২৫। (৩) দা ৫; ২৩।
(৪) প্রে ১৭; ২৮। (৫) রো ২; ৪। (৬) রো ৭; ১২।

হই। শরীরে অগ্নি স্পর্শে যে বেদনা হয়, তাহা আমাদের হিতজনক, কেননা বেদনা টের না পাইলে আমরা শীঘ্র দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইতাম, কিন্তু সেই বেদনাদ্বারা আমরা সতর্ক হইতে শিক্ষা পাই। সেই প্রকারে পাপের কুফলদ্বারা আমরা পাপকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা পাই। ইহাতেও ঈশ্বরের প্রেম দেখা যাইতেছে।

ক্লেশ প্রদানদ্বারাও ঈশ্বর আপন প্রেম প্রকাশ করেন। ক্লেশ ঘটিলে আমরা অনেক বার মনে করি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে প্রেম করেন না; যদি করেন, কেন এত কষ্ট ভোগ করিতে হয়? কিন্তু তাহা নয়, তিনি প্রেমময়, এবং সেই ক্লেশ তাঁহার প্রেমের চিহ্ন। "প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন। যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন।...ইনি হিতের নিমিত্তে, অর্থাৎ আমরা যেন তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই, তন্নিমিত্ত শাস্তি দিতেছেন।"[১] ঈশ্বর সকলই আমাদের হিতার্থে করেন। তাঁহার রাজশাসন সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। "যাহারা তাঁহার নিয়ম ও প্রমাণবাক্য পালন করে, তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত মার্গ দয়া ও সত্যস্বরূপ।"[২] "ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে।"[৩]

আমাদের আয়ুর যে ভাগ অতীত হইয়াছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে ঈশ্বরের দয়ার কত প্রমাণ দেখিতে পাই! তিনি আমাদের সৃষ্টি স্থিতি পালনকর্ত্তা; অদ্য পর্য্যন্ত আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অদ্য পর্য্যন্ত আমরা জীবিত রহিয়াছি, ঈশ্বর প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী আমাদিগকে যোগাইয়া দিতেছেন। তিনি কত বিপদ্‌হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন! কত পরীক্ষাহইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন! কতবার ক্লেশরূপ উত্তাপে আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইলে তিনি আমাদিগকে সান্ত্বনারসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন! শয়তান আমাদিগকে বার২ অভিশাপ করিয়াছে, কিন্তু "আমাদের ঈশ্বর সেই অভিশাপকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন।"[৪] ঈশ্বরীয় শাসন সর্ব্বতোভাবে আপন প্রজাদের মঙ্গলজনক।

৩। ঈশ্বরের সাধিত পরিত্রাণোপায়ে তাঁহার প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

---

(১) ইব্র ১২; ৬,৭,১০। (২) গীত ২৫; ১০। (৩) রো ৮; ২৮।
(৪) নহি ১৩; ২।

(১) তিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আহা, ইহাতে তিনি আমাদের প্রতি কি পর্য্যন্ত প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।"[১] মনুষ্যেরা যদি নিষ্পাপ থাকিত, কিম্বা পাপের জন্য খেদ করিত, তবুও তাঁহাদের নিমিত্তে আপন পুত্রকে পাঠাইলে ঈশ্বর অতিশয় প্রেম প্রকাশ করিতেন, কিন্তু "ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন।"[২] মনুষ্যমাত্র যখন ঈশ্বরের শত্রু ছিল, যখন পাপাসক্ত হইয়া ঈশ্বরকে ঘৃণা করিত, তখনও ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করিয়া আপন পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে প্রেম করি নাই, তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রতি দয়া করিতে আহ্বান না করিলেও তিনি আপনি তাহা করিলেন। আহা, ঈশ্বরের প্রেম কে বর্ণনা করিতে পারে! আমরা যেন পরিত্রাণ পাই, এই নিমিত্ত তিনি আপন প্রিয়তম পুত্রের প্রতিও মমতা করেন নাই। ঈশ্বরের প্রেম মনুষ্যের চূড়ান্ত প্রেম হইতেও উৎকৃষ্ট। অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আমাদের নিস্তারার্থে মনুষ্য হন! সৃষ্টিকর্ত্তাই অপরাধী মনুষ্যের দোষ প্রক্ষালনার্থ ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করেন! ব্যবস্থাপক ব্যবস্থালঙ্ঘীর নিমিত্তে আপন প্রাণ দেন। অনাদি কালাবধি যাঁহাতে পিতা ঈশ্বরের অসীম প্রীতি ছিল, সেই পুত্র-ঈশ্বর পিতা কর্ত্তৃক এই পাপপূর্ণ জগতে প্রেরিত হইলেন; ঈশ্বর যাঁহাকে সমুদয় সৃষ্টি- হইতে অসীমরূপে প্রেম করেন, তাঁহাকেও পাষণ্ড মানবজাতির পরিত্রাণার্থে মৃত্যুতে সমর্পণ করেন। "ইহাতেই প্রেম আছে।"[৩]

(২) ঈশ্বর বিনামূল্যেই পরিত্রাণ দেন, এবং সকলকে তাহা গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করেন, ইহাতেও তাঁহার প্রেম প্রকাশ পায়। পরিত্রাণ পাইবার জন্য যদি টাকা দিতে হইত, তাহা হইলে দরিদ্রেরা কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইতে পারিত না। যদি বিদ্যা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ স্বর্গে যাইতে পারিত না। যদি কেবল অল্প পাপের পাপীদিগকে নিমন্ত্রণ করা যাইত,

---

(১) যো ৩; ১৬। (২) রো ৫; ৮। (৩) ১ যো ৪; ১০।

তবে ষোল আনা পাপী নিরাশ হইত। কিন্তু ঈশ্বর শুদ্ধ ধনীদিগকে নয়, জ্ঞানীদিগকে নয়, সদাচারিগণকে নয়, সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। আমাদের পাপ গগণস্পর্শী হইলেও যীশুর রক্তদ্বারা একবারে তাহার মোচন হইতে পারে। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত দুষ্ট হউক না কেন, যীশুর রক্তদ্বারা বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ঈশ্বর সকলকে যীশুর নাম লইয়া আপনার কাছে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন, এবং অতিশয় দয়ার্দ্র স্বরে আহ্বান করেন। তিনি পাপীদের প্রতি স্নেহসহকারে বলেন, "প্রভু সদাপ্রভু কহেন, যদি আমি জীবিত হই, তবে সত্য বলি, দুষ্ট লোকের মরণে আমার প্রীতি হয় না, বরঞ্চ দুষ্ট লোক যে আপন পথহইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে আমার প্রীতি হয়। ফির, আপন ২ কুপথহইতে ফির; হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা কেন মরিবা?"[১] ঈশ্বর যেন অশ্রুপাতপূর্ব্বক পাপীদিগকে আপনার নিকটে ফিরিয়া আসিতে বিনতি করেন।

(৩)। মানবজাতি এমন কঠিনমনা যে, ঈশ্বর আপন পুত্রকে পাঠাইলে এবং পাপীদিগকে আহ্বান করিলেও তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিবে না। এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের নিস্তারার্থে কেবল আপন পুত্রকে, তাহা নয়, আপন আত্মাকেও প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা যখন পাপে মৃত ছিলাম, তখন তিনি আমাদিগকে আত্মিক জীবন দানার্থে সেই পবিত্র আত্মাকে পাঠাইয়া দিলেন। আত্মা নূতন জীবন দান করিয়া মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের অন্তরে উৎপন্ন করেন। ইহাতেও পিতার অসীম প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে। "দয়াধনে ধনবান ঈশ্বর যে মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ।"[২] এই প্রকারে ঈশ্বর আপন মহাপ্রেমে আমাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আকর্ষণ করেন। পরে সেই আত্মার অনুগ্রহে আমরা শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে শক্তি পাই। ঈশ্বর আমাদিগকে কখনো পরিত্যাগ করেন না; যদিও অবাধ্য হই, তথাপি তিনি আমাদের অনাজ্ঞাবহতার প্রতি সহিষ্ণুতা করিয়া শাস্তিদ্বারা আমাদিগকে সুপথে ফিরাইয়া আনেন; ভর্ৎসনা না করিয়া আমাদের অপরাধ ও ত্রুটি সকল মার্জ্জনা করেন; পরীক্ষা-সময়ে শয়তানকে জয় করিবার শক্তি যোগাইয়া দেন। যখন

(১) যিহি ৩৩; ১১। (২) ইফ ২; ৪,৫।

উদ্বিগ্ন হই, তিনি গন্তব্য পথ দেখাইয়া থাকেন। যখন ত্রাসযুক্ত হই, তিনি সান্ত্বনাবাক্যে আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমময় আত্মা আত্মিক জীবনের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা, পুনর্জন্ম দান পুরঃসর তিনি মরণ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকেন, এবং আমাদিগকে স্বর্গে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র করেন।

এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর এই আত্মার আবির্ভাবে আমাদিগকে আপন বহুমূল্য পুস্তকও দান করিয়াছেন। ধর্ম্মপুস্তকদত্ত আলো ব্যতিরেকে এই পৃথিবী অন্ধকারময় থাকিত, কিন্তু ঈশ্বরের সেই বাক্য আমাদের "চরণের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ।"[১] তদ্দ্বারা অজ্ঞানেরা জ্ঞান পায়, দুঃখীরা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়। তাহা আমাদিগকে স্বর্গে যাইবার পথ দর্শাইয়া দেয়, এবং তথায় যাত্রা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করে। শাস্ত্রবিহীনেরা অন্ধকারে ভ্রমণ করে, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রানুসারে চলে, তাহারা পারমার্থিক আলোতে আলোকিত হয়, ও ধর্ম্ম পথে গমন করিয়া স্খলিত হয় না। মানবজাতিকে ধর্ম্মপুস্তক দান করাতে ঈশ্বর বিলক্ষণরূপে আপন প্রেম দর্শাইয়াছেন।

(৪)। ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে যে গৌরবান্বিত অধিকার দেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার প্রেম প্রকাশিত হইতেছে। "দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই; আর আমরা তাহা আছি।"[২] "ঈশ্বরের সন্তান!" ইহার অর্থ কে বুঝিতে পারে? যখন ১৮৭৫ সালে রাজপুত্র ভারতবর্ষে আইসেন, তখন সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকেরা কত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার সমাদর করিয়াছিল! তাহার কারণ এই, তিনি মহারাণীর সন্তান। পার্থিব রাজাদের সন্তানেরা যদি এমত সমাদরের পাত্র, তবে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সন্তান হওয়া কেমন সৌভাগ্যের ও সম্মানের বিষয়! হে ভ্রাতঃ, হে ভগিনি, তুমি না কি অতি দরিদ্র ও দুর্ব্বল ও ঐহিক লোকদের জ্ঞানে হেয়, তথাচ যদি যীশুতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি পরাৎপর সদাপ্রভুর সন্তান! আঃ, ঈশ্বর তোমার প্রতি কেমন দয়া প্রকাশ করিয়াছেন! তিনি আমাদিগকে পাপপঙ্কে মগ্ন ও নরকে পড়িতে উদ্যত দেখিয়া, সেই ভয়ানক অবস্থাহইতে উদ্ধার করেন; পরে আমাদের মলিন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে আপনার ধার্ম্মিকতারূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া আপনার গৃহে আনিয়া পুত্রস্বরূপে স্নেহ ও পালন করেন।

---

(১) গী ১১৯; ১০৫। (২) ১ যো ৩; ১।

ইহকালেও আমাদের এই সৌভাগ্য আছে, কিন্তু পরকালে কি হইবে! "হে প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; পরন্তু কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব।"[১] ঈশ্বর আপন প্রেমকারীদের জন্যে "অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াংশ"[২] প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দায়াংশ কি পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত ও সুখদায়ক, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারি না, কিন্তু স্বর্গে গেলে অনন্তকাল সুখী ও পবিত্র থাকিব, ইহা জানি। আমরা "তাঁহার সদৃশ" হইব, যীশু যেমন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র, সেই প্রকারে আমরাও হইব; তিনি যেমন স্বর্গীয় সুখপ্রাপ্ত, সেই প্রকারে আমরাও হইব। আমরা "তাঁহাকে দর্শন করিব," সম্মুখাসম্মুখি হইয়া অনন্তকাল আমাদের প্রিয়তম ত্রাণকর্ত্তার সঙ্গে থাকিব। ঈশ্বরের সন্তানেরা তাঁহার শক্তিদ্বারা স্বর্গের নিমিত্তে রক্ষিত হয়, এবং স্বর্গে পঁহুছিয়া তাহারা "আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং তাহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক তাহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনের প্রবাহের জলের উনুইর নিকটে গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।"[৩]

ঈশ্বরের প্রেম—

১। অনাদি অনন্ত। "সদাপ্রভু কহেন, আমি তো নিত্য প্রেমেতে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্যে দয়াতে তোমাকে চিররক্ষিত করিলাম।"[৪] তাঁহার প্রেম অনাদি, এমন সময় কখন হয় নাই, যখন তিনি আমাদিগকে প্রেম করেন না। আমাদের জন্মাবধি তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন; আমাদের জন্মের পূর্ব্বেও আমাদিগকে জ্ঞাত ছিলেন; ১৮০০ বৎসর হইল আমাদের পরিত্রাণার্থে আপন পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন; জগতের পত্তনাবধি আমাদিগকে প্রেম করেন; অনাদিকালাবধি প্রেম করেন। আবার তাঁহার প্রেম অনন্ত, তাহার শেষ কখন হইবে না, যত কাল অমর ঈশ্বর জীবিত আছেন, তত কাল আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম স্থির থাকিবে।

২। অপরিবর্ত্তনীয়। আমাদের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং বার ২ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি একই থাকেন। আমরা অবাধ্য হইলেও

(১) ১ যো ৩; ২। (২) ১ পি ১; ৪। (৩) প্রকা ৭; ১৬,১৭। (৪) যির ৩১; ৩।

তাঁহার প্রেম বিনষ্ট হয় না। আমরা যদি তাঁহাকে বিস্মৃত হই, তথাপি তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত হন না। "পর্ব্বতগণ সরিয়া যাইবে, ও উপ-পর্ব্বতগণ নড়িবে; কিন্তু আমার দয়া তোমাহইতে সরিয়া যাইবে না, ও আমার স্থাপিত শান্তির নিয়ম নড়িবে না, ইহা তোমার অনুকম্পাকারি সদাপ্রভু কহেন।"[১] "কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে নিহিত ঈশ্বরের প্রেমহইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"[২] ঈশ্বর স্বয়ং যেমন, তাঁহার প্রেমও তেমনি অপরিবর্ত্তনীয়।

৩। পবিত্র। ঈশ্বর পাপীকে যত প্রেম, পাপকে তত ঘৃণা করেন। আমাদিগকে প্রেম করাতে তিনি পবিত্র করিতেও মানস করেন। সত্য, তিনি জগতীস্থ সকলকে প্রেম করেন, কিন্তু মনুষ্যেরা যখন নিত্য অবাধ্য থাকে, তাঁহার প্রেমের আহ্বান নিত্য অবহেলা করে, ঈশ্বরাপেক্ষা পাপকে ভাল বাসে, তাহা হইলে তাহারা কোন ক্রমে তাঁহার চিরস্থায়ি অনুগ্রহের পাত্র হইবে না। ঈশ্বরের প্রেমরূপ অগ্নি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা দগ্ধ করে।

ঈশ্বরের প্রেম ধ্যান করিয়া আমাদের কি করা বিহিত?

(১)। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করা আবশ্যক। "যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।"[৩] "যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত অথচ তাহা পালনকারী, সেই আমাকে প্রেম করে।"[৪] স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞাপালনদ্বারা তাঁহার সন্তানেরা পরিচিত হয়।

(২)। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে প্রেম করা আবশ্যক। "হে প্রিয়েরা, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিয়াছেন, তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বদ্ধ আছি।" "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, ইহা যে বলে, সে যদি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই সেই ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রেম করিতে পারে?"[৫]

উপসংহারে, "হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করত এবং পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করত ঈশ্বরের প্রেমেতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।"[৬]

---

([১]) যিশ ৫৪; ১০। ([২]) রো ৮; ৩৯। ([৩]) ১ যো ২; ৫। ([৪]) যো ১৪; ২১। ([৫]) ১ যো ৪; ১১,২০। ([৬]) যিহু ২০, ২১।

নং ২।

# ঈশ্বরের পবিত্রতা।

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু।"
যিশ ৬; ৩।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সত্য; তথাপি অনুপযুক্ত ভাবে পুত্রবৎসল যে পিতা, তিনি তাহার সদৃশ নহেন। অনেক পিতা আপন২ সন্তানদের প্রতি এমত অসঙ্গত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, তাহারা তাহাদিগকে কখন শাস্তি দেয় না, এবং তাহাদের অভীষ্ট কোন বিষয়ের প্রতিরোধ করে না। বাস্তবিক এমন পিতারা প্রেমী নহে, যদি আপন২ সন্তানদিগকে প্রেম করিত, তবে উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে শাসন করিত। ঈশ্বর সেই রূপ পিতা নহেন। তিনি প্রকৃতরূপে প্রেমস্বরূপ; পাপ সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টজনক জানিয়া তিনি পাপীর নিতান্ত মঙ্গলাকাংক্ষী, আবার পাপকে যার পর নাই ঘৃণা করেন। তিনি প্রেমময়, অথচ পবিত্র। আপন সন্তানদিগকে প্রেম করাতে তিনি শাস্তিদ্বারা তাহাদিগকে চেতনা দেন ও পাপহইতে মুক্ত করেন, এবং যে অবিশ্বাসিরা পাপাসক্ত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেম অবহেলা করে, পবিত্রতম ঈশ্বর তাহাদিগকে নারকীয় অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করিবেন। ঈশ্বরের প্রেম যেমন, তাঁহার পবিত্রতা তেমনি অসীম। তাঁহার নাম "সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময়, পাপের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য তাহার দণ্ডদাতা।"[১]

ঈশ্বর পবিত্র, ইহার অর্থ এই, তিনি আপনি কখন পাপ করেন না, কখন অন্যায় করেন না, কাহাকে কখন পাপে প্রবৃত্তি দেন না। তিনি পাপকে অসীমরূপে ঘৃণা করেন, ও তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিবেনই দিবেন। "তাঁহার নাম পবিত্র।"[২] শাস্ত্রে অনেক স্থলে "নাম" শব্দদ্বারা যাহার নাম সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়; ঈশ্বরের নাম যাহা, তিনি স্বয়ং তাহাই। বাস্তবিক পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন প্রকৃতিসিদ্ধ যে, আমরা যদ্রূপ তেজোবিহীন সূর্য্যের সত্তা অনুভব করিতে পারি না, তদ্রূপ পবিত্রতাবিহীন ঈশ্বরের সত্তাও অনুভব করিতে পারি না। পবিত্রতাবিহীন যে ঈশ্বর, সে ঈশ্বর

(১) যা ৩৪; ৬,৭। (২) লূ ১; ৪৯।

নহে। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা না করিলে তাঁহার স্বভাব আর থাকে না। তিনি পবিত্রতাময়।

তিনি বাক্যে পবিত্র; "সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ"[১]। তিনি কেবল সত্যই কহেন; "মিথ্যাকথনে অসমর্থ ঈশ্বর,"[২] ইহা তাঁহার নাম। তাঁহার কথায় কোন ভুল ভ্রান্তি প্রবঞ্চনা নাই; তিনি যাহা বলেন, তাহা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

বাক্যে যেমন, তেমনি তিনি কার্য্যেও পবিত্র। "সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্ম্মময়, ও আপনার সমস্ত কার্য্যে সাধু।"[৩] কেহ কোন বিষয়ে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারে না। তিনি ইহ-পরকালে কোন ক্রমে কাহারো প্রতি কিছু অন্যায় করেন না। "সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না?"[৪] স্বভাবে, বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

তিনি পবিত্রতম, সুতরাং কখন কোন মনুষ্যকে পাপে লওয়ান না। "কুভাবজনক পরীক্ষা ঈশ্বরের হয় না।"[৫] সূর্য্যকে যদি অন্ধকারের, ঈশ্বরকে তবে পাপের আকর বলা যাইতে পারে। পবিত্রতম ঈশ্বর কোন ক্রমে পাপের উৎপাদক হইতে পারেন না। "ঈশ্বর জ্যোতিঃ-স্বরূপ, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।"[৬] ঈশ্বর কোন বিষয়ে পাপে লিপ্ত নহেন। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। তিনি প্রেমময় পিতা, অথচ ধার্ম্মিক রাজা। "ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট"[৭] থাকেন। "তুমি এমন নির্ম্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে পার না।"[৮]

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে ঈশ্বরের প্রেম তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যে, বিশ্বশাসনে, ও পরিত্রাণোপায়ে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার পবিত্রতাও সেই২ কার্য্যে প্রমাণীকৃত হয়।

১। সৃষ্টিকালে সমস্ত বিষয় নিরীক্ষণ করিলে ঈশ্বর দেখিলেন, সকলই অতি উত্তম। ঈশ্বর "আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন," অর্থাৎ সৃষ্টিকালে মনুষ্য ঈশ্বরের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র ছিলেন।[৯] "ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।"[০] তাঁহার সৃষ্ট জগতে পাপ ছিল না। শয়তানের প্রবঞ্চনাতেই পাপ জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যাহা উত্তম, ঈশ্বর কেবল তাহারই উৎপাদক, সুতরাং তিনি পবিত্র।

---

(১) গী ৩৩; ৪। (২) তীত ১; ২। (৩) গী ১৪৫; ১৭। (৪) আ ১৮; ২৫।
(৫) যাক ১; ১৩। (৬) ১ যো ১; ৫। (৭) গী ৪৭; ৮। (৮) হব ১; ১৩।
(৯) আ ১; ২৭, ৩১। (০) উপ ৭; ২৯।

২। ঈশ্বরের বিশ্বশাসনে তাঁহার পবিত্রতা প্রতীয়মান হয়। তিনি যে প্রাকৃতিক নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে পাপের সহিত দুঃখের ও পবিত্রতার সহিত সুখের দৃঢ় সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাপ সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের আকর, পবিত্রতা সর্ব্বপ্রকার শুভফল-যুক্ত। ঈশ্বরের ব্যবস্থা উত্তম ও ন্যায্য, তাহার পালনেই কল্যাণমাত্র হয়। পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়াছিল, পাপের ফল-স্বরূপে মানবজাতি পুরুষানুক্রমে রোগ, শোক, দুঃখে আতুর হইয়া আসিতেছে।—কোন একটী হাস্‌পিটালে গিয়া দেখ, কত রোগী মনুষ্য কত ভিন্ন২ প্রকার পীড়াগ্রস্ত হইয়া আত্যন্তিক বেদনা অনুভব করিতেছে! তাহা সকলি পাপের ফল, যদি পাপ না থাকিত, কোন প্রকার রোগ হইত না।—সংগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়া দেখ, কত শত২ লোক হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে, কত শত সহস্র সৈন্য নানাবিধ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া আত্যন্তিক যাতনায় গড়াগড়ি দিতেছে! ইহা পাপেরই ফল।—ঐ মনুষ্যকে দেখ, সে এমত জীর্ণ ও কৃশ যে বোধ হয়, তাহার মরণকাল সন্নিকট। তাহার এই দুরবস্থা কিসে হইয়াছে? সে মদ খায়, আফিং খায়, যৌবনকালে কামাতুর ছিল, নানাপ্রকার নষ্টামিতে মান, প্রাণ, ধন, সকলি নষ্ট করিয়াছে। ইহা পাপের ফল। পাপদ্বারা অমঙ্গল হয়, বিধাতা এই নিয়ম করিয়াছেন, ইহাতে জানা যায় যে তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, তিনি পবিত্র।

আর দুই একটী ব্যাপার চিত্তচক্ষুতে নিরীক্ষণ করিলে ঈশ্বরের পবিত্রতা অনুভূত হইবে। ভূতল জলে আচ্ছাদিত হইয়াছে। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং জল-ভাণ্ডারের দ্বার সকল চল্লিশ দিন খোলা রহিয়াছে। সর্ব্ব প্রকার জন্তুর এবং শত২ মনুষ্যের শব জলে ভাসিয়া যাইতেছে। দুই এক ব্যক্তি অতি উচ্চ২ পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ভরসা বৃথা, জল ক্রমে২ উঠিয়া "সকলকে বিনষ্ট করিল।"[১] "আকাশ-মণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল।"[২] কেবল জাহাজ-স্থিত আট জনমাত্র মনুষ্য রক্ষা পাইল। এই ভয়ানক ব্যাপারের কারণ কি? কারণ এই, ঈশ্বর পবিত্রতম, এই জন্যে মনুষ্যদের ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত সকলকে বিনষ্ট করিলেন।

আবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। অতি উর্ব্বরা একখানি নিম্নভূমি।

---

(১) লূ ১৭; ২৭। (২) আ ৭; ১৯।

দেশটী সুপ্রশস্ত, "সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল।"[১] যর্দ্দন নদী তাহার মধ্যদিয়া বহিয়া তাহাকে জলসিক্ত করে। কিছুরই অভাব নাই। লোকেরা আমোদ প্রমোদ করে, কোন ভয় ভাবনা নাই। হঠাৎ ভারী ঝড়ের লক্ষণ দেখা যায়। কি আশ্চর্য্য! শীতল জল পড়ে না, কিন্তু গন্ধক ও অগ্নি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিতেছে! লোকদের প্রমোদ প্রমাদে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহারা চারি দিকে পলায়ন করে, কিন্তু কোন স্থানে রক্ষা নাই, চারি নগর একেবারে ভস্ম হয়। তাহার কারণ কি? কারণ এই, ঈশ্বর পবিত্রতম, এই নিমিত্তে ভ্রষ্ট সদোমীয় ও ঘমোরীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন।

পাপের ফল কি, তাহা ইহকালে কতক পরিমাণে জানা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরকালেই জানা যাইবে। ঈশ্বর দয়াসাগর, তিনি প্রেমস্বরূপ, তথাপি তিনি পাপকে এমন ঘৃণা করেন যে, যাহারা আপন ২ পাপে মরে, তাহাদিগকে নরকে যাইতে হয়। সেই স্থানে "রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি" ভিন্ন আর কোন শব্দ শুনা যায় না। যাহারা সেই স্থানে পাপের ভয়ানক ফল ভোগ করিতেছে, তাহাদের আর কোন সুখ নাই, কোন আরাম বিশ্রাম নাই; অনন্তকাল কেবল হাহাকার। এই বিষয়ে মনুষ্যের কথা নয়, শাস্ত্রের উক্তি শুনা যাউক। "তিনি তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।"[২] "অরে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকটহইতে দূর হইয়া শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।"[৩] "সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না।"[৪] ইহা দয়ালু যীশুরই উক্তি। যদি প্রেমসাগর যীশু এই প্রকার কথা কহেন, তবে ঈশ্বর পাপকে কেমন ঘৃণা করেন! "তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ উঠে।" "তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনো বিশ্রাম পায় না।"[৫] "যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণার্হ ও নরঘাতক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং যাবতীয় মিথ্যাবাদির অংশ প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদের অধিকার; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।"[৬] ঈশ্বরের ইহ-পরকালীন বিশ্বশাসনে তাঁহার পবিত্রতা প্রমাণীকৃত হয়।

৩। ঈশ্বর-সাধিত পরিত্রাণোপায়ে তাঁহার পবিত্রতা সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হয়। যদি ঈশ্বর কেবল দয়াময় হইতেন, পবিত্র

---

(১) আ ১৩; ১০। (২) ম ৩; ১২। (৩) ম ২৫; ৪১। ৪) মা ৯; ৪৪।
(৫) প্র ১৪; ১১। (৬) প্র ২১; ৮।

না হইতেন, তবে তিনি আপন পুত্রকে এই জগতে কখন প্রেরণ করিতেন না; বরং বিনা প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষমা করিতেন। কিন্তু তিনি অসীমরূপে ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্, এই জন্যই প্রায়শ্চিত্ত না হইলে পাপমার্জ্জনা হইতে পারে না। যদি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইত, তিনি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্রের অকথ্য যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে নাই, তখন জানা যাইতেছে যে ঈশ্বর অসীমরূপে পবিত্র। গেৎশীমানী বাগানে যীশুর "প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত" হইলে তিনি আপন পিতার কাছে একাগ্র প্রার্থনা করিলেন, "হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাউক।"[১] "যদি হইতে পারে"—হইতে পারে নাই কেন? কারণ এই, ঈশ্বর পবিত্রতম, এই নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র যখন পাপীদের প্রতিনিধি হন, তখন তাঁহাকেও এত অচিন্ত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল! তিনি সেই পাত্রে পান না করিলে নয়! ঈশ্বর এমন পবিত্র যে বিনাপ্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষমা "হইতে পারে না।" যীশু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একাগ্র প্রার্থনা করিলেও "হইতে পারে না।" ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রকে ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুহইতে উদ্ধার করণার্থেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপমার্জ্জনা "হইতে পারে না।" কোটি২ পাপীকে নরকে নিক্ষেপ করাতে ঈশ্বর আপন ন্যায়বিচার ও পাপঘৃণা প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা তাঁহার পবিত্রতা আরও জাজ্বল্যমান হয়। যীশুর ক্রুশে ঈশ্বর "নিজ ধর্ম্মস্বভাব"[২] উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবার পবিত্র আত্মার কার্য্যদ্বারাও ঈশ্বরের পবিত্রতা সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে কেন পবিত্র আত্মা দেন? যেন সেই "পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে [পাপ স্বভাবহইতে] পরিত্রাণ" করিতে পারেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরের লোকেরা তাঁহার দত্ত আত্মাদ্বারা নূতন পবিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর পাপের সহিত সংগ্রাম করেন ও সেই আত্মার সাহায্যে দিন২ অধিকতর পবিত্র হইয়া উঠেন। যিনি আপন লোকদের পবিত্রতার বিষয়ে এত মনোযোগী, অবশ্য তিনি স্বয়ং পবিত্র, পাপ ঘৃণাকারী ঈশ্বর।

---

(১) ম ২৬; ৩৯। (২) রো ৩; ২৬।

ঈশ্বরের পবিত্রতা ধ্যান করিয়া আমরা এই ২ শিক্ষা পাইঃ—

১। পাপকে ঘৃণা করা উপযুক্ত ও আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদিগকে আপন পুত্রকন্যা জানিয়া স্নেহ সহকারে কহেন, "তোমরা আমার ঘৃণিত এই গর্হণীয় কর্ম্ম করিও না।"[১] "তোমরা পবিত্র হইবা, কারণ আমি পবিত্র।"[২]

২। আপনাদিগকে স্বভাবতঃ অতিশয় পাপী জানিয়া অনুতাপী ও নম্রমনা হওয়া উচিত। ইয়োবের ন্যায় বলিতে হয়, "আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।"[৩]

৩। "বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কর্ম্ম"[৪] করিতে হয়। ঈশ্বর পবিত্র; তিনি কখন কোন বিষয়ে অন্যায় করেন না, তবে আমরা কেন তাঁহার বিরুদ্ধে বচসা করিব?

৪। ঈশ্বরকে সমাদর ও ভয় করা উচিত। "তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর, এবং তাঁহার পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত কর। তিনি পবিত্র।"[৫]

৫। ঈশ্বর-নিরূপিত পরিত্রাণোপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। ঈশ্বর যদি পাপকে এমত ঘৃণা করেন, তবে যীশুর আশ্রয় না লইলে পাপীর কেমন ভয়ানক গতি হইবে! "এমত মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাইব?" "কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ।"[৬]

৬। পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র ধাম যে স্বর্গ, তাহার নিমিত্তে আপন ২ মনকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। স্বর্গীয়েরা "দিবারাত্র অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভু ঈশ্বর।"[৭] স্বর্গে উপস্থিত হইয়া যেন ঐ ঈশ্বরীয় স্তবগান করিতে পারি, ইহকালে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহকালে সরল মনে সদাচারে পবিত্র ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিলে আমরা স্বর্গের নিমিত্তে আপনাদিগকে প্রস্তুত করিব।

---

(১) যির ৪৪; ৪। (২) ১ পি ১; ১৬। (৩) ইয় ৪২; ৬। (৪) ফিল ২; ১৪। (৫) গীত ৯৯; ৫। (৬) ইব্র ২; ৩। ১২; ২৯। (৭) প্র ৪; ৮।

নং ৩ ।

# ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ।

"তুমি মহান্ এবং আশ্চর্য্য কার্য্যকারী ; তুমিই একমাত্র ঈশ্বর।" গীত ৮৬ ; ১০ ।

ঈশ্বর পবিত্র অথচ প্রেমময়, এই জন্যই আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহার মাহাত্ম্য ধ্যান করিতে পারি। যদি তিনি প্রেমময় না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অসীম মহিমা ও জ্ঞান অতি শোচনীয় বিষয় হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, কিন্তু তিনি কি আপন স্বষ্ট মনুষ্যদিগকে প্রেম করেন না? উঃ, তাহা হইলে কেমন ভয়ানক ব্যাপার হইত! এমন কি, দুর্ভাগ্য মানবজাতির দুঃখের সীমা থাকিত না! আবার সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কি অপবিত্র? তিনি কি স্বার্থপর কিম্বা অন্যায়ী? হায়! তাহা হইলে কেমন সর্ব্বনাশ ঘটিত! এক জন নিষ্ঠুর পার্থিব জমিদার কিম্বা রাজা প্রজাদের কত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন; তবুও উপদ্রুত দুঃখীরা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আশ্রয় লইতে পারে। কিন্তু যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর দৌরাত্ম্যকারী কিম্বা নিষ্ঠুর হইতেন, তবে আমরা তাঁহাহইতে কোথায় পলাইতাম? তাহা হইলে বিশ্ব অন্ধকারাবৃত এবং বৌদ্ধ মতানুযায়ী নির্ব্বাণই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বিষয় হইত।

কিন্তু ধন্য ঈশ্বর; তিনি প্রেমময় ও পবিত্রতম, এই নিমিত্ত, আইস, আমরা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মহিমা ধ্যান করি।

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার মহদ্গুণবিশিষ্ট।

তিনি অনাদি অনন্ত। "পর্ব্বতগণের জন্ম এবং তোমাদ্বারা পৃথিবীর ও জগতের উৎপাদন হইবার পূর্ব্বাবধি তুমি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর"।[১] তিনি "জীবনময় ঈশ্বর"।[২] তিনি "স্বয়ংজীবী।"[৩] এমন সময় কখন হয় নাই, যখন তিনি ছিলেন না, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে২ অনন্তকাল থাকিবেন। ভ্রাতঃ, তোমার ঈশ্বরে উল্লাস করিও। বন্ধুবান্ধবেরা মরেন, কিন্তু তিনি মরিবেন না; তোমার পরম বন্ধু ও স্নেহময় পিতা ও পরাক্রান্ত রক্ষক "স্বয়ংজীবী।" আর তোমার

(১) গী ৯০; ২। (২) ১ তী ৩; ১৫। (৩) যো ৫; ২৬।

পারমার্থিক জীবন তাঁহার সহিত এমন দৃঢ়রূপে সংলগ্ন যে, তিনি যত ক্ষণ জীবিত থাকেন, তত ক্ষণ তুমিও জীবিত থাকিবে। "তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত রহিয়াছে।"[১] "অনাদি ঈশ্বর শরণ্য, ও অনন্তস্থায়ি বাহুদ্বয় অবলম্বস্বরূপ।"[২]

ঈশ্বর যেমন চিরজীবী, তেমনি নির্ব্বিকার। "তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং গগণমণ্ডল তোমার হস্তের রচনা। উভয়ে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; হাঁ, সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় খুলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি সেই আছ, তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না।"[৩] "আমি সদাপ্রভু, আমার বিকার হয় না।"[৪] "অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজন্য ছায়া তাঁহাতে সম্ভবে না।"[৫] আমাদের ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনীয়, আইস, আমরা হৃষ্টমনা হই। তিনি পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছিলেন, এখনও করেন, অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিবেন। তিনি আমাদের পাপ ও দুর্ব্বলতা পূর্ব্বে জানিয়াও আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, সুতরাং কোন ক্রমে ত্যাগ করিবেন না। তিনি এত বৎসর আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, অতএব শেষ পর্য্যন্তও করিবেন। "তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি সেই থাকিব, ফলতঃ তোমাদের পক্ককেশ হওন পর্য্যন্ত আমিই তুলিয়া বহন করিব; আমিই স্মৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমিই বহন করিব, হাঁ, আমিই তোমাদিগকে তুলিয়া বহন করিয়া উত্তীর্ণ করিব।"[৬] ঈশ্বর প্রেমে, জ্ঞানে, পরাক্রমে, একই থাকেন। তিনি মন্ত্রণায় ও কার্য্যে একই থাকেন। যাহা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা শেষ করিবেন। তাঁহার আশ্রিতেরা কেমন ধন্য! অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বর তাঁহাদের পরিত্রাণ সাধনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, নির্ব্বিকার ঈশ্বর তাহা সিদ্ধ করিবেনই করিবেন।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। "আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে সেখানেও তুমি; আর যদি পাতালে শয্যা পাতি, তবে দেখ, সেখানেও তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদ্রের পরপ্রান্তে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। আর যদি বলি, অন্ধকার আমাকে নিতান্ত আচ্ছাদন করিবে, এবং রাত্রি আমার চতুর্দ্দিক্স্থ

---

(১) কল ৩; ৩। (২) দ্বি ৩৩; ২৭। (৩) গী ১০২; ২৩-২৭।
(৪) মাল ৩; ৬। (৫) যাক ১; ১৭। (৬) যিশ ৪৬; ৪।

আলোকস্বরূপ হইবে, তবে তোমার নিকটে অন্ধকারও অন্ধকার করিবে না; বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো করিবে; অন্ধকার ও আলো একই হইবে।”[১] “সদাপ্রভু কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না?”[২] ইহাতে আমরা কি বলিব? এমন সর্ব্বব্যাপী ভয়ঙ্কর ঈশ্বরহইতে কি ত্রাসযুক্ত হইব? কেন হইব? তিনি কি আমাদের পিতা নহেন? পিতার নৈকট্যে পুত্র কি ভীত হয়? যদি আমরা পাপাসক্ত হই, তবে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব আমাদের বোধে ভয়ঙ্কর বিষয় হইবে বটে। বিচারকর্ত্তা নিকটবর্ত্তী জানিয়া চোর কিম্বা দস্যু হৃষ্টমনা হইবে না। কিন্তু যাঁহারা প্রভু যীশুর রক্তদ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিতে চেষ্টা পান, তাঁহারা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ে দায়ূদের ন্যায় কহিবেন, “হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান্!” “তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে; আমিই সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব।”[৩]

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি “চিত্তজ্ঞ ঈশ্বর”[৪] নামে বিখ্যাত। “সদাপ্রভু যাবতীয় অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন, ও চিন্তার যাবতীয় সঙ্কল্প বুঝেন।”[৫] “সদাপ্রভুর নেত্রযুগল সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে অবলোকন করে।”[৬] “তিনি অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সকল জানেন।”[৭] “হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত আছ। তুমিই আমার উপবেশন ও গাত্রোত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ। তুমি আমার গমন ও শয়ন তদন্ত করিতেছ ও আমার সমস্ত গতি ভালরূপে জানিতেছ। বস্তুতঃ, হে সদাপ্রভো, দেখ, আমার জিহ্বাগ্রে কথা না আসিতে তুমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছ।”[৮] তিনি “অক্ষয় অদৃশ্য রাজা একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বর।”[৯] ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাঁহার ভক্তমাত্রেই উল্লাসিত হউন। হে ভ্রাতঃ, হে ভগিনি, ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি অনবরত তোমার উপরে থাকে। তুমি না কি কোন বিপদে পতিত হইয়াছ? ভবিষ্যতে কি হইবে বলিয়া তুমি কি ভাবিত ও সন্দিগ্ধ হইয়াছ? যাকোবের ন্যায় তুমি না কি বলিতেছ, “সকলই আমার প্রতিকূল হইতেছে”?[০] সাহস কর। ঈশ্বর তো সর্ব্বজ্ঞ। ইয়োব বলেন, “তিনি আমার

---

(১) গী ১৩৯; ৭-১২। (২) যির ২৩; ২৪। (৩) গী ১৩৯; ১৭। ১০৪; ৩৪। (৪) প্রে ১৫; ৮। (৫) ১ বং ২৮; ৯। (৬) হি ১৫; ৩। (৭) গী ৪৪; ২১। (৮) গী ১৩৯; ১-৪। (৯) ১ তী ১; ১৭। (০) আ ৪২; ৩৬।

আন্তরিক গতি জ্ঞাত আছেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি স্বুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।”[১] তিনি তোমার পথ জানেন, তোমার অবস্থা জানেন, তোমার ভয় ভাবনা জানেন। তিনি তোমাকে বিস্মৃত হন না, হইবেনও না। “তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না।”[২] তোমার পক্ষে যাহা ভাল তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিনা কারণে আপন প্রিয়বর্গকে কখন দুঃখ দেন না। পুত্রবৎসলা জননী যেমন আপন পীড়িত বালককে কখন ত্যাগ করেন না, অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা করেন, তেমনি ঈশ্বর তোমার উপরে চিরদৃষ্টি রাখেন, তিনি তোমার দুঃখ জানেন, তাহার কারণও জানেন; কি অভিপ্রায়ে সেই দুঃখ ঘটিতে দিয়াছেন, এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে তোমাকে উদ্ধার করা ভাল, তাহাও জানেন। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ধ্যান করিয়া সাহসী হও।

আবার ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। “আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর।”[৩] “হে সদাপ্রভো, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য এবং কে বা তোমার ন্যায় পবিত্রতাতে আদরণীয়, প্রশংসাতে ভয়ার্হ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী?”[৪] “আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।”[৫] “সদাপ্রভুর প্রতিকূলে সফল জ্ঞান কি বুদ্ধি কি মন্ত্রণা নাই।”[৬] “হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমিই আপন পরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা গগণমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।”[৭] তাঁহার অসীম পরাক্রম জগতের সৃষ্টি কার্য্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যিনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় প্রাণী ও বস্তু এবং সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি আকাশের সমস্ত বাহিনীকে কথামাত্রে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার পরাক্রমের সীমা নাই। যিনি কোটি ২ মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতিপালনের জন্য প্রতিবৎসর ভূতলকে যথেষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপাদন করান, এবং নিমিষে ২ সেই অসংখ্য প্রাণীকে জীবিত রাখেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যিনি মোশি প্রভৃতি আপন অনেক ভক্তদ্বারা এত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তি অসীম। যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা এত প্রভাবের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। ভ্রাতৃগণ, ইহা ভাবিয়া তোমাদের ঈশ্বরে উল্লাসিত হইও। তোমরা না কি শত্রুদিগেতে বেষ্টিত আছ? তাহারা কি এমত দক্ষ ও বলবান্ যে তোমরা প্রায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছ?

(১) ইয়ো ২৩; ১০। (২) গী ১২১; ৩। (৩) আ ১৭; ১। (৪) যা ১৫; ১১।
(৫) গী ১১৫; ৩। (৬) হি ২১; ৩০। (৭) যির ৩২; ১৭।

সাহস কর। "ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে?"[১] এক স্বর্গীয় দূত এক রাত্রিতে ১৮৫,০০০ অশূরীয় যোদ্ধাকে সংহার করিয়াছিলেন;[২] আর দূতগণ তোমাদের "পরিচর্য্যার্থে প্রেরিত সেবানুষ্ঠাতা আত্মা।"[৩] "সদাপ্রভুর দূত তাঁহার ভয়কারিদের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।"[৪]

নির্যাস এই, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃ ভগিনীগণ, তোমাদের ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ধ্যান করিয়া সাহসী ও হৃষ্টমনা হও। "সিয়োনের সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লাসিত হউক।"[৫] তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তোমাদের সমস্ত বিষয় জানেন; তিনি প্রেমময়, সুতরাং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং তোমাদের হিত সাধন বিষয়ে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না; তিনি পবিত্র, সুতরাং তোমাদিগকে পাপহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবেন; তিনি অনাদ্যনন্ত জীবনময় ঈশ্বর, সুতরাং অনন্ত জীবন দান করিবেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং ইহপরকালে নিত্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন; তিনি নির্ব্বিকার, সুতরাং আপনার আরব্ধ পরিত্রাণসাধক কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবেন। "হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও; হে সরলান্তঃকরণ লোক সকল, তোমরা আনন্দগান কর।"[৬]

কিন্তু হায়, ইহাতে অধার্ম্মিকেরা কি করিবে? মেঘস্তম্ভ যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রতি আলোক কিন্তু মিস্রীয়দের প্রতি অন্ধকারস্বরূপ হইয়াছিল,[৭] তেমনি ঈশ্বরবিষয়ক ধ্যান বিশ্বাসীদের আনন্দ কিন্তু অবিশ্বাসীদের ত্রাসজনক হইয়া উঠে। হে পাপাসক্ত মনুষ্য! ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—তিনি তোমার সমস্ত পাপ, এমন কি, গুপ্ত পাপও জানেন ও মনে রাখেন। ঈশ্বর পবিত্র—তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, এবং তাহার দণ্ড দিবেনই দিবেন। ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান—তুমি তাঁহাহইতে পলায়ন করিতে পার না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা, তাহাই তোমার প্রতি করিবেন। ঈশ্বর প্রেমময়—সত্য, কিন্তু "দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ;"[৮] ঈশ্বরের প্রেম অবজ্ঞাত হইলে অবশেষে সেই প্রেম পবিত্র ক্রোধে পরিণত হইবে। ঈশ্বর অনন্তস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়—তুমি অবিশ্বাসের অবস্থায় মরিলে "অনন্ত দণ্ড"[৯] ভোগ

---

(১) রো ৮; ৩১। (২) যিশ ৩৭; ৩৬। (৩) ইব্র ১; ১৪। (৪) গী ৩৪; ৭।
(৫) গী ১৪৯; ২। (৬) গী ৩২; ১১। (৭) যা ১৪; ২০।
(৮) গী ১১; ৫। (৯) ম ২৫; ৪৬।

করিবে। আহা! "জীবনময় ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।" "কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ।"[১] হে ভ্রাতঃ, বিবেচনা কর; আপনার সর্ব্বনাশ জন্মাইও না। "ফির, আপন২ কুপথহইতে ফির।"[২] "প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবা।"[৩]

---

## নং ৪।

# মনুষ্যের পতন।

### "এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল।" রো ৫; ১২।

এই পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বাসরূপ পক্ষে স্বর্গীয় বায়ুপথে উড্ডীয়মান হইয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মহিমা ও প্রেম ধ্যান করিয়াছি। এখন পাপমেঘে বেষ্টিত এই জগতে নামিয়া আসিয়া মনুষ্যের ভ্রষ্ট অবস্থা অবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হায়, এই দুই বিষয়ের মধ্যে কি পর্য্যন্ত প্রভেদ! ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, মনুষ্য অন্ধকারময়; ঈশ্বর পবিত্র, মনুষ্য পাপিষ্ঠ; ঈশ্বর প্রেমময়, মনুষ্য "ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী"[৪]; ঈশ্বর স্বর্গবাসী এবং সর্ব্বপ্রকার সৎ ও মহদ্গুণ বিশিষ্ট, মনুষ্য দুর্ব্বল, অজ্ঞান, কলঙ্কিত—এমন কি, সর্ব্বতোভাবে নরকের যোগ্য। ইহা বিবেচনা করিতে গেলে আপাততঃ বোধ হয়, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কোন হিতজনক সম্বন্ধ নাই; কিন্তু ধন্য তিনি, তাঁহার সহিত আমাদের ত্রিবিধ দৃঢ় সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ দেখ, ঈশ্বর আদিতে মনুষ্যকে আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের পুত্র নরাবতার হইলেন, তৃতীয়তঃ সেই যীশুদ্বারা ভ্রষ্ট মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত, এবং আর বার তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে।

এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, মানবজাতি কি প্রকারে ভ্রষ্ট হইয়াছিল? এই প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর এই। ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে, অর্থাৎ বুদ্ধি ও পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করত এদন উদ্যানে রাখিয়া বলিলেন, "তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের

---

(১) ইব্র ১০; ৩১। ১২; ২৯। (২) যিহি ৩৩; ১১।
(৩) প্রে ১৬; ৩১। (৪) তীত ৩; ৩।

ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহার ফল খাইবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।" [১] পরে শয়তান সর্পের বেশ ধারণ পূর্ব্বক আমাদের আদিমাতা হবাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পাপে লওয়াইয়াছিল; তাহাতে হবা পরীক্ষকের ছলে মুগ্ধা হইয়া ঐ ফল ভোজন করিলেন, এবং তাঁহার স্বামী আদমকে দিলে তিনিও খাইলেন। এই প্রকারে পাপ জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে আমাদের দুই তিনটী বিষয় আলোচ্য।

১। পাপে পতিত হওয়া মনুষ্যের দোষ। মনুষ্য আপনা আপনি পাপে লিপ্ত হইল। ইহাতে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র দোষ নাই। তিনি মনুষ্যকে সকলই দিয়াছিলেন,—নিষ্কলঙ্ক আত্মার আধারস্বরূপ একটী নিষ্কলঙ্ক শরীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং সেই শরীর ও আত্মার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যোজনা করিয়াছিলেন। শরীরে কোন প্রকার রোগ, বেদনা কি অসুখ কখনও অনুভূত হইত না; আত্মায় কোন প্রকার পাপ উপলব্ধ বা ভয় ভাবনা কিম্বা দুঃখ কদাচ বোধ হইত না। আমাদের আদি পিতামাতা সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতেন এবং মনের আনন্দে কাল যাপন করিতেন; তাঁহারা উদ্যানের কৃষিকার্য্য করিতেন বটে, কেননা আলস্য কেবল দুঃখদায়ক, কিন্তু তাঁহারা কখনও শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেন না। এই প্রকারে শরীরের হিতদায়ক সকলই বাহুল্যরূপে যোগান হইয়াছিল, আবার আত্মার উন্নতির উপায়স্বরূপে ঈশ্বর আপনার সহিত মনুষ্যের আলাপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ঈশ্বর ঐ রমণীয় উদ্যানে আসিয়া আদম ও হবার সহিত কথোপকথন করিতেন। [২] তাঁহারা যেন তাঁহার আজ্ঞাবহন অভ্যাস করিয়া ধর্ম্মে বদ্ধমূল হন, তন্নিমিত্তে তিনি এই একমাত্র আদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খাইও না।" এই আদেশটী কঠিন ছিল না, সহজেই প্রতিপালিত হইতে পারিত; ঈশ্বর উদ্যানের সকল বৃক্ষের মধ্যে কেবল ঐ এক বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিলেন; তথাপি তাঁহারা সেই হিতদায়ক পবিত্র আদেশ লঙ্ঘন করিলেন! ইহাতে তাঁহাদের উত্তর দিবার পথ থাকিল না, কেননা তাঁহারাই আপনাদের বিনাশ ঘটাইয়াছিলেন। পাপে পতন ঈশ্বরের নয়, মনুষ্যেরই দোষে হইয়াছিল।

২। পাপের ফল মৃত্যু। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "যে দিনে খাইবা

---

(১) আ ২; ১৬, ১৭। (২) আ ৩; ৮।

সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।” ইহার অর্থ কি? আদম ও হবা বাস্তবিক ঐ দিনে মরেন নাই, আদম তাহার পরে নয় শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন।[১] বস্তুতঃ ঈশ্বরের ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই, নিষিদ্ধ ফল খাইবামাত্র মানবজাতি রোগের ও মরণের অধীন হইল। আদম যদি পাপী না হইতেন, তবে কখনও মরিতেন না। হইতে পারে তিনি ঐ রমণীয় উদ্যানে সম্পূর্ণ সুখশান্তি-বিশিষ্ট হইয়া চিরকাল থাকিতেন, আবার হইতে পারে ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে হনোকের ন্যায় মরণের আস্বাদ না পাইয়াই স্বর্গে আরোহণ করিতেন। যাহা হউক, “পাপদ্বারা মৃত্যু” আসিয়াছে, অতএব আদম যদি পাপ না করিতেন, তিনি কোন ক্রমে মরিতেন না। নিষিদ্ধ ফল খাইবামাত্রই তিনি মরণের অধীন হইলেন।

শুদ্ধ তাহা নহে, তখন তাঁহার আত্মাও মরিল। পৌল বলেন, মনুষ্যমাত্র স্বভাবতঃ “আপন ২ অপরাধে ও পাপে মৃত”[২] রহিয়াছে। মৃত মনুষ্য কিছুই করিতে কিম্বা বুঝিতে পারে না। তাহার নিকটে সুমধুর গান গাইলে সে শুনে না, মনোহর বস্তু দেখাইলেও সে দেখে না, কথা কহিলে সে বুঝে না, আঘাত করিলে সে বেদনা অনুভব করে না। তদ্রূপ মনুষ্য স্বভাবতঃ ধর্ম্মের পক্ষে মৃত; ধর্ম্মের কথা শুনিলে স্বাভাবিক মনুষ্য তাহা বুঝে না। মনুষ্যের নিকটে স্বর্গের সুখ ও নরকের যন্ত্রণা বর্ণন করিলে সে শবের ন্যায় বিচেতন থাকে; তাহাকে যীশুর মধুময় ভাবের কথা বলিলে সে যীশুতে কোন মধুরতা অনুভব করে না; ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা দেখাইলে সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্ম অপেক্ষা পাপকে ভাল বাসে। এমত ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি এবং ধর্ম্মের প্রতি মৃত রহিয়াছে।—আদম নিষিদ্ধ ফল ভোজন করিবামাত্র এই দুই ভাবে মরিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার শরীর রোগের ও মরণের অধীন হইল, আবার তাঁহার আত্মা ধর্ম্মের প্রতি মৃত হইল।

৩। মানবজাতির পাপে লিপ্ত হইবার বিবরণ ধ্যান করিয়া আমরা এই ২ শিক্ষা পাই।

(ক)। আমাদের সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকা আবশ্যক। যদি হবা জাগ্রৎ থাকিতেন, তিনি শয়তানদ্বারা প্রবঞ্চিত হইতেন না, অমনোযোগিনী হওয়াতেই তিনি ভ্রষ্ট হন। শয়তান এদন উদ্যানেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। যদি সেই স্থানে নিষ্কলঙ্ক আদিপুরুষের কাছে গি-

---

(১) আ ৫; ৫। (২) ইফ ২; ১।

য়াছিল, তবে এই পাপময় জগতে বাসকারী যে আমরা, কেমন অনায়াসে আমাদের নিকট আসিতে পারে! অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাদের জাগ্রৎ থাকা আবশ্যক। "তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগ্রৎ থাক; কেননা তোমাদের বিপক্ষ শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতে২ কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিতেছে।"[১] আবার সে অনেক বার ছদ্মবেশে আমাদের বিরুদ্ধে আইসে। যদি সে আপন কুৎসিত আকারে হবার সহিত সাক্ষাৎ করিত, তাহা হইলে হবা একেবারে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিতেন; কিন্তু সুন্দর সর্পের আকৃতি দেখিয়া তিনি কোন ভয় পান নাই। (বোধ হয় মনুষ্যের পাপে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে সর্প অহিংস্রক জন্তু ছিল)। তদ্রূপ এখন শয়তান বার বার পাপকে এক প্রকার সুন্দর বিষয় বলিয়া দেখায়; লোভকে লোভ না বলিয়া নিজ পরিবারের মঙ্গল কামনা বলে, কামকে কাম না বলিয়া যৌবনের প্রাকৃতিক নিয়মজাত প্রবৃত্তিরূপে দেখায়, দর্পকে দর্প না বলিয়া ভদ্রতা নামে প্রশংসা করে, ইত্যাদি। শয়তান হাটে, মাঠে, ঘাটে, গৃহে, গীর্জ্জায়, জনতায়, নিরালায়, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদিগকে পাপে লওয়াইবার সুযোগ চেষ্টা করে; সুতরাং আমাদেরও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জাগ্রৎ না থাকিলে নয়।

(খ)। পরীক্ষায় পড়িলে তৎক্ষণাৎ শয়তানের প্রতিরোধ করা আবশ্যক। শয়তান যখন হবাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দেয়, তখনই "দূর হও শয়তান" বলা হবার উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি বাঁচিতেন; কিন্তু পরীক্ষকের সহিত আলাপ করাতে তিনি পতিত হন। তদ্রূপ আমাদেরও বিষয় বুঝিতে হইবে। শয়তান আমাদিগকে পাপে লওয়াইলে যদি আমরা বিলম্ব ও আন্দোলন না করিয়া একেবারেই বলি, "না শয়তান, আমি ঐ দুষ্কর্ম্ম করিব না," তখনই আমরা তাহাকে জয় করিব। "শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।"[২] কিন্তু পরীক্ষাকালে যদি আমরা সেই বিষয়ে মনে২ চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, যদি পাপের আপাত-মিষ্টতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই প্রকার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হই, "এ কি বড় পাপ? ইহা করিলে কি বড় ক্ষতি হইবে? করিলেও কি পরিত্রাণ পাইতে পারিব না?" তবে নিশ্চয়ই পরাভূত হইব। পরীক্ষাকালের প্রথমাবধি পাপের ও শয়তানের প্রতিরোধ করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

---

(১) ১ পি ৫ ৮। (২) যাক ৪; ৭।

(গ)। পাপের দুই প্রকার মূল আছে, অবিশ্বাস ও কুঅভিলাষ। হবার পতনে এই দুই কুগুণ দেখা যাইতেছে। শয়তান প্রথমে হবার মনে অবিশ্বাসের বীজ রোপণ করে। হবা যখন বলেন, "ঈশ্বর অমুক আজ্ঞা দিয়াছেন," তখন শয়তান বলিল, "ইহা কি সত্য? ঐ ফল খাইলে কি কোন অনিষ্ট ঘটিবে? অনিষ্ট দূরে থাকুক, বরং মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর বলিয়াছেন তোমরা মরিবা। কিন্তু ইহা মিথ্যা, ঈশ্বর জানেন ফলটী খাইবামাত্র তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞানবান হইবা।" এই প্রকারে শয়তান হবার মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়াছিল। যদি "তোমরা মরিবা" হবা ঈশ্বরের এই কথা সত্য জ্ঞান করিতেন, তিনি কখনো সেই ফলটী খাইতেন না; কিন্তু ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও শয়তানের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই জন্যে পাপে পতিত হন। অবিশ্বাসের বিষয়ে ভারী সাবধান হইতে হয়, অবিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ও বিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলজনক।

পাপের আর একটী মূল কুঅভিলাষ। হবা "ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও কৌশল প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল।"[১] ঈশ্বর তাঁহাকে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তৃপ্ত হন নাই; অপরিমিত জ্ঞানের কুঅভিলাষ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যে২ ফল খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে তৃপ্ত হন নাই, নিষিদ্ধ ফল ভোজনের কুঅভিলাষ তাঁহার মনে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই প্রকারে এখনও কুঅভিলাষদ্বারা মনুষ্য নষ্ট হয়। "হে পিতঃ, আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক,"[২] ইহাই আমাদের অভিলাষ হওয়া উচিত। যীশু বলিয়াছিলেন, "আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পালন এবং তাঁহার কার্য্য সফল করাই আমার আহার।"[৩] আইস, আমরা সেই ভাববিশিষ্ট হই।

(ঘ)। আপনাদের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা জানিয়া আইস, পরীক্ষককে পরাজয় করিতে শক্তি পাইবার জন্য ঈশ্বরেরই উপরে নিত্য নির্ভর করি। নিজ জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিলে শয়তান অনায়াসে আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবে; নিজ বলের উপরে ভর দিলে শয়তান অনায়াসে আমাদিগকে পরাজয় করিবে। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানে আমরা শয়তানের খলতা বুঝিতে পাইব, এবং তাঁহার দত্ত অনুগ্রহবলে আমরা বলহীন হইলেও ঐ বলবান্ শত্রুকে নিরস্ত করিতে পারিব।

---

(১) আ ৩; ৬। (২) ম ২৬; ৩৯। (৩) যো ৪; ৩৪।

"হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও। শয়তানের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্য ঈশ্বরের রচিত সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা পরিধান কর।"[১]

---

## নং ৫।

# পাপের রাজত্ব।

### "মৃত্যুতে পাপ রাজত্ব করিয়াছিল।" রো ৫; ২১।

লোকে অনেক সময়ে রাক্ষসের বিষয়ে অদ্ভুত গল্প বলে। কিন্তু সেই প্রকার গল্প গল্পই মাত্র, সকলি মিথ্যা। সাধারণে যাহাকে "রাক্ষস" বলে, তাহা বিশ্বসংসারে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। দয়াবান ঈশ্বর সেই প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেন নাই। তথাপি আমরা অদ্য গল্পঘটিত রাক্ষস চূড়ামণিহইতেও ভয়ঙ্কর ও বীভৎস একটী ক্রূর রাজার বিষয়ে আলোচনা করিব; সেই রাজার নাম "পাপ"। পাপ জগতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে।

পাপ কি? ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, গোরুর মাংস ভক্ষণে পাপ; মুসলমানেরা বলেন যে, অমুক বাহ্য ক্রিয়া না করা পাপ। কিন্তু ঐশ শাস্ত্রে কি বলে? ব্যবস্থা লঙ্ঘনই পাপ[২]; অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার লঙ্ঘনই পাপ। কার্য্যে ও বাক্যে যেমন, মনেও তেমনি পাপ করা যায়। কুচিন্তা, কুঅভিলাষ, কুবাক্য, কুকর্ম্ম এই সকলি পাপ।

এই পাপ সম্বন্ধে চারি কথা বক্তব্য—

১। পাপের রাজ্য জগতের সর্ব্ব-স্থান-ব্যাপী। পূর্ব্বকালে ভারতভূমিতে কোন২ প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশে রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি আরও অনেক সুবিস্তীর্ণ দেশ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু পাপ সর্ব্বত্রই রাজত্ব করে। কি ভারতবর্ষ, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা; প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক হৃদয়ে পাপ রাজত্ব করে—কেবল যাঁহারা প্রভু যীশু দ্বারা মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে পাপ সিংহাসনচ্যুত হই-

---

(১) ইফ ৬; ১১। (২) ১ যো ৩; ৪।

য়াছে, তথাপি তথায়ও ধর্ম্মের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতেছে।—আবার পাপ যেমন সকল দেশে, তেমনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন লোকদের উপরে রাজত্ব করিতেছে। যাহারা ৬০।৭০ বৎসর এই জগতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার দৌরাত্ম্য ও অযথাচরণে আসক্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তরে পাপ জমীদারী বসাইয়াছে, সন্দেহ নাই। পরন্তু প্রত্যেক বালকবালিকার কোমল হৃদয়েও পাপ বীজস্বরূপে বসতি করিয়া থাকে। যে ক্ষুদ্র দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতার ক্রোড়ে শয়ান হইয়া হাস্য বদনে জননীর মন প্রফুল্ল করে, তাহার হৃদয়েও পাপের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। কথা ফুটিতে না ফুটিতে শিশুরা কত বার ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিগর্হিত ভাব প্রকাশ করে! দায়ূদ বলেন, "দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে"[১]; ইহার ভাব এই, মনুষ্যমাত্র জন্মাবধি পাপস্বভাব বিশিষ্ট। তন্মতে পৌল কহেন, "আমরা অন্য সকলের ন্যায় 'স্বভাবতঃ' ক্রোধের সন্তান ছিলাম।"[২] ব্যাঘ্র যেমন স্বভাবতঃ হিংস্রক, তেমনি মনুষ্যমাত্রই স্বভাবতঃ পাপী। ধনবান্, দরিদ্র, বিদ্বান্, অজ্ঞান, বৃদ্ধ, যুবা, রাজা, প্রজা, প্রত্যেক মনুষ্য পাপের রাজত্ব স্বীকার করে।

২। মানবজাতি স্বভাবতঃ কায়মনোবাক্যেই পাপের অধীন। বস্তুতঃ পাপ প্রত্যেক মনুষ্যের উপরে সর্ব্বপ্রকারে রাজত্ব করে; আত্মা, মন ও হৃদয়, এমন কি, শরীরও পাপের রাজত্বাধীন। মানবাত্মা পাপের অধীন, পাপদ্বারা আমাদের আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছে। আমরা স্বতই পাপের অনুমোদন করি, মনের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আসক্তি, রুচি সকলি ভ্রষ্ট। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরাই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, কিন্তু পাপদ্বারা আমাদের মন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা ঈশ্বরীয় বিষয় অনুভব করিতে পারি না, মানসিক অভিলাষ ভ্রষ্ট হওয়াতে বিবেকশক্তিও অনেক পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল আত্মা ও মন, তাহা নয়, মনুষ্যের শরীরও পাপহেতু কলুষিত হইয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার রোগ ও দুর্ব্বলতাদ্বারা শরীর ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে মানবজাতি আদৌ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইলেও এখন কায়মনোবাক্যে এমন বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে তাহাকে শয়তানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বলিলে প্রায় অত্যুক্তি হয় না। জলপ্লাবনের পূর্ব্বে ঈশ্বর কহিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার

---

(১) গী ৫১; ৫। (২) ইফ ২; ৩।

সকল কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ।" এবং জলপ্লাবনের পরে তিনি কহেন, "বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট।"[১] দায়ূদ বলেন, "দুষ্টগণ গর্ব্ভাশয়াবধি বিপথগামী, ও ভূমিষ্ঠ হওনাবধি মিথ্যা কহিতে২ পরিভ্রমণ করে।"[২] পৌল বলেন, "ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই, সকলে বিপথগামী।"[৩]

ইহার নির্যাস এই, "প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞার অধীন।" হইয়াছে সত্য, কোন২ মনুষ্য অন্য অপেক্ষা দুষ্ট, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মনুষ্যও স্বভাবতঃ পাপপ্রিয়, এবং যাবজ্জীবন তাহার কোনই কার্য্য, চিন্তা বা ইচ্ছা ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমবিহীন, সুতরাং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন ভাল কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। পুত্র যত কাল পিতার অবাধ্য থাকে, তত কাল তাহার কোন কার্য্য পিতার গ্রাহ্য হইতে পারে না, তদ্রূপে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলিয়া মানবজাতি তাঁহার তুষ্টিজনক একটী কর্ম্মও করিতে পারে না।

৩। পাপ অতিশয় জঘন্য ব্যাপার, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতার একশেষ দেখান হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপ ঈশ্বরেরই আজ্ঞা লঙ্ঘন। ঈশ্বর কে? তিনি আমাদের স্রষ্টিকর্ত্তা; সৃষ্ট ব্যক্তি পাপদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ঈশ্বর আমাদের প্রতিপালন ও রক্ষাকর্ত্তা, আজন্মকালাবধি প্রতিদিন প্রতি নিমিষে তিনি আমাদিগকে জীবিত রাখেন। পাপ এমন দয়ালু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মনে কর, কোন দয়ার্দ্র মহাত্মা একটী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মাঠে দেখিয়া আপন গৃহে লইয়া দিন২ শুশ্রূষা করত উপযুক্ত ঔষধাদি দিয়া বাঁচান, পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করেন। যদি সেই ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কোন বিষয়ে সেই দয়ালু মনুষ্যের আজ্ঞা না মানে ও তাঁহার ইচ্ছা পালন না করে, কিন্তু প্রত্যহ তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ হয়; বৎসর২ প্রতিপালিত হইয়াও প্রতিনিয়ত আপনার সেই পালনকারি মহাত্মাকে যথাসাধ্য অপমান করে, তাহা হইলে আমরা কি বলিব? এমন পাষণ্ড মানুষ মরণের যোগ্য, ইহা কি বলিব না? ভাই, ইহা কহাতে তুমি আপনারই দণ্ডবিচার নির্দ্ধারণ করিয়াছ! তুমিই সেই পাষণ্ড মানুষ। জন্মকালাবধি ঈশ্বর তোমাকে গ্রাসাচ্ছাদন

(১) আ ৬; ৫। ৮; ২১। (২) গী ৫৮; ৩। (৩) রো ৩; ১০-১৯।

দিয়া আসিতেছেন, তোমাকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তুমি কত বার তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিয়াছ! কত বার তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ! কত বার তাঁহার ঘৃণিত পাপ-কর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছ! দিন২ তাঁহার দত্ত অন্ন ভোজন করিতে২ তাঁহার দত্ত বস্ত্র পরিতে২, তাঁহার দত্ত গৃহে থাকিতে২, তাঁহারই সৃষ্ট হস্ত তাঁহার বিরুদ্ধে উঠাইয়াছ, তাঁহার সৃষ্ট জিহ্বাতে মিথ্যা ও অশ্লীল কথা কহিয়াছ, তাঁহার সৃষ্ট মস্তিষ্কে দুষ্ট চিন্তা রচনা করিয়াছ, তাঁহার সৃষ্ট আত্মায় পাপাসক্ত হইয়াছ! আহা! পাপ কেমন ঘৃণার্হ ব্যাপার! ঈশ্বর কোন নিষ্ঠুর রাজার ন্যায় কোন অবহনীয় বা অনুপযুক্ত আজ্ঞা দেন নাই। তাঁহার "ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও পবিত্র ও ন্যায্য ও উত্তম।"[১] তথাপি মনুষ্যেরা নিত্য২ তাহা লঙ্ঘন করে। ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পরিমাণে উত্তম, পাপ সেই পরিমাণে জঘন্য।

আবার পাপ কেবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধ নয়, তাহা যীশুরও বিরুদ্ধ; ইহাতে তাহার জঘন্যতা আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। যিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে আপন প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারই বিরুদ্ধে পাপ করা, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কেমন ভয়ানক অকৃজ্ঞতার কার্য্য! মনে কর, তুমি কোন উৎকট স্পর্শাক্রামক রোগগ্রস্ত হইলে যদি কোন বন্ধু দিনরাত তোমার শুশ্রূষা করিয়া আপনি সেই রোগাক্রান্ত হইয়া মরেন, এবং মরণকালে তোমাকে বলেন, অমুক২ সৎকর্ম্ম করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব; তিনি মরিলে পর যদি তুমি কৃতঘ্ন হইয়া তাঁহার প্রেম অবহেলা ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করত কেবল আপনার অভিলাষানু-সারে অসৎকর্ম্মে নিবিষ্ট হও—তাহা হইলে তোমাকে কেমন পাষণ্ড বলিতে হইবে! ভাই, তুমি তাহাই করিয়াছ। যিনি ক্রুশযন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোমার জন্য আপন প্রাণ দিয়াছেন, তুমি তাঁহারই বিরুদ্ধে দিন২ বৎসর২ পাপ করিয়াছ। আহা, পাপ কেমন জঘন্য!

৪। পাপ যেমন ঘৃণার্হ, তাহার ফলও তেমনি ভয়ানক। পাপপ্রযুক্ত আমরা স্বভাবতঃ "ক্রোধের পাত্র"[২]। ফলতঃ ঈশ্বরের ক্রোধ পাপীমাত্রের উপরে বর্ত্তে। পাপবশতঃ মানবজাতি ঈশ্বরের শাপাধীন। "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিতে তাহাতে আস্থা না করে, সে শাপগ্রস্ত।"[৩] ঈশ্বরের অনন্ত শাপ! ইহার ভয়ানকতা কে বুঝিতে পারে? পাপহেতু আমরা মরণ বিষয়ে ভীত হই; "মৃত্যুর হুল পাপ।"[৪] পাপপ্রযুক্ত আমরা

(১) রো ৭; ১২। (২) ইফ ২; ৩। (৩) গাল ৩; ১০। (৪) ১ ক ১৫; ৫৬।

মরণের অধীন, "পাপের বেতন মৃত্যু।"[১] কেবল শারীরিক মৃত্যু নয়, আত্মিক ও অনন্ত মৃত্যু, অর্থাৎ নারকীয়[২] অগ্নিহ্রদ। পাপীরা কোন ক্রমে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না; "অপবিত্র কি ঘৃণ্যকৃৎ কি মিথ্যাকৃৎ কিছুই কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"[৩] "যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরস্বাপহারক, তাহারা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না।"[৪] পাপ মনুষ্যদিগকে স্বর্গহইতে দূরে রাখে, কেবল তাহা নয়, তাহাদিগকে নরকেও নিক্ষেপ করে। "যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণার্হ ও নরঘাতক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং যাবতীয় মিথ্যাবাদির অংশ প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদের অধিকার, ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।"[৫] আর পাপের ফল কখনও ঘুচিবে না, পাপজন্য দণ্ড অনন্ত দণ্ডই।[৬]

মানবজাতি কেমন ভয়ানক রোগাক্রান্ত! সকলে স্বভাবতঃ কেমন কঠিন ও পরাক্রমী রাজার অধীন! মনুষ্য কায়মনোবাক্যে ভ্রষ্ট, প্রতি দিন, এমন কি, প্রতি নিমিষে পাপাচরণ করিতেছে। পাপ কি পর্য্যন্ত জঘন্য, এবং তাহার ফল কীদৃশ ভয়ানক! হে ভ্রাতৃ ভগিনীগণ, আমরা কি করিব? কিসে পাপ এড়াইব? "হায় ২ দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহহইতে কে নিস্তার করিবে?" "ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।"[৭] পাপহইতে মুক্তি পাইবার জন্য সত্বর যত্নবান্ হও, এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা যীশুর চরণ ধরিয়া তাঁহারই আশ্রয় লও।

---

## নং ৬।

# ঈশ্বরীয় পরিত্রাণোপায়।

### ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ। গী ৫০; ২৩। এমন মহৎ পরিত্রাণ। ইব্র ২; ৩।

ঈশ্বর পবিত্রতম, মনুষ্যমাত্রেই পাপিষ্ঠ; মানবজাতি নিজ দোষেই পতিত হইয়াছিল; মনুষ্যেরা সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট; পাপের বেতন মৃত্যু, তাহার পরিণাম অনন্ত দণ্ড; ইহা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

---

(১) রো ৬; ২৩। (২) প্র ২০; ১৪। (৩) প্র ২১; ২৭। (৪) ১ ক ৬; ৯, ১০। (৫) প্র ২১; ৮। (৬) ম ২৫; ৪৬। (৭) রো ৭; ২৪। ১ ক ১৫; ৫৭।

এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই ভয়ানক অবস্থাহইতে মানবজাতি কি প্রকারে উদ্ধার পাইতে পারে? মনুষ্যের নিজ কর্ম্মে বা যত্নে তাহার কোন উপকার দর্শিতে পারে না। পঙ্কময় গভীর কূপে পতিত ব্যক্তি যেমন আপনা আপনি উঠিয়া নিস্তার পাইতে অপারগ, তেমনি পাপী মনুষ্য আপনার পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে না। আবার দুই জন ঐ কূপে পড়িলে যেমন এক ব্যক্তি অন্যের উপকার করিতে অসমর্থ, তদ্রূপে কোন পাপী ব্যক্তি কখনও অন্য পাপীদের ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারে না। নিষ্পাপী ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ পাপীদিগের ত্রাণোপায় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম নহে। এই জন্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি যত নর-কপোল-কল্পিত ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যদের কোন উপকার হইতে পারে না, কারণ সেই সকল ধর্ম্মে কোন নিষ্কলঙ্ক ত্রাতার বার্ত্তা জ্ঞাপন করে না; দেবগণ, মহম্মদ, শাক্যমুনি, চৈতন্য প্রভৃতি সকলে পাপ-সংলিপ্ত, সুতরাং মনুষ্যদিগকে পাপহইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এক নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক পরিত্রাণকর্ত্তার বার্ত্তা প্রচার করে, এই জন্য সেই ধর্ম্মদ্বারাই পরিত্রাণ হইতে পারে।

এই পরিত্রাণ "ঈশ্বরকৃত"। মনুষ্যেরা সহপাপীদিগকে উদ্ধার করিতে পারিত না। পবিত্র স্বর্গদূতেরাও মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করিতে পারিতেন না। মানবজাতি এমত ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এবং পাপ এমত ভয়ানক ব্যাপার, যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে না। ঈশ্বরীয় পরিত্রাণোপায়ের সার বলিতেছি।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়ক শিক্ষা এই। একই ঈশ্বর আছেন, তিনি বিশ্বের ও তন্মধ্যস্থ সকল পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা। তিনি অনাদি, অনন্ত এবং অসীমরূপে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ ও মহদ্‌গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু যদিও তিনি একই ঈশ্বর, তথাপি সেই এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন। ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য বটে, কিন্তু মানুষিক বুদ্ধি যে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ও প্রকৃতি অনুভব করিতে পারে না, ইহাতে তো কিছু আশ্চর্য্য নাই। একটী সামান্য ঘটীতে যেমন মহাসাগরের অগাধ জল ধরিতে পারে না, তেমনি মনুষ্যের সীমাবিশিষ্ট মন ঈশ্বরের অসীম গুণ ও অদ্ভুত প্রকৃতি বুঝিতে পারে না। সত্য, ঈশ্বর একই, তথাপি সেই একত্বে কোন নিগূঢ়ভাবে ত্রিত্ব বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বর একে তিন, ও তিনে এক। সেই তিনের নাম পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। প্রত্যেকে ঈশ্বরীয় গুণবিশিষ্ট, প্রত্যেকে অসীমরূপে

শক্তিমান, জ্ঞানবান, পবিত্র ও প্রেমময়। ভাল, মানবজাতির পরিত্রাণসাধন এমত কঠিন ব্যাপার, যে ঐ তিনেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ "এমন মহৎ পরিত্রাণ," যে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা সাধন না করিলে হইল না। আমাদের পরিত্রাণ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাদ্বারা সাধিত হইয়াছে।

পরিত্রাণসাধনে পিতা ঈশ্বরের কার্য্য এই। তিনি সর্ব্বোপরিস্থ বিচারকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার অনুমতি বিনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য হইতে পারিত না। কিন্তু ধন্য তিনি, আমাদের পরিত্রাণের প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং তাহা সাধন করিতে তিনি অতি ইচ্ছুক ও যত্নবান হইলেন, বলিতে কি, তিনি আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনিই প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইয়াছিলেন। "আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।"[১] "ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের বিচার করিতে জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে।"[২] "এই সকলের মূল ঈশ্বর; তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন।"[৩] "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর দিয়া খ্রীষ্টেতে স্বর্গস্থ বর প্রাপ্ত করিয়াছেন।"[৪] এই প্রকার অনেক২ বচন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কেহ২ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া অনুমান করে যে পিতা ঈশ্বর স্বভাবতঃ প্রেমী নহেন, বরং তিনি পাপীদের প্রতি কেবল ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করেন, এবং যীশু আপন মৃত্যুদ্বারা সেই ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিয়াছেন। এই প্রকার মত নিতান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। সত্য বটে, পাপপ্রযুক্ত ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ যেমন, তাঁহার প্রেম তেমনি অসীম, এবং তিনি সেই অসীম প্রেম বশতঃ এমন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার ক্রোধের স্রোত নিবারিত হইতে পারে; তিনিই "ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর"[৫]। তাঁহার প্রেমনদী যেন পাপশুষ্ক মনুষ্যের প্রতি অবাধে নিত্য বহিতে পারে, তন্নিমিত্ত তিনিই আপন পুত্রকে এই জগতে পাঠান। সুতরাং পিতা ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের মূলকারণ।

(১) ১ যো ৪; ১০। (২) যো ৩; ১৭। (৩) ২ করি ৫; ১৮।
(৪) ইফ ১; ৩। (৫) যিশ ৪৫; ২১।

পুত্র ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের উপায়। তিনি আপনার স্বর্গস্থ পিতার কল্পনানুসারে নিরূপিত সময়ে এই জগতে প্রবিষ্ট হন। তিনি কোন মহল্লোকের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, মর্য্যাদা ও ঐহিক সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু সামান্য অবস্থাপন্ন হইয়া "অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়"[১] হইলেন। তিনি আজন্ম কালাবধি মরণ পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা-সকল সম্পূর্ণরূপে পালন করিলেন। চিন্তায়, কথায়, কার্য্যে তাঁহার পাপ বা কলঙ্কের লেশমাত্র ছিল না। তিনি নির্দ্দোষ হইলেও দোষীর ন্যায় ও দোষীদের পরিবর্ত্তে মৃত্যু ভোগ করেন। তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু জয় করিয়া পুনর্জীবিত ও কবরহইতে উত্থিত হন, এবং চল্লিশ দিন পরে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া পাপীদের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে অনবরত সাধ্যসাধনা করেন। তাঁহার পবিত্র ও ধর্ম্মময় জীবনদ্বারা তিনি বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরীয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর, সুতরাং পৃথিবীতে থাকিয়া ঈশ্বরের ধার্ম্মিক সেবকরূপে জীবন ধারণ করিতে বাধিত ছিলেন না, এই হেতু তিনি যে ধর্ম্মনিধি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দান করিতে পারেন; আর বাস্তবিক তাহাই করেন। "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি [ঈশ্বর] আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।"[২] এই বচনের অর্থ এই, যীশুর পাপ ছিল না, আমাদের পুণ্য নাই, কেবল পাপ আছে; দয়াময় যীশু আমাদের পাপ লইয়া ক্রুশে বহন করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে আপন পুণ্য আমাদিগকে প্রদান করেন। তদ্দ্বারা আমরা "ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতা" প্রাপ্ত হই। পরিত্রাণাবহ বিনিময়!

যীশু মরণদ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আমাদের পাপের যে দণ্ড আমাদেরই বহন করা উচিত ছিল, তাহা তিনিই ভোগ করিলেন। এই প্রকারে "খ্রীষ্টই নিষ্ক্রয় দিয়া ব্যবস্থার শাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ফলতঃ আমাদের নিমিত্ত শাপাস্পদ হইয়াছেন।"[৩] পরে তিনি তৃতীয় দিনে কবরহইতে উঠিলেন। ইহাতে জানা যায়, তিনি মৃত্যু ও পাপকে জয় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাধিত প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য হইয়াছিল। এখন তিনি স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন, এবং "যাহারা তাঁহা

(১) যিশ ৫৩; ৩। (২) ২ করি ৫; ২১। (৩) গাল ৩; ১৩।

দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।”[১]

এই প্রকারে পিতা ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আপন পুত্রকে তাহা সাধনার্থে জগতে পাঠাইলেন; সেই পুত্র আপন ধার্ম্মিক জীবন, প্রায়শ্চিত্তকর মরণ, জয়যুক্ত পুনরুত্থান ও প্রতাপান্বিত স্বর্গারোহণদ্বারা পরিত্রাণের পথ সুপ্রস্তুত করিলেন। এখন আর কি আবশ্যক? তাঁহার কৃত ত্রাণপন্থা অবলম্বন করিলেই হইল, কিন্তু হায়২, মানবজাতি এমন ধর্ম্মদ্বেষী ও পাপাসক্ত যে এক জনও আপনা আপনি সেই পথে গমন করিবে না, সেই পরিত্রাণোপায় অবলম্বন করিবে না। এই জন্য পবিত্র আত্মার কার্য্য প্রয়োজনীয় হইল। মনুষ্যকে পরিত্রাণের প্রতি আকর্ষণ করা, এবং সেই ত্রাণপথাবলম্বীদের মন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করাই পবিত্র আত্মার কার্য্য। তিনি কঠিন অন্তঃকরণ কোমল করেন, পাপের ভয়ানকতা দেখাইয়া দুঃসাহসী পাপীদের মনে ঈশ্বরবিষয়ক ভীতি জন্মান, ঈশ্বরীয় প্রেম প্রকাশদ্বারা প্রস্তরবৎ হৃদয় দ্রবীভূত করেন, এবং সেই হৃদয়ে বিশ্বাস, অনুতাপ, প্রেম, স্থৈর্য্য ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু করেন। তিনি প্রথমে পাপির মন যীশু ও পিতা ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে বিশ্বাসী করেন, পরে সেই বিশ্বাসী মনুষ্যের আত্মার মধ্যে থাকিয়া উত্তর২ আলোক দেন, এবং পাপের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতে শক্তি প্রদান করেন। “যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের দেহ তাঁহার প্রাসাদ।”[২] “যত লোক ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র।”[৩]

আহা! “ঈশ্বরের পরিত্রাণ” কেমন “মহৎ পরিত্রাণ”! পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্যই আবশ্যক হইয়াছে। পিতা যদি সম্মত না হইতেন, বা পুত্রকে না পাঠাইতেন, তবে আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারিত না। পুত্র যদি না আসিতেন, কিম্বা মনুষ্যদেহে মৃত্যু ভোগ স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের পরিত্রাণ সাধিত হইত না। আবার পবিত্র আত্মা যদি আমাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় পথে গমন না করাইতেন, তাহা হইলে পরিত্রাণের উপায় থাকিলেও কোন মনুষ্য তাহা অবলম্বন করিত না। পিতা ঈশ্বর পরিত্রাণরূপ প্রাসা-

(১) ইব্রি ৭; ২৫। (২) ১ করি ৬; ১৯। (৩) রো ৮; ১৪।

দের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পুত্র ঈশ্বর তাহার ভিত্তিমূল স্থাপক ও পবিত্র আত্মা সেই প্রাসাদের নির্ম্মাতা। পাপী মনুষ্যদিগকে ভবসাগর পার করিবার অভিপ্রায়ে পিতা ঈশ্বর সেতুর কল্পনা করিলেন, পুত্র সেই সেতু নির্ম্মাণ করিলেন, পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে পার করেন। পিতা পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্যদের নিমিত্ত উপযুক্ত ঔষধ স্থির করিলেন, পুত্র স্বয়ং তাহা প্রস্তুত করিলেন, পবিত্র আত্মা তাহা রোগীদিগকে সেবন করাইয়া থাকেন। পরিত্রাণ "ঈশ্বরসাধিত"।

অহো, এ কেমন "মহৎ পরিত্রাণ"! এতদ্দারা মনুষ্যেরা নরকহইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, অনন্ত দণ্ড এড়াইয়া অনন্ত সুখ পায়, পূর্ব্বে শয়তানের দাস হইলেও ঈশ্বরের দাস হইয়া উঠে। এতদ্দারা অজ্ঞানেরা জ্ঞান পায়, দুর্ব্বলেরা শয়তানকে জয় করিতে বলবান হয়, দুঃখীরা স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করে। এই পরিত্রাণ সম্পূর্ণ। পাপদ্বারা যেমন শরীর, মন, আত্মা, সকলি ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ঈশ্বরীয় পরিত্রাণদ্বারা আবার তেমনি সকলি সুপ্রকৃতিস্থ হয়। বিশ্বাসদ্বারা যীশুর রক্তের গুণে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন এবং পাপের দণ্ডহইতে নিষ্কৃতি হয়; পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক মন বিশুদ্ধ এবং আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুযায়ী হয়। ইহকালে "সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে"[১], এবং পরকালে বিস্বাসিরা পাপের সর্ব্বপ্রকার ফলহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে। আর এই পরিত্রাণ অনন্তকালীন, ইহার শেষ কখন হইবে না। "তাহাদের সঙ্গী ঈশ্বর আপনি তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। এবং তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না। এবং কোন শাপ আর হইবে না; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে২ রাজত্ব করিবে।"[২] সত্য, "ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ মহৎ পরিত্রাণ।"

---

(১) রো ৮; ২৮। (২) প্র ২১; ৩, ৪। ২২; ৩-৫।

## নং ৭।

# যীশু বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

### "তাঁহার পক্ষে ভাববাদিরা সাক্ষ্য দিতেছেন।" প্রে ১০; ৪৩।

মনুষ্য পতিত হইবামাত্র পরম দয়ালু ঈশ্বর আগন্তব্য ত্রাণকর্ত্তার বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং যদিও ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্ত্তা অবতীর্ণ হন নাই, তথাপি ঈশ্বর বারম্বার তাঁহার বিষয়ে নানাবিধ ভবিষ্যদ্বাক্য ব্যক্ত করেন। ফলতঃ তদ্দ্বারা তিনি আপন ভক্ত সেবকদের মনে আশ্বাস ও প্রত্যাশা উৎপন্ন ও বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় উৎসাহপ্রদ ভাবিবাণী জগতের অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মরূপ রজনীর সময়ে স্বর্গীয় নক্ষত্রমালার সদৃশ ঈশ্বরের করুণার পক্ষে সাক্ষ্য দিত। সেই ভাবিবাণী সকল ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া কালক্রমে প্রভাতীয় তারার ন্যায় সূর্য্যের আসন্ন উদয় ঘোষণা করিল; অবশেষে "ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য"[১] উদিত হইলেন, এবং তাঁহার "আরোগ্য সম্বলিত কিরণ" সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিল। পুরাতন নিয়মের ভক্তগণ, অর্থাৎ যাঁহারা যীশুর আগমনের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উক্ত প্রতিজ্ঞাকলাপের উপরে নির্ভর করত আগামী ত্রাণকর্ত্তায় বিশ্বাস করণদ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। আদম ও হবা পতিত হইবার দিবসেই ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিকট যে প্রথম প্রতিজ্ঞাটী করিয়াছিলেন, তাহা "সুসমাচারের প্রথম ঘোষণাবাক্য" বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সর্পবেশধারী শয়তানকে কহিয়াছিলেন, "আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরভাব উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবা।"[২] যীশু খ্রীষ্টই নারীর সেই বংশ, তিনি জীবনকালে, বিশেষতঃ মৃত্যুভোগ সময়ে যে২ ক্লেশ ও

---

(১) মাল ৪; ২। (২) আ ৩; ১৫।

যন্ত্রণা মনুষ্যদের পাপপ্রযুক্ত ভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শয়তান তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করিল; কিন্তু পাদমূলমাত্র চূর্ণ করিতে পারিয়াছিল, তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। পরন্তু যীশু যখন কবরহইতে উঠিলেন, তখন জানা গেল, তিনি শয়তানের "মস্তক চূর্ণ" করিয়াছেন। তাঁহার মরণ ও পুনরুত্থানদ্বারা তিনি "শয়তানের কর্ম্ম সকল লোপ"[১] করিয়া সর্ব্বজয়ী হইলেন।

২। অতঃপর মানবজাতি ক্রমশঃ এমত ভ্রষ্ট হইয়া উঠিল যে, ঈশ্বর নোহের পরিবার ভিন্ন সমুদয় মনুষ্যকে জলপ্লাবনদ্বারা বিনষ্ট করিলেন। পরে নোহের বংশও ভ্রষ্ট হইলে ঈশ্বর অব্রাহাম নামক এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া দেবপূজকদের হইতে পৃথক করত তাঁহাকে আপনার পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহারই বংশদ্বারা ঈশ্বরীয় সত্য জগতে রক্ষা করিতে স্থির করিলেন। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারই বংশে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিবেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"[২] এই প্রতিজ্ঞা যীশুতেই সফল হইল, কেননা তিনিই আশীর্ব্বাদের একমাত্র আকর।

৩। কালক্রমে দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা হয়েন। ঈশ্বর তাঁহারও নিকট নানা সময়ে আপন আত্মাদ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারই বংশে খ্রীষ্ট জন্মিবেন। এই জন্য দায়ূদের রচিত গীতসমূহে আগন্তব্য মশীহ সম্বন্ধীয় অনেক উক্তি দেখা যায়। পরে এই বিষয়ে যিশায়াহ ভাববাদীর দ্বারা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যিশয়ের [অর্থাৎ দায়ূদের পিতার] গুঁড়িহইতে এক শাখা নির্গত হইবেন, ও তাহার মূলহইতে ফলবতী এক চারা উৎপন্ন হইবেন।"[৩] মশীহ অব্রাহাম ও দায়ূদের বংশে জন্মিবেন, ঈশ্বরোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী হেতু মথির সুসমাচারের প্রথম পদ এই, "অব্রাহামের সন্তান দায়ূদ, তাহার সন্তান যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষাবলি।"

৪। যীশুর জন্মস্থান বিষয়ে ঈশ্বর মীখা ভাববাদীদ্বারা বলিয়াছিলেন, "হে বৈৎলেহম-ইফাথা, ক্ষুদ্র বলিয়া যিহূদার সহস্রপতিগণের মধ্যে অগণিতা যে তুমি, তোমাহইতে ইস্রায়েলের কর্ত্তা হওনার্থে আমার নিরূপিত ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন, তথাপি প্রাক্কালহইতে [বরং] অনাদিকালহইতে তাঁহার উৎপত্তি।"[৪] এই বচনে যীশুর জন্মের ৭০০

(১) ১ যো ৩; ৮। (২) আ ২২; ১৮। (৩) যিশ ১১; ১। (৪) মী ৫; ২।

বৎসর পূর্ব্বে বৈৎলেহম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হয়। অধিকন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহার মহত্বও প্রমাণীকৃত হইতেছে, কেননা তিনি "ইস্রায়েলের কর্ত্তা," কেবল তাহা নয়, "প্রাক্কালাবধি, বরং অনাদিকালাবধি" বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর।

৫। মশীহ কুমারীর গর্ব্ভে জন্মিবেন, ইহাও প্রতিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। "দেখ, কন্যাটী গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে"[১]। এই ভবিষ্যদ্বাক্য যীশুর জন্মদ্বারা সফল হইল। মথি ১; ১৮-২৫ এবং লূক ১; ২৬-৩৮ দ্রষ্টব্য। যীশুর এই অদ্ভুত জন্ম প্রযুক্ত তিনি অন্য মনুষ্যদের ন্যায় পাপলিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

৬। মশীহ পবিত্র আত্মার অভিষেকদ্বারা সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইবেন, এই বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "সদাপ্রভুর আত্মা, অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বিবেচনাদায়ক আত্মা, মন্ত্রণা ও পরাক্রমদায়ক আত্মা, সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞান ও ভীতিজনক আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। তিনি সদাপ্রভুর ভীতিতে আমোদিত হইবেন; এবং চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, ও কর্ণের শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না। কিন্তু ধর্ম্মে দীনহীনদের বিচার করিবেন, ও সারল্যে পৃথিবীস্থ নম্র লোকদের জন্যে নিষ্পত্তি করিবেন, ও আপন মুখস্থিত দণ্ডদ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, ও আপন ওষ্ঠাধরের বায়ুদ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। এবং ধর্ম্ম তাঁহার ঊরুদেশের পটুকা, ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কটিবন্ধনী হইবে।"[২] এই বচন অক্ষরে২ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি খাটে।

৭। মশীহের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয়ে যিশায়াহ ঈশ্বরের নামে এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন। "তৎকালে অন্ধদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইবে, ও বধিরদের কর্ণ খোলা যাইবে। তৎকালে খঞ্জ লোক হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দরব করিবে; কেননা প্রান্তরে জল, ও জঙ্গলভূমির নানা স্থানে প্রবাহ উৎসারিত হইবে।"[৩] যীশুর সাধিত আশ্চর্য্য কর্ম্মগুলিতে এই বচন সফল হইল।

৮। মশীহের হীনাবস্থা, দুঃখ ও মরণ বিষয়ে পুরাতন নিয়মে অনেকানেক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। যিশায়াহ বলেন, "তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারির ন্যায় অবজ্ঞাত,

(১) যিশ ৭; ১৪। (২) যিশ ১১; ২-৫। (৩) যিশ ৩৫; ৫,৬।

ও আমাদের কাছে নগণ্য হইলেন।—তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলদ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন২ পথের দিগে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন। পরিশোধ করিতে হইলে তিনিই দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না; তিনি বধ্যস্থানে নীয়মান মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় [হইলেন], মুখ খুলিলেন না। এবং লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, কিন্তু মরণানন্তর তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন; কারণ তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও তাঁহার মুখে ছল ছিল না।" [১]

অধিকন্তু দায়ূদ নিদর্শনরূপে মশীহের স্থানীয় হইয়া ভাবোক্তিতে বলেন, "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কি জন্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা আমাকে ঠাট্টা ও ওষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক লাড়িয়া কহে, সে সদাপ্রভুতে আপন ভার অর্পণ করুক, তিনি তাহাকে উদ্ধার করুন; তিনি তাহাতে প্রীত, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন। আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি; উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবলোকন করে। তাহারা আপনাদের নিমিত্তে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করে, এবং আমার পরিচ্ছদের জন্যে গুলিবাঁট করে।" [২]

এই সকল বচন প্রভু যীশুর মরণকালে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল! পাঠক যিশায়াহের ৫৩ এবং গীত সংহিতার ২২ অধ্যায় পাঠ করিয়া তাহার সঙ্গে মথি ২৬,২৭ অধ্যায় তুলনা করুন।

৯। মশীহের পুনরুত্থান বিষয়ে দায়ূদ পবিত্র আত্মার আবির্ভাবে কহিয়াছিলেন, "তুমি আমার প্রাণ পাতালে ফেলিয়া ত্যাগ করিবা না, ও নিজ সাধু ব্যক্তিকে ক্ষয়স্থান দেখিতে দিবা না।" [৩] ইহা যীশুর পুনরুত্থানে সফল হইল। ফলতঃ পিতর পঞ্চাশত্তমী-দিনে কহিয়াছিলেন যে, দায়ূদ "ভাবিঘটনা দেখিয়া খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ে সেই কথা কহিলেন, কেননা তিনিই পাতালে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহারই শরীর ক্ষয় দেখে নাই।" [৪]

(১) যিশ ৫৩; ৩, ৫, ৬, ৭, ৯। (২) গীত ২২; ১, ৭, ৮, ১৭, ১৮।
(৩) গীত ১৬; ১০। (৪) প্রে ২; ৩১।

১০। মশীহের মহিমা বিষয়ে পুরাতন নিয়মে অনেক অদ্ভুত বচন উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিলেন, আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইলেন; তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার সমর্পিত হইল; এবং আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বিক্রমশালি ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ, তাঁহার এই নাম হইল। কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা হইবে না; তিনি দায়ূদের সিংহাসনের ও রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতাতে এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করিবেন; বাহিনীগণের সদাপ্রভুর স্পর্দ্ধা এই সকল সম্পন্ন করিবে।" [১]

"সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিলাম।...পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কেননা ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। যে সকল লোক তাঁহার শরণাপন্ন, তাহারা ধন্য।" [২] "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" [৩] "যাবতীয় রাজগণ তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবে; যাবতীয় জাতি তাঁহার দাস হইবে। তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে; যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য২ বলিবে।" [৪] "তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব ও অলোপ্য, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য।" [৫]

এই প্রকারে ঈশ্বর আগামী ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে অনেক২ অত্যাশ্চর্য্য ভাবিবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার বিষয়ে অনেক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুরাতন নিয়ম সংক্রান্ত লোকদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি নানাবিধ বিষয়ে যীশুর নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছিলেন। আদিপুরুষ আদম, যাজকীয় রাজা মল্কীষেদক, ব্যবস্থাপক মোশি, মহাযাজক হারোণ, বিজয়ী রাজা দায়ূদ, শান্তিরাজ শলোমন, ইহাঁরা সকলে, এবং ইহাঁদের ন্যায় আরও অনেক মহাত্মা আমাদের আদিকর্ত্তা, নূতন ব্যবস্থাদাতা, মহাযাজক, রাজাধিরাজ যীশু খ্রীষ্টের ছায়াস্বরূপ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর যিহূদিদিগের পালনার্থে যে ধর্ম্মরীতির নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অনেক বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মের পক্ষে সাক্ষ্যসম্বলিত ছিল। বাহুল্য ভয়ে কেবল দুইটী মাত্র সুবি-

---

(১) যিশ ৯; ৬, ৭। (২) গী ২; ৭, ১২। (৩) গী ১১০; ১।
(৪) গী ৭২; ১১, ১৭। (৫) দা ৭; ১৪।

দিত উদাহরণ, ফলতঃ নিস্তারপর্ব্ব ও প্রায়শ্চিত্তদিন সংক্রান্ত নিয়ম উল্লেখ করিতেছি।

নিস্তারপর্ব্ব নামক নিয়মের ইতিবৃত্ত এই, যে রাত্রিতে ঈশ্বর মিস্রীয় প্রত্যেক প্রথমজাতকে নিহনন করেন, সেই রাত্রিতে ইস্রায়েলীয়েরা ঈশ্বরের আদেশানুসারে প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটী নিষ্কলঙ্ক মেষশাবককে লইয়া বধ করিয়া, আপন২ ঘরের দ্বারে তাহার রক্তের কিঞ্চিৎ লেপিয়া দিয়াছিল, তাহাতে সদাপ্রভু সেই রক্ত দেখিয়া সংহারকর্ত্তা দূতকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। পরে ইস্রায়েলীয়েরা সেই মেষশাবকের মাংস মাওয়াশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত ভোজন করিয়াছিল। ইহার মর্ম্ম এই, কেবল ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক যীশু খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা আমরা নিস্তার পাইতে পারি, এবং যাহারা সেই নিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরামননরূপ তিক্ত শাক এবং "স্বচ্ছতা ও সত্যতারূপ মাওয়াশূন্য রুটীর" সহিত পারমার্থিক ভাবে যীশুর "মাংস ভোজন" করিতে বাধিত।[১]

মহাপ্রায়শ্চিত্তদিন সংক্রান্ত নিয়মের বিবরণ এই। বৎসরের এক বিশেষ দিনে মহাযাজক দুইটী ছাগ লইয়া একটাকে পাপার্থক বলিরূপে বধ করিয়া তাহার রক্ত মন্দিরের অতি পবিত্র স্থানে লইয়া সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাবরণে এবং মন্দিরস্থ বেদিতে প্রক্ষেপ করিতেন। পরে তিনি দ্বিতীয় ছাগের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক ইস্রায়েলীয়দের পাপসমূহ স্বীকার করিয়া প্রান্তরস্থ ব্যবচ্ছিন্ন ভূমিতে পাঠাইয়া দিতেন। এই প্রকারে তিনি বৎসরে২ ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।[২] ইহার মর্ম্ম এই, মহাযাজক এবং ছাগদ্বয় উভয়ে যীশু খ্রীষ্টের নিদর্শনস্বরূপ। হত ছাগ ক্রুশার্পিত যীশুর, এবং জীবিত ছাগ জগতের পাপভার বহনকারী অথচ অনন্তজীবি যীশুর প্রতিবিম্ব। কেবল তাঁহারই রক্তদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে, এবং সেই নিজ রক্ত লইয়া আমাদের মহাযাজক যীশু "অতি পবিত্র স্থানে" অর্থাৎ স্বর্গে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের নিমিত্ত নিয়ত সাধ্যসাধনা করেন।

এই প্রকারে পুরাতন নিয়মে যীশুর জন্মের শত২ বৎসর পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক ভূরি২ ভবিষ্যদ্বাক্য ও নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সিদ্ধ হওয়াতে সুবিশদরূপে প্রমাণীকৃত হয় যে, বাইবেল সত্যই ঈশ্বরীয় শাস্ত্র, এবং যীশু সত্যই অভিষিক্ত ত্রাতা।

---

(১) ১ করি ৫; ৭, ৮। যো ৬; ৫৩-৫৮। (২) লেবীয় ১৬ অধ্যায়।

## নং ৮।

# প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম।

### "অদ্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।" লূ ২; ১১।

ত্রাণকর্ত্তার আগমনের পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে সদাপ্রভু নানা সময়ে যে বিবিধ বহুমূল্য প্রতিজ্ঞা ও নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়াছি। প্রথম প্রতিজ্ঞার সময়াবধি চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেগুলি সফল হইল না; কিন্তু অবশেষে "কালের পরিমাণ সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকটহইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত অথচ ব্যবস্থার অধীনে জাত হইয়া আইলেন"।[১] দানিয়েল ভাববাদী ঈশ্বরের আত্মার আবেশক্রমে যে সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন,[২] সেই সময়ে প্রভু যীশু জন্ম গ্রহণ করিলেন। গাব্রিয়েল দূত কুমারী মরিয়মের নিকটে দর্শন দিয়া "তাহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা, ও তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা। তিনি মহান হইবেন, এবং পরাৎপরের পুত্র এই নাম পাইবেন, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, এবং তিনি যাকোবের কুলের উপরে যুগে২ রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, ইহা কিসে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না। তাহাতে দূত উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নামিয়া আসিবেন; এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ তোমার সেই পবিত্র গর্ব্ভফলের নাম ঈশ্বরের পুত্র হইবে"।[৩] গাব্রিয়েলের এই বচনানুসারে নিরূপিত সময়ে প্রভু যীশু জন্ম গ্রহণ করিলেন। যীশুর জন্মের বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা এই কয়েকটী শিক্ষা পাইতে পারি।

১। ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞা সকল সফল করিবেনই করিবেন। অনেক দিন বিলম্ব করিলেও স্বসময়ে সকলই সিদ্ধ করিবেন। ৪০০০

(১) গাল ৪; ৪। (২) দা ৯; ২৫ ২৭। (৩) লূ ১; ৩০-৩৫।

বৎসর পূর্ব্বে তিনি আদম ও হবার কাছে যীশু বিষয়ক প্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার পরে বারম্বার নানা স্থানে নানা লোকের কাছে আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু শতাব্দীর পরে শতাব্দী গেল, তবু সেই প্রতিজ্ঞাকলাপ সফল হইল না। তাহাতে অবিশ্বাসী বা নিন্দকেরা বলিতে পারিত, "তাঁহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? সহস্র ২ বৎসর নানা প্রতিজ্ঞা দত্ত হইলেও সফল হয় নাই"। কিন্তু ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে সকলই সিদ্ধ হইল। তাঁহার উক্ত ভাবিবাণী অনুসারে ত্রাণকর্ত্তা যীশু দায়ূদের কুলহইতে একটী কুমারীর গর্ব্ভে বৈৎলেহম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। "হে প্রিয়েরা, তোমরা এই এক কথা অজ্ঞাত হইও না, যে প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর এক দিনের সমান। কতক লোক যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী নহেন।"[১] ভ্রাতৃগণ, সাহস কর। ঈশ্বর যেমন অনেক বিলম্ব করিয়াও উপযুক্ত সময়ে আপন পুত্র বিষয়ক প্রতিজ্ঞা-সমূহ সফল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আরও যত স্বর্গীয়-শান্তি-প্রদ প্রতিজ্ঞা নিজ ভক্তদিগের জন্য আপন পবিত্র বাক্যে প্রকাশ করি-য়াছেন, সে সকলও স্বসময়ে সিদ্ধ করিবেন। তাঁহারই উপরে নির্ভর কর, তাঁহার কথিত বাক্য কখনই লুপ্ত হইবে না। "ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, যে মিথ্যা কহিবেন; এবং তিনি মনুষ্যের সন্তান নহেন, যে অনুতাপ করিবেন। তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?"[২]

২। যীশুর জন্মবিবরণে তাঁহার নম্রতা ও মাহাত্ম্য উভয় গুণ জাজ্বল্যমান হয়। তাঁহার নম্রতার লক্ষণ এই, তিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র হইয়াও নরদেহ ধারণ করিলেন। যিনি অনাদিকালাবধি পিতা ঈশ্বরের ক্রোড়ে[৩] অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি ক্ষুদ্র দুগ্ধপোষ্য মানবশিশু হইয়া মরিয়মের ক্রোড়ে শয়ান হইলেন। যাঁহাদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল,[৪] তিনি আপনি একটী সৃষ্ট শরীর ধারণ করিয়া এই তমঃপূর্ণ জগতে অবতীর্ণ হইলেন। যিনি সর্ব্বদা স্বর্গে "ঈশ্বরের কাছে ছিলেন,"[৫] তিনি পাপিষ্ঠ দুঃখভোগী মনুষ্যদের সঙ্গী হইলেন। যাঁহার নাম "আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বিক্রমশালি ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ,"

---

(১) ২ পি ৩; ৮,৯। (২) গণ ২৩; ১৯। (৩) যো ১; ১৮।
(৪) যো ১; ৩। কল ১; ১৭। ইব্র ১; ২। (৫) যো ১; ২।

তিনি আমাদের নিমিত্তে "বালক" রূপে জন্মিলেন,[১] এবং "মনুষ্য-পুত্র" নাম গ্রহণ করত "ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়"[২] হইয়া এই অধম পৃথিবীতে তেত্রিশ বৎসর অবস্থিতি করিলেন। যিনি স্বয়ং "ঈশ্বর,"[৩] তিনি আপন ঈশ্বরত্বের সহিত মনুষ্যত্ব সংযুক্ত করিলেন। আবার তিনি কেবল মনুষ্য হইলেন, তাহা নহে, অপিচ দীনভাবাপন্ন সামান্য মনুষ্যের অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি কৈসরের কিম্বা হেরোদের প্রাসাদে জন্মিয়া রাজাধিরাজরূপে প্রকাশিত না হইয়া বৈৎলেহমস্থ পান্থশালায় জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যাবপাত্রে শায়িত হইলেন, এবং একটী সামান্য সূত্রধরের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া, যাবজ্জীবন ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। যীশুর জন্মে তাঁহার নম্রতা আশ্চর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

অধিকন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্যও প্রকাশ পায়। তাঁহার জন্ম মানুষিক স্বভাবের জন্মের মত হয় নাই। যিশায়াহের ভাবিবাণী অনুসারে তিনি একটী কুমারীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কোন পুরুষের সংসর্গে তাহা নয়, "পরাৎপরের শক্তি" দ্বারাই মরিয়ম গর্ব্ভিণী হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার "গর্ব্ভফল" সম্পূর্ণরূপে "পবিত্র" এবং "ঈশ্বরের পুত্র" নামে বিখ্যাত হইলেন।[৪] যীশুর অদ্ভুত জন্মদ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। আর কোন মনুষ্য কখন এমন অদ্ভুতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মাতা মরিয়ম অন্য মনুষ্যদের ন্যায় জন্মিয়াছিলেন, এবং নিজে পাপিনী ছিলেন, কেননা শাস্ত্রে বলে, "ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই, সকলে বিপথ-গামী"।[৫] মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রধান নবী বলিয়া মানে, তথাপি তাহারাও স্বীকার করে যে মহম্মদের জন্ম অদ্ভুতরূপে হয় নাই। হিন্দু অবতারদের জন্মবৃত্তান্ত নিতান্ত অসঙ্গত ও অসংলগ্ন, এবং কোন প্রকারে প্রামাণিক না হওয়াতে গল্পমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যীশুর জন্মবিবরণ স্বর্গীয় দূতের কথাদ্বারা প্রমাণিত এবং তদীয় কার্য্য ও উপদেশের দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যিনি মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি এবং পিতা একই আছি,"[৬] তাঁহার জন্ম অদ্ভুত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যীশুর জন্মবৃত্তান্তে তাঁহার অসীম নম্রতা এবং ঈশ্বরীয় মাহাত্ম্য উভয়ই পরিদৃশ্যমান হয়।

---

(১) যিশ ৯; ৬। (২) যিশ ৫৩; ৩। (৩) যো ১; ১। (৪) লূ ১; ৩৪, ৩৫। (৫) রো ৩; ১০, ১২। (৬) যো ১০; ৩০।

৩। যীশুর জন্মদ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তিনি ঈশ্বর হইলেও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য ছিলেন। কি প্রকারে ঈশ্বরীয় ও মানবীয় স্বভাব এক ব্যক্তিতে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা আমাদের বোধের নিতান্ত অগম্য। কিন্তু আরও সহস্র২ বিষয় আমরা বুঝিতে না পারিয়াও বিশ্বাস করিতে বাধিত আছি। আমাদের অদৃশ্য অপারমাণব আত্মার সহিত জড়পদার্থময় দেহ কি প্রকারে সংযুক্ত হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধাগম্য। ভাল, যদি আমরা আপন মানবীয় প্রকৃতি বুঝিতে না পারি, তবে নরাবতার ঈশ্বরের স্বভাব অর্থাৎ কি প্রকারে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভু যীশুতে সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মনুষ্য। তিনি এই রূপে ঈশ্বর এবং মনুষ্য হওয়াতে ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের প্রকৃত "মধ্যস্থ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ইয়োব প্রথমতঃ অতীব মনোদুঃখে এই আর্ত্তস্বর করিয়াছিলেন, "উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করণে সমর্থ মধ্যস্থ আমাদের কেহ নাই;"[১] কিন্তু পরে বিশ্বাসবলে কহিলেন, "আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত আছেন।"[২] যীশুই সেই মধ্যস্থ ও মুক্তিদাতা। তিনি ঈশ্বর ও মনুষ্য হওয়াতে উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করণে সমর্থ। তিনি মনুষ্য বলিয়া মনুষ্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন এবং মনুষ্যের পাপজন্য প্রায়শ্চিত্ত করণের উপযুক্ত পাত্র; তিনি ঈশ্বর বলিয়া, তাঁহারই সাধিত প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে। যদি তিনি মনুষ্য না হইতেন, তবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের প্রতিনিধি হইতে পারিতেন না। আবার তিনি যদি ঈশ্বর না হইতেন, তবে নিজে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিতে বাধিত হইতেন, সুতরাং তাঁহার ধার্ম্মিকতা আমাদের বলিয়া গণিত হইতে পারিত না; এবং যদি কোন সৃষ্ট ব্যক্তিমাত্র হইতেন, তবে তাঁহার রক্তদ্বারা জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইতে পারিত না। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর-মানুষ, এই নিমিত্তে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যদিগকে সম্মিলন করিবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি আপন স্বর্গীয় ভবন ত্যাগ করিয়া আমাদের অবনামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেন আমাদিগকে তুলিয়া আপন স্বর্গীয় ভবনে উন্নীত করিতে পারেন।

যীশু সম্পূর্ণ মনুষ্য বলিয়া আমরা আরও এই সান্ত্বনা পাইতে

(১) ইয় ৯; ৩৩। (২) ইয় ১৯; ২৫।

পারি যে, তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। "সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন।—প্রজালোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তিনি যেন দয়ালু এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে বিশ্বস্ত মহাযাজক হন, এই জন্যে সর্ব্ব বিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের সদৃশ হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। কেননা আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরীক্ষিতগণের সাহায্য করণে সমর্থ হন।—আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নহেন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, অথচ বিনা পাপে পরীক্ষিত হইয়াছেন।"[১] যীশু সম্পূর্ণ মনুষ্য, এই জন্য মনুষ্যের স্বভাব বুঝেন, মনুষ্যের সুখদুঃখ জানেন, অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আপনাদের "যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেল; কেননা তোমাদের জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।"[২]

৪। যীশু মনুষ্যের পরিত্রাণ সাধনার্থেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবতাদের সাহায্য কিম্বা দুষ্টগণের ধ্বংস করাই হিন্দুকল্পিত অব-। তারগণের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রভু যীশু পাপিগণকে বিনষ্ট করণার্থে নয়, পরিত্রাণ করণার্থেই অবতীর্ণ হন। "ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের বিচার করিতে জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহা-দ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে।"[৩] "শয়তানের কর্ম্ম লোপ করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের পুত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।"[৪] "যাহা হারাণ ছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।"[৫] "মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয় কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।"[৬]

প্রভু যীশুর জন্ম বিষয় ধ্যান করিলে আমরা এই প্রবোধ পাই।

১। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সকল স্বসময়ে সিদ্ধ হইবেই হইবে।

২। পরিত্রাতা অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া খ্রীষ্টাশ্রিত মাত্রের সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত ও আনন্দিত থাকা উচিত।

৩। যীশুকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম করা উচিত।

৪। সর্ব্বপ্রকার অভিমান ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া যীশুর ন্যায় নম্র ও প্রেমী হওয়া উচিত। পৌলের এই হিত পরামর্শ সর্ব্বদা আমা-

---

(১) ইব্র ২; ১৪, ১৭, ১৮। ৪; ১৫। (২) ১ পি ৫; ৭। (৩) যো ৩; ১৭।
(৪) ১ যো ৩; ৮। (৫) লূ ১৯; ১০। (৬) ম ২০; ২৮।

দের মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, "প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই [করিও] না; কিন্তু নম্রভাবে প্রত্যেকে আপনা-হইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান কর; এবং প্রত্যেকে আপনার মঙ্গল নয়, কিন্তু পরের মঙ্গলও লক্ষ্য কর। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব [দেখ], তাহা তোমাদের মধ্যেও দেখাও। ঈশ্বররূপী থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়া লুট পাইবার উপায় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন; মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, এখন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।" ফিল ২; ৩-৮।

---

## নং ৯।

# প্রভু যীশুর পরীক্ষা।

### "তিনি আমাদের ন্যায়, অথচ বিনা পাপে পরীক্ষিত হইয়াছেন।" ইব্রু ৯; ১৫।

প্রভু যীশু জন্ম গ্রহণ করিলে পর ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃ-গৃহে অবস্থিতি করিলেন, আর তত্তাবৎকাল আপনার ঐশিক মহিমা প্রকাশ না করিয়া সামান্য দশাপন্ন হইয়া রহিলেন। বাল্যকালে সেই ঈশ্বরীয় "বালকটী বৃদ্ধি পাইতে২ আত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিত।"[১] দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি যোষেফ ও মরিয়মের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থে যিরূশালেমে গমন করিলেন। তথায় তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া যিহূদীয় গুরুদিগের সহিত আলাপ করত আপন অদ্ভুত বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। তথাপি পরে স্বগৃহে ফিরিয়া আইলে তিনি যোষেফ ও মরিয়মের প্রতি যথোচিত আদর প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। "তিনি তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়া নাসরতে আসিয়া তাহাদের বশীভূত থাকিলেন। পরে যীশুর জ্ঞান ও বয়স এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ বাড়িতে থাকিল।"[২] এই প্রকারে প্রভু যীশু বালক বালিকাদের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাহারাও সকলে তাঁহার ন্যায় আপন২ পিতামাতার বশীভূত হউক। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর যীশু যোষেফের বৃত্তি অর্থাৎ সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া

---

(১) লূ ২; ৪০। (২) লূ ২; ৫১, ৫২।

কতক বৎসর অন্য মনুষ্যদের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। নিষ্কলঙ্ক আদম এদন উদ্যানে, নিষ্কলঙ্ক যীশু নাসরতীয় কারখানাতে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, "তোমরা শান্ত ও আপন২ বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে ও স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে স্পর্দ্ধা কর।"[১]

ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রভু যীশু আপনার স্থিরীকৃত পরিত্রাণাবহ কার্য্য প্রকাশ্যরূপে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যোহন অবগাহকের নিকট গিয়া তাঁহাকর্তৃক অবগাহিত হন, পরে "তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গ খোলা হইল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গহইতে এক বাণী হইল, যথা, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।"[২]

অবগাহনের পরে "তৎক্ষণাৎ পবিত্র আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে প্রেরণ করিলেন। সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, এবং বন্য পশুদের সঙ্গে ছিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।"[৩] প্রভু যীশুর পরীক্ষার বিবরণ পাঠে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি।

১। যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ও চালিত হইয়াই পরীক্ষাস্থলে নীত হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই পরীক্ষককে পরাজয় করিতে পারিয়াছিলেন। সেই প্রকারে আমরাও কেবল পবিত্র আত্মাদত্ত সাহায্য দ্বারা পরীক্ষাকালে জয়ী হইতে পারি। যখন পিতরের ন্যায় আমরা আপনাদেরই বলে নির্ভর করিয়া পরীক্ষারূপ রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হই, তখন শত্রুদ্বারা যে পরাভূত হইব, ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত ও সবলীকৃত হই, তখন আমরা শয়তানকে পরাভব করিতে পারিব। আত্মনির্ভর করিলে পতিত হইব, আত্মায় নির্ভর করিলে স্থির থাকিব। "হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। শয়তানের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরের রচিত সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা পরিধান কর।"[৪]

২। প্রথম পরীক্ষার বিবরণ এই। "চল্লিশ দিবারাত্রি অনাহারে

(১) ১ থি ৪; ১২। (২) ম ৩; ১৬, ১৭। (৩) ম ৪; ১-১১। মা ১; ১২, ১৩। লূক ৪; ১-১৩। (৪) ইফ ৬; ১০, ১১।

থাকিয়া যীশু শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে বল যেন এই প্রস্তর-গুলি রুটী হয়। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখহইতে নির্গত যে২ বাক্য, তাহাদ্বারাই বাঁচে।' "[১] এই প্রকারে শয়তান যীশুর হৃদয়ক্ষেত্রে অবিশ্বাসরূপ বীজ বপন করিতে চেষ্টা পাইল। ফলতঃ প্রভু যীশু অদ্ভুত কর্ম্ম করিবার শক্তিবিশিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি আপনারই অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহাকে দত্ত হয় নাই, কিন্তু অপর লোক-দের হিতার্থে, অর্থাৎ পীড়িতদিগকে সুস্থ, ক্ষুধিতদিগকে তৃপ্ত, মৃত-দিগকে পুনর্জীবিত করণার্থেই দত্ত হইয়াছিল। যদি যীশু আপনার স্বর্গীয় পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার ক্ষুধা নিবারণার্থে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস-রূপ দোষগ্রস্ত হইতেন। এই নিমিত্ত তিনি শয়তানের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি, আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস করা খ্রীষ্টীয়ানমাত্রের কর্ত্তব্য। যিনি যীশুর ক্ষুধা অবশেষে নিবারণ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদেরও ক্ষুধা নিবারণ এবং আমাদের সমস্ত অভাব দূর করিবেন। তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা সকল নিরন্তর মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হয়। "আমার ঈশ্বর আপন ধনাঢ্যতানুসারে প্রতাপ দিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিবেন।"[২] "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অপ্রতুল হইবে না।"[৩] "সদাপ্রভুকে ভয় কর, কেননা তাঁহার ভয়কারি লোকদের অপ্রতুল হয় না। যুব-সিংহদের অনাটন ও ক্ষুধাতে ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।"[৪] ঈশ্বর আপন পবিত্র শাস্ত্রে এই প্রকার যে বহুবিধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার উপরে নির্ভর করা আবশ্যক। বিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল এবং অবিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলজনক। অতএব যীশুর ন্যায় অবিশ্বাস-হইতে সাবধান থাকা আবশ্যক।

৩। দ্বিতীয় পরীক্ষার বিবরণ এই। "তখন শয়তান তাঁহাকে পুণ্যনগরে লইয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে [এই স্থানহইতে] নীচে পড়, কেননা এমন লেখা আছে, 'তিনি তোমার বিষয়ে আপন দূতগণকে আজ্ঞা

(১) মথি ৪; ২-৪। (২) ফিল ৪; ১৯। (৩) গী ২৩; ১। (৪) গী ৩৪; ৯, ১০।

দিবেন; তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, এই কারণ তাঁহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবেন।' যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা লইও না।'" শয়তান প্রথমে যীশুকে অবিশ্বাসরূপ পঙ্কে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া সে অমনি তাঁহাকে তদ্বিপরীত দোষ অর্থাৎ দুঃসাহসে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করিল। সে এখনও সেই প্রকার করিয়া থাকে। জোয়ারের পরে ভাটা হয়, তদ্রূপ শয়তান যখন আমাদিগকে এক দিকে টানিয়া নিষ্ফলযত্ন হয়, তখন অকস্মাৎ অন্য দিকে টানিতে চেষ্টা পায়। যীশুর বিশ্বাস অটল দেখিয়া শয়তান সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারাই তাঁহাকে পাপে লওয়াইতে চেষ্টান্বিত হইল। সে বলিল, 'এই স্থানহইতে নীচে পড়ুন, ঈশ্বর অবশ্য আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, তাহাতে আপনি বিশ্বাসের বিলক্ষণ প্রমাণ দিবেন।' কিন্তু যীশু জানিতেন, এই প্রকার কার্য্য বিশ্বাসের নয়, মাত্র দুঃসাহসেরই লক্ষণ, কেননা ঈশ্বর এই প্রকার কর্ম্ম করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা করেন নাই। প্রেরিত পিতর এই রূপে পরীক্ষিত হইলে পতিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি যীশুকে ধৃত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ মহাযাজকের বাটীতে গেলেন, বোধ হয় তখন তিনি তাহা আপনার বিশ্বাসের প্রমাণ জ্ঞান করিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দুঃসাহসী ছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে সেই স্থানে যাইতে আজ্ঞা করেন নাই; এই নিমিত্ত তিনি ঘোরতর পাপে লিপ্ত হন। ঈশ্বরই যখন পরীক্ষা ঘটান, তখন তিনিই উত্তীর্ণ হইবার শক্তি প্রদান করিবেন, আমরা ইহা অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু যখন আমরা আপনারা পরীক্ষায় প্রবিষ্ট হই, তখন দুঃসাহস প্রকাশ করি, এবং ঈশ্বরের সাহায্য বিহীন হওয়াতে পাপে পতিত হই। যদি কোন সরল খ্রীষ্টীয়ান বলে, "আহা! ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রয়োজনীয় বিষয় যোগাইয়া দিবেন না, আমার অমঙ্গল উপস্থিত", তখন সে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। কিন্তু যদি বলে, "ঈশ্বর অবশ্য আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি কেন পরিশ্রম করিব? আমি ঘরে বসিয়া থাকিব, কোন কর্ম্ম করিব না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তিনিই অবশ্য সকলই দিবেন," তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিশ্বাসী নহে, দুঃসাহসী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এক দিকে অবিশ্বাস, অপর দিকে দুঃসাহসহইতে সাবধান থাকিতে হয়।

৪। তৃতীয় পরীক্ষার বিবরণ এই। "পুনশ্চ শয়তান তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার প্রতাপ দেখাইয়া তাঁহাকে কহিল, যদি দণ্ডবৎ হইয়া আমার ভজনা কর, তবে এই সকল তোমাকে দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও শয়তান; কেননা লেখা আছে, 'তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিও, এবং কেবল তাঁহারি আরাধনা করিও'।" পূর্ব্বে শয়তান ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করিয়াছিল, এই তৃতীয় পরীক্ষায় সে আপনার পরিচয় দিল, এই জন্য যীশু তাহাকে "আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান" বলিলেন। ঈশ্বর যীশুর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি "পরজাতীয়দিগকে তাঁহার দায়াংশ, ও পৃথিবীর প্রান্ত সকল তাঁহার অধিকার করিয়া দিবেন।"[১] কিন্তু সেই আধিপত্য গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্যন্তিক ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিতে হইবে। প্রথমে ক্রুশ, শেষে মুকুট। শয়তান তাঁহাকে বলিল, "আপনকার দুঃখ ভোগের প্রয়োজন নাই। আমি এই জগতের অধিপতি, কেবল একবার আমার ভজনা করুন, তাহাতে আমি অমনি জগতের সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আপনাকে দিব।" কিন্তু যীশু এই বারও জয়ী হইয়া শয়তানকে নিরস্ত করিলেন। "তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িল, আর দেখ, স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।" এখনও শয়তান এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বর্গীয় সুখের বার্ত্তা জানাইয়াছেন, কিন্তু সেই সুখভোগের পূর্ব্বে অনেক দুঃখভোগ করা আবশ্যক। "আমাদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়া গমন করত ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।"[২] "তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক।"[৩] যীশুর পক্ষে যেমন হইয়াছিল, আমাদের পক্ষেও তেমনি "প্রথমে ক্রুশ, শেষে মুকুট," এই কথা সত্য। কিন্তু আমরা ক্লেশ ভাল বাসি না, এই জন্যে শয়তান আমাদিগকে বলে, "ক্লেশে আবশ্যক নাই, আমার ভজনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে ঐহিক সুখ দিব।" শয়তান এই অভিপ্রায়ে কত প্রকার প্রলোভন আমাদের নেত্রগোচর করে। কত প্রকার চার দিয়া আমাদিগকে আপন বড়শীদ্বারা ধরিতে চেষ্টা পায়। ভ্রাতৃগণ, যীশুর ন্যায় স্থির থাক। "তোমরা যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে ও সকলই

(১) গী ২; ৮। (২) প্রে ১৪; ২২। (৩) রো ৮, ১৭।

সম্পন্ন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পার, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের রচিত সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা গ্রহণ করিয়া পরিধান কর।"[১]

৫। যীশু কোন্ অস্ত্রদ্বারা শয়তানকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করা বিধেয়। তিনি কি আপন ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা শয়তানকে দূর করিয়াছিলেন? যদি তাহা হইত, তবে তিনি আমাদের পরীক্ষাকালীন আদর্শস্বরূপ হইতে পারিতেন না, কেননা আমরা ঈশ্বরীয় শক্তিবিশিষ্ট নহি। ভাল, তবে তিনি কোন্ অস্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন? "আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য।"[২] "লেখা "আছে," "লেখা আছে," "লেখা আছে" বলিয়া তিনি শয়তানকে পরাভব করিয়াছিলেন। আইস, আমরাও সেই খড়্গ ধারণ করি, তাহাতে ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা পরীক্ষাকালে জয়ী হইব। যদি আমরা আপল্লোর ন্যায় "ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন"[৩] হই, তবে পরীক্ষককে পরাজয় করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি ও সাহায্য আবশ্যক; অতএব শাস্ত্র পাঠের সহিত প্রার্থনা সর্ব্বদা সংযুক্ত হউক। প্রার্থনা ও শাস্ত্ররূপ সজ্জাতে পরিহিত খ্রীষ্টীয়ান শয়তানের অজেয়।

নিষ্কলঙ্ক আদম এদন বাগানে পরীক্ষিত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন; নিষ্কলঙ্ক "অন্তিম আদম"[৪] অর্থাৎ প্রভু যীশু মরুভূমিতে পরীক্ষিত হইয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এবং তৎপ্রযুক্ত তাঁহার আশ্রিত মনুষ্যমাত্রও অবশেষে জয়ী হইবে। "শান্তির আকর ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন।"[৫] ভ্রাতৃগণ "খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত অনুগ্রহে বলবান হও।"[৬]

---

## নং ১০।

# প্রভু যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়া।

### "আমি যে ২ ক্রিয়া করিতেছি, ইহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" যোহন ১০; ২৫।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য অবস্থায় থাকিয়া পরে আপনাকে "ঈশ্বরহইতে আগত গুরু"[৭] রূপে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং "ঈশ্বরকর্তৃক পবিত্র আত্মাতে

(১) ইফ ৬; ১৩। (২) ইফ ৬; ১৭। (৩) প্রে ১৮; ২৪। (৪) ১ করি ১৫; ৪৫। (৫) রোম ১৬; ২০। (৬) ২ তী ২; ১। (৭) যো ৩; ২।

ও প্রভাবে অভিষিক্ত” হইয়া অনবরত সার্দ্ধ তিন বৎসর জগৎ-মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন; ফলতঃ “স্থানে২ ভ্রমণ করত উপকার করিতেন এবং শয়তানদ্বারা উপদ্রুত সকল লোককে সুস্থ করিতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।”[১] তিনি যে মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরনিরূপিত মহাগুরু, তাহা ত্রিবিধ প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, ফলতঃ তাঁহার সাধিত আশ্চর্য্য ক্রিয়া, তাঁহার ঈশ্বরীয় শিক্ষা, এবং তাঁহার নিষ্কলঙ্ক স্বভাব ও পবিত্র জীবন, এই তিনেই তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া আলোচনা করিব।

যীশুর সাধিত অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিবরণ চারি সুসমাচারে পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা সুসমাচারচতুষ্টয়ে লিখিত হয় নাই, তিনি এমন আরও অনেক২ ক্রিয়া করিয়াছিলেন। যোহন স্বলিখিত সুসমাচারে উল্লেখ করেন, “যীশু আপন শিষ্যদের সাক্ষাতে আরো অনেক২ অভিজ্ঞান-রূপ কর্ম্ম করিলেন; তাহা এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই। কিন্তু যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এ সকল লেখা গিয়াছে।”[২] মথির সুসমাচারের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে, “তাঁহার বার্ত্তা সমুদয় সুরিয়া দেশ ব্যাপিল; এবং পীড়িত লোক সকল, অর্থাৎ ভূতগ্রস্ত এবং মৃগী-রোগ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগেতে ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট লোক সকল তাঁহার নিকটে আনীত হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন।”[৩] মার্ক অন্য সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, “যে২ গ্রামে কি নগরে কি পল্লীতে তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই সকল স্থানে [লোকেরা] পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইল; এবং তাহারা যেন তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, এমত বিনতি করিল; তাহাতে যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।”[৪]

যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়াগুলি নানাবিধ, এবং সেই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা তিনি আপনার অসীম শক্তিই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেননা কিছুতেই তাঁহার সেই শক্তি ব্যাহত হইত না। তিনি জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন। তিনি মুখের বাক্যদ্বারা প্রচণ্ড বাত্যা ও সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ নিমিষের মধ্যে প্রশান্ত করিয়াছিলেন। তিনি আপনি জলের উপরি পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞাতে শিষ্যেরা

(১) প্রে ১০; ৩৮। (২) যো ২০; ৩০, ৩১।
(৩) ম ৪; ২৪। (৪) মা ৬; ৫৬।

সমুদ্রে জাল ক্ষেপণপূর্ব্বক প্রভূত মৎস্য ধৃত করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। তিনি পাঁচখান রুটী ও দুইটীমাত্র ক্ষুদ্র মৎস্যদ্বারা স্ত্রী ও বালক ভিন্ন ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকার ক্রিয়াসমূহদ্বারা তিনি প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল তাঁহার বশীভূত ছিল।

আবার তিনি সর্ব্বপ্রকার রোগগ্রস্ত মনুষ্যদিগকে সুস্থ করিতেন। কখন এক জন পক্ষাঘাতিকে সবলাঙ্গ করিতেন, কখন বা জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিকে কথাদ্বারা আরোগ্য করিতেন, কখন বা কুষ্ঠীকে তাহার সেই মহাব্যাধিহইতে শুচি করিতেন, আবার কখন অন্ধদিগকে দর্শনশক্তি, বধিরদিগকে শ্রবণশক্তি ও মূকদিগকে কথনশক্তি প্রদান করিতেন। এই প্রকারে তিনি রোগের উপরেও আপন কর্তৃত্ব প্রকাশ করিলেন। কেবল তাহা নয়, মৃত্যুও তাঁহার বশীভূত ছিল; যায়ীরের কন্যা, নয়িন নগরস্থ বিধবার পুত্র, চারি দিবসের মৃত লাসার, ইহারা সকলে তাঁহাদ্বারা পুনর্জীবিত হইয়া তাঁহাকে জীবনের আদিকর্ত্তা [১] ও মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ভূতগণও তাঁহার আদেশ অবহেলন করিতে সমর্থ হয় নাই। এক বার ভূতের বাহিনীও তাঁহার কথামাত্রে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা প্রকৃতি, রোগ, মৃত্যু, এবং শয়তান, সকলই তাঁহার বশীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই জন্যে নূতন নিয়মের অনেক স্থলে তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকে "প্রভাবের কর্ম্ম" [২] বলা যায়, কেননা সেই সকল ক্রিয়াদ্বারা ঈশ্বরীয় প্রভাব, অর্থাৎ শক্তি প্রকাশ পায়।

আবার শাস্ত্রের অনেক স্থানে যীশুর অদ্ভুত ক্রিয়া "অভিজ্ঞান" বা "অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম" নামে আখ্যাত হইয়াছে। [৩] অভিজ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞাপক চিহ্ন, বাস্তবিক যীশুর সাধিত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল তাঁহার ঈশ্বরীয় দয়া ও পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ ছিল। বিশেষতঃ,

১। যীশুর সাধিত অদ্ভুত ক্রিয়া সকল এই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি "ঈশ্বরহইতে আগত গুরু।" নীকদীম ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ঈশ্বরহইতে আগত গুরু, কেননা এই যে সকল অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম আপনি করিতেছেন, তাহা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ করিতে পারে না।" [৪] মনুষ্যেরা অনেক মহৎ কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা বাষ্পদ্বারা অনেক বৃহৎ২ শকট অতি বেগে

(১) প্রে ৩; ১৫। (২) ম ১১; ২০ ইত্যাদি। (৩) যো ২; ১১,২৩ ইত্যাদি। (৪) যো ৩; ২।

চালাইতে পারে, বড়২ অট্টালিকা, সেতু ও জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে, তারযোগে সহস্র২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ এক ঘণ্টার মধ্যে অবগত হইতে পারে, ইত্যাদি, তথাপি জগতের সমুদয় চিকিৎসক আপনাদের সমস্ত বিদ্যা ও কৌশলদ্বারা এক জন অন্ধকে চক্ষু দিতে পারে না। কিন্তু যীশু তাহা বাক্যদ্বারাই করিয়াছিলেন; কেবল এক বার নয়, শত শত বার মানুষিক শক্তির অতিরিক্ত এই প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায় যে, তিনি অতিমানুষিক শক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ক্রিয়া সকল ঈশ্বরীয় দয়া, পরাক্রম ও পবিত্রতার জ্ঞাপক, সুতরাং তিনি "ঈশ্বরহইতে আগত গুরু।" কোন রাজদূত যখন বিদেশে প্রেরিত হন, তখন সেই অপর দেশীয় অধিপতিকে আপন রাজার স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র দেখাইয়া আপনার পরিচয় দেন; সেই প্রকারে ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে রাজদূত রূপে এই জগতে পাঠাইয়া সেই "অভিজ্ঞান রূপ কর্ম্ম" দ্বারা তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

২। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাঁহার ঈশ্বরীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রমাণ দেয়। মোশি, এলিয়, প্রভৃতি অনেকে ঈশ্বর-নিয়োজিত গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আপনাদের পরিচয়ও দিয়াছিলেন; পরন্তু যীশুর ক্রিয়া তাঁহাকে কেবল গুরু নয়, কিন্তু অঙ্গীকৃত মশীহ ও ঈশ্বরের পুত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছিল। ফলতঃ তিনিই যে ভাববাদীদিগের প্রবাচিত মশীহ, ইহা তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়াসমূহদ্বারা জানা যায়।

দানিয়েল ভাববাদী আগন্তব্য মশীহের আগমনকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,[১] এবং যিশায়াহ কহিয়াছিলেন যে, তিনি আইলে "তৎকালে অন্ধদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, ও বধিরদের কর্ণ খোলা যাইবে। তৎকালে খঞ্জ লোক হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দরব করিবে।"[২] ভাল, দানিয়েল কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কালে যীশু আসিয়া যিশায়াহের কথিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, সুতরাং তিনিই সেই মশীহ, যাঁহার বিষয়ে উভয় ভাববাদী আগমবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভূতগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধিত হইয়াছিল; "অনেক লোকহইতে ভূতগণও বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট।"[৩]

যীশুর সাধিত অদ্ভুত কার্য্য তাঁহার ঈশ্বরীয় মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।

(১) দা ৯; ২৫। (২) যিশ ৩৫; ৫, ৬। (৩) লূ ৪; ৪১

তিনি তদ্দ্বারা "ঈশ্বরহইতে আগত গুরু," বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, সুতরাং তাঁহার শিক্ষাও ঈশ্বরীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাল, তিনি আপনার বিষয়ে কি প্রকার পরিচয় দেন। "আমি এবং পিতা একই আছি।"[১] "পুত্র বিনা আর কেহ পিতার তত্ত্ব জানে না।"[২] "সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকেও সমাদর করিবে [এই তাঁহার অভিপ্রায়]।"[৩] "অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।"[৪] যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ঈশ্বর-নিযুক্ত গুরু, সুতরাং যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য; তিনি বলিয়াছেন, "আমি এবং পিতা একই আছি," সুতরাং তিনি ঈশ্বরের সহিত একই বটেন। বিশেষতঃ পাপ ক্ষমা করা ঈশ্বরেরই অধিকার, ইহা সকলে স্বীকার করে। ভাল, যীশু আপনাকে সেই অধিকার বিশিষ্ট বলিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার প্রমাণার্থে একটী অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন; "পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে মনুষ্য-পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার,—এই জন্যে তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন—তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া গৃহে গমন কর। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খট্টাটী তুলিয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল।"[৫] ঈশ্বরই পাপী মনুষ্যের একমাত্র আশাভূমি, তথাপি যীশু আপনাকেই পাপীর আশ্রয় দেখাইয়া সকলকে আপনার নিকট আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রমাণ দেয় যে তিনি আপনার ঈশ্বরীয় ক্ষমতার বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা সত্য।

আর একটী বিষয় এই। পিতর জন্মখঞ্জ মনুষ্যকে কহিয়াছিলেন, "নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠিয়া গতায়াত কর।"[৬] তদ্রূপ পৌল ও অন্যান্য প্রেরিতগণ যীশুরই নামে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু যীশু আপনার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল আপনারই নামে ও গুণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং পিতর প্রভৃতি অন্য লোকদিগকেও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, যীশুর সাধিত অদ্ভুত ক্রিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল।

৩। অধিকন্তু যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যক্ত করে। মোশি, এলিয়, প্রভৃতি কোন২ ভক্ত লোক যীশুর আগমনের

---

(১) যো ১০; ৩০। (২) ম ১১; ২৭। (৩) যো ৫; ২৩। (৪) যো ৮; ৫৮।
(৫) মা ২; ১০-১২। (৬) প্রে ৩; ৬।

পূর্ব্বে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা কেবল ঈশ্বরের প্রেম নয়, তাঁহার ভয়ানকতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোশির বাক্যে মিস্রীয়েরা দশবিধ ভয়ানক উৎপাতদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াছিল; এলিয়ের বাক্যে দুই বার পঞ্চাশ জন সৈন্য আকাশীয় অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যীশু সেই প্রকার ভয়ানক আশ্চর্য্য ক্রিয়া কখনো করেন নাই; তাঁহার সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়া দয়াসূচক। "বস্তুতঃ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণ নষ্ট করিতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছেন।"[১] তিনি শত২ মনুষ্যকে রোগহইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কখন কোন প্রকারে কাহারও দোষের নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন নাই। ইহার মর্ম্ম এই, "ঈশ্বর আপনার পুত্রকে জগতের বিচার করিতে জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে।"[২] তিনি সর্ব্ব প্রকার লোকদের প্রতি করুণাবিষ্ট ছিলেন, পরজাতীয় শতপতি ও সুর-ফৈনীকী স্ত্রীর প্রতিও কৃপা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক তাহাদের গোচরে আপনার ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতে জানা যায় যে পরজাতীয়েরাও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অংশী হইতে পারে। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়াসমূহ এই সাক্ষ্য দেয়; "শয়তানের কর্ম্ম সকল লোপ করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের পুত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।"[৩] শয়তানদ্বারা মনুষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে রোগ, শোক, দুঃখ, মৃত্যু জগতে পরিব্যাপ্ত হইল, এই জন্য সে সকলকে "শয়তানের কর্ম্ম" বলা যাইতে পারে। যীশু যখন রোগীদিগকে সুস্থ, ভূতগ্রস্তদিগকে মুক্ত এবং মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন, তখন "শয়তানদ্বারা উপদ্রুত সকল লোককে সুস্থ করিতেন।"[৪] আর এই প্রকার শক্তি ও দয়াসূচক কর্ম্মদ্বারা তিনি আপনাকে শয়তান-বিজয়ী বলিয়া দেখাইয়াছিলেন।

আবার যীশু জগতে থাকিবার কালে লোকদিগকে যে শারীরিক সুস্থতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সেই আধ্যাত্মিক সুস্থতার আদর্শস্বরূপ, যাহা তিনি সতত সফল করিয়া থাকেন। তিনি যেমন অন্ধদিগকে চক্ষু দিতেন, তেমনি এখনও ধর্ম্মান্ধদের চিত্তচক্ষু প্রসন্ন করিয়া তাহাদিগকে "অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান"[৫] করেন। তিনি কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিতেন, সেই প্রকারে এখনও পাপরূপ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মনুষ্যদিগকে পাপহইতে পরিষ্কার করেন। তিনি

(১) লূক ৯; ৫১-৫৬। (২) যো ৩; ১৭। (৩) ১ যো ৩; ৮
(৪) প্রে ১০; ৩৮। (৫) ১ পি ২; ৯।

অবশাঙ্গ লোকদিগকে শারীরিক শক্তি দিতেন, তদ্রূপ এখনও বলহীন পাপীদিগকে ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্য করিবার শক্তি প্রদান করেন। তিনি বধির ও বোবাদিগকে শ্রবণ ও কথন শক্তি প্রদান করিতেন, তেমনি এখনও যাহারা ঈশ্বরীয় বাক্য শুনে না এবং কহেও না, এমন মনুষ্য-দিগকে তিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিবার ও কহিবার শক্তি প্রদান করেন। তিনি মৃতদিগকে জীবন দান করিতেন, তদ্রূপ এখনও "অপরাধে ও পাপে মৃত" মনুষ্যদিগকে পারমার্থিক জীবনে জীবিত করেন।[১]

এই প্রকারে যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক পরিত্রাণাবহ কার্য্যের "অভিজ্ঞান" ছিল। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, যীশুর সেই পরিত্রাণদায়িনী শক্তি বিশ্বাসদ্বারাই গৃহীত হয়। যীশু বিশ্বাসীদেরই প্রতি আপন আরোগ্যপ্রদ প্রভাব প্রকাশ করিতেন। "তোমাদের বিশ্বাসানুরূপ ফল তোমাদের হউক,"[২] এই যে বচন তিনি দুই জন অন্ধকে কহিয়াছিলেন, তাহা এখনও সকলকে কহেন। "যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে।"[৩]

খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণ, আশ্বাসিত হও। যীশু আপনার অবনতিকালেও ঈদৃশ অদ্ভুত শক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। এখন তিনি স্বর্গারূঢ় হইয়া "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব"[৪] প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি ও দয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া সমস্ত জগতের প্রতি এই প্রমাণ দেয় যে,

**যীশু পরিত্রাণ করিতে পারক, যীশু পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছুক।**

---

## নং ১১।

# প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরীয় শিক্ষা।

### "একই গুরু খ্রীষ্ট।" মথি ২৩; ৮।

মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ শয়তানের হস্তগত, অজ্ঞানতায় মগ্ন, এবং পাপরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, সুতরাং মানবের পক্ষে এই ত্রিবিধ বিপত্তি-হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তিজন্য এক জন মুক্তিদাতা প্রয়োজনীয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই সেই প্রয়োজনোপযোগী প্রকৃত মুক্তিদাতা। তিনি নিজ সাধিত অদ্ভুত ক্রিয়া সকলদ্বারা শয়তানের হস্তহইতে মনুষ্যের উদ্ধার করণে আপনাকে সমর্থ দেখাইয়াছিলেন; তিনি আপন

---

(১) ইফ ২; ১-৫। (২) ম ৯; ২৯। (৩) যো ৩; ৩৬। (৪) ম ২৮; ১৮।

ঈশ্বরীয় শিক্ষাদ্বারা মনুষ্যদের পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন; অপিচ আপন নিষ্কলঙ্ক স্বভাব, সুবিমল চরিত্র এবং পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-সাধক মৃত্যুদ্বারা মনুষ্যদিগকে পাপহইতে মুক্ত করেন। আমরা গত বার তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া ধ্যান করিয়াছিলাম, এবারে তাঁহার স্বর্গীয় শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিব।

জগতে অনেকে আপনাদিগকে গুরু বলিয়া দেখাইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টই জগতের প্রকৃত গুরু। ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

(ক)। তিনি স্বার্থপরতা-বিহীন ছিলেন। জগতের প্রায় সমস্ত গুরু স্বার্থ লাভের চেষ্টা করে। তাহারা "শিষ্যসন্তাপহারক" নয়, "শিষ্যবিত্তাপহারক"; এবং যদিও শিষ্যদিগকে ধর্ম্মাচরণ করিতে শিক্ষা দেয়, তথাপি আপনারা অধর্ম্মাচরণ করে। প্রত্যুত প্রভু যীশুতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র পাওয়া যাইত না। তিনি "আপনার প্রীতিকর ছিলেন না।"[১] "তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, তজ্জন্য তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন।"[২] প্রেমই তাঁহার শিক্ষার মূল; তিনি আপনার হিত নয়, শিষ্যদেরই হিত সাধন করিতে সতত চেষ্টা পাইতেন।

(খ)। তিনি বিশুদ্ধ সত্য প্রচার করিতেন। জাগতিক গুরুগণ সত্যের সহিত মিথ্যা যোগ করত শিক্ষা দেয়; এমন কি, কখন ২ এক আনা সত্যের সহিত পোনেরো আনা মিথ্যা সংযুক্ত করে, কিম্বা সত্য বিবর্জ্জিত সম্পূর্ণ মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচার করে। কিন্তু যীশু আপনি সত্যরূপী ছিলেন, কখনই বিন্দুমাত্র মিথ্যা কথা প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বর্গীয় সত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "আমরা যাহা জানি, তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি, তাহারই সাক্ষ্য দি।"[৩] "তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার।"[৪] "আমি যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দি, তন্নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।"[৫]

(গ)। যীশুর শিক্ষা শক্তিবিশিষ্ট ছিল, অর্থাৎ তিনি কেবল সত্য পথ দেখাইতেন, তাহা নয়, সেই পথে গমন করিবার শক্তিও প্রদান করিতেন। অন্য সকল গুরু কেবল শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা পালন করিবার শক্তি প্রদান করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি

---

(১) রো ১৫; ৩। (২) ২ করি ৮; ৯। (৩) যো ৩; ১১।
(৪) যো ১৪; ২৪। (৫) যো ১৮; ৩৭।

পীড়িত লোকদের কাছে গিয়া "আরোগ্য লাভ কর, আরোগ্য লাভ কর," বলিয়া আর কিছু না করে, তবে নিঃসন্দেহে জানা যায়, সে চিকিৎসক নহে। যে ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ দেয়, সেই প্রকৃত চিকিৎসক। তদ্রূপ যে শিক্ষকেরা লোকদিগকে বলে, "চুরি করিও না, হিংসা করিও না," ইত্যাদি, কিন্তু আর কিছু না করে, তাহারা প্রকৃত শিক্ষক নহে। মনুষ্যেরা পাপরূপ রোগগ্রস্ত, তাহাদিগকে শুদ্ধ "সুস্থ হও" বলিলে লাভ কি? তাহারা পাপরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাদিগকে কেবল "মুক্ত হও" বলিলে ফল কি? তাহাদের রোগ দূর করিতে হয়, তাহাদের শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হয়, না করিলে শুদ্ধ কথায় কোন ফল হয় না। সত্য গুরু যীশু তাহাই করেন; তিনি আপন আশ্রিতদিগকে পাপহইতে মুক্ত করেন, গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেন, এবং সেই ধর্ম্মমার্গে গমন করিবার শক্তিও প্রদান করেন। তাঁহার শিক্ষা শক্তিবিশিষ্ট।

(ঘ)। তিনি আপনি সদাচরণের আদর্শ ছিলেন। কোন২ গুরু অন্যদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া আপনারা নরকের পথে গমন করে। কিন্তু যীশু আপনার আদিষ্ট পথে আপনিও চলিতেন; সুতরাং তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করিলেই আমরা যথোপযুক্তরূপে তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আচরণ করিতে পারি।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায়, প্রভু যীশুই গুরুচূড়ামণি, বস্তুতঃ তিনি অন্য সকল গুরুহইতে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমরা প্রভু যীশুর শিক্ষার সারমর্ম্ম উল্লেখ করিতে সচেষ্ট হইব। তাঁহার শিক্ষা ঈশ্বরবিষয়িণী, ধর্ম্মবিষয়িণী, ও পরিত্রাণবিষয়িণী।

১। ঈশ্বরের বিষয়ে যীশুর বিশেষ শিক্ষা এই যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যীশু সমধিক স্পষ্টরূপে তাহা ব্যক্ত করেন। বিশেষতঃ তিনি অনেক স্থলে তাঁহাকে "পিতা" বলেন। অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি ব্যক্ত করেন যে, স্নেহময় পিতা যেমন আপন বিপথগামী পুত্রের প্রতি মমতা করেন, তদ্রূপ ঈশ্বর অনুতপ্ত পাপীদিগকে পুনর্গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক আছেন। আর যখন পাপীরা তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তিনি বিশেষরূপে তাঁহাদের "পিতা" হন। প্রভুর প্রার্থনার প্রথম উক্তি এই, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।"[১] যীশু বলেন, "পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন।"[২] "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক [অকাতরে] আপ-

(১) মথি ৬; ৯। (২) যোহন ১৬; ২৭।

নার যাচকদিগকে উত্তম ২ দ্রব্য দান করিবেন।" [১] ঈশ্বরকে "পিতা" বলাতে যীশু তাঁহার প্রেম বিলক্ষণরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপর যীশু ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের বিষয়ে স্পষ্টরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের একতা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু যীশু পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার বিষয়ে যে শিক্ষা দেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বরীয় নিগূঢ় স্বভাব এবং মনুষ্যদের পরিত্রাণ বিষয়ে পিতা, পুত্র ও আত্মার ভিন্ন ২ কার্য্য সুচারুরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, এবং ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা" [২] বিষয়িণী শিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। ধর্ম্মবিষয়ে যীশু অনেক উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বিশদরূপে দেখাইয়াছিলেন যে, মনুষ্যের কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়াই ধর্ম্মের সার। ভ্রষ্ট মতাবলম্বীরা বাহ্য ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করে। মন্ত্রপাঠ, উপবাস, জপতপ ইত্যাদি ক্রিয়া তাহাদের মতানুসারে অতি প্রয়োজনীয়। অমুক সামগ্রী খাইও না, অমুক লোকের সহিত ভোজন করিও না, অমুক মন্ত্র বা প্রার্থনা অনেক বার আবৃত্তি করিও, পুরোহিতদিগকে দক্ষিণা দিও, "ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না," [৩] ভ্রষ্ট মত সকল এই প্রকার আদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু যীশু শিক্ষা দেন যে, বাহ্য ধর্ম্ম নিষ্ফল, অন্তঃকরণের ও আচরণের শুচিতাই সার। "সাবধান, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরে আপন ২ ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার হইবে না।" "প্রার্থনাকালে অনর্থক পুনরুক্তি করিও না।" [৪] "এই লোকেরা আপন ২ মুখে আমার নিকটবর্ত্তী হয়, ও ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমা-হইতে দূরে থাকে; এবং তাহারা আমার অলীক সেবা করে, যেহে-তুক তাহারা উপদেশ বলিয়া মনুষ্যদের আদেশ শিক্ষা দেয়।" "মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা মনুষ্যকে অশুচি করে না, কিন্তু মুখহইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।" "কেননা অন্তঃকরণহইতে কুবিতর্ক, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নির্গত হয়। আর এই সকল মনুষ্যকে অশুচি করে।" [৫] "যাহারা আমাকে প্রভু ২ করিয়া বলে, তাহারা

(১) মথ ৭; ১১। (২) ২ করি ১৩; ১৪। (৩) কল ২; ২১। (৪) মথ ৬; ১, ৭। (৫) মথ ১৫; ৮, ৯, ১১, ১৯, ২০।

সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।"[১] যীশুর এবম্প্রকার অনেক উক্তি নূতন নিয়মে পাওয়া যায়। এই সকলের মর্ম্ম এই, যে ধর্ম্ম বাহ্যমাত্র, তাহা নিষ্ফল। অন্তঃকরণের ও আচরণের শুচিতাই ধর্ম্মের সার।

প্রভু যীশু বিশ্বাস, প্রেম, নম্রতা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মৃদুভাব বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রকাশ করিতেন। অন্য যে যে ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত আছে, সে সকল ঐ প্রকার গুণের বিশেষ পোষকতা করে না। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মদ্বারা নম্রতা ও প্রেম দূরে থাকুক, বরং দ্বেষ অহঙ্কারাদি বিরুদ্ধভাব উৎপাদিত ও বর্দ্ধিষ্ণু হয়, কিন্তু যীশু অনেক স্থলে প্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন। "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম কর।"[২] "আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রেম কর, ইহা আমার আজ্ঞা।"[৩] কেবল তাহা নয়, যীশু এই আজ্ঞা দেন, "তোমরা আপন২ শত্রুদিগকে প্রেম কর।"[৪] সেই প্রকারে যীশু বিশ্বাস ও নম্রতারও প্রশংসা করেন। "তোমাদের বিশ্বাসানুরূপ ফল তোমাদের হউক।"[৫] "ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।"[৬] "যে জন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।"[৭]

৩। পরিত্রাণ-বিষয়িণী যে শিক্ষা যীশু দিয়াছিলেন, তাহা এই যে, তিনিই ত্রাণকর্ত্তা। মনুষ্যজাতি অজ্ঞানতারূপ তিমিরাচ্ছন্ন, যীশু স্বর্গীয় জ্ঞান প্রদান করেন; তিনি ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশ করেন, কেবল তাহা নয়, তিনি নিজেই জ্ঞান ও সত্যস্বরূপ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, সে সকলই জানে।—যদি ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তবে যীশুর প্রতি অবলোকন কর। তিনিই "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,"[৮] তিনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল।"[৯] অসীম পবিত্রতা, প্রেম, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বরীয় গুণ তাঁহাতে জাজ্বল্যমান ছিল, সুতরাং যীশু পিতা ঈশ্বরের তথ্য "ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"[০]—যদি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তবে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তিনি প্রকৃত ধর্ম্মা-

---

(১) মথ ৭; ২১। (২) মথ ২২; ৩৭। (৩) যো ১৫; ১২। (৪) মথ ৫; ৪৪।
(৫) মথ ৯; ২৯। (৬) যো ১৪; ১। (৭) লূক ১৮; ১৪। (৮) কল ১; ১৫।
(৯) যো ১৪; ৯। (০) যো ১; ১৮।

বতার, তাঁহার চরিত্র ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ, তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করিলেই মনুষ্যেরা প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক হয়। "তিনি পাপ করেন নাই," [১] বরং "সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন" [২] করিয়াছিলেন। মুদ্রার অবিকল আকৃতি যেমন গালাতে অঙ্কিত হয়, মুখের প্রকৃত আকৃতি যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ যীশুর পবিত্র আজ্ঞা সকল তাঁহার পবিত্র আচরণে মুদ্রাঙ্কিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।—যদি পরিত্রাণের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তবে যীশুর প্রতি দৃষ্টি কর, তিনিই একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা। তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "মনুষ্যপুত্র অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।" [৩] তাঁহার নাম যীশু, "কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন।" [৪] "যাহা হারাণ ছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।" [৫] তিনি আপনাকেই মনুষ্যজাতির একমাত্র মুক্তিদাতা দেখাইয়া কহিয়াছিলেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, আমার কাছে শিক্ষা কর, তাহাতে তোমরা আপন২ মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা।" [৬] এই প্রকারে যীশুর প্রধান শিক্ষা আপনারই বিষয়ক, কেননা তাঁহার আশ্রয় লইলেই সম্পূর্ণ পরিত্রাণ হয়। তিনি বলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।" [৭] তাঁহাকে অবলম্বন করিলে মনুষ্যেরা স্বর্গের পথে আরোহণ করে, সত্য জ্ঞাত হয়, ও অনন্ত জীবন পায়।

আইস, ভ্রাতৃগণ, আমরা সত্য জগদ্গুরু যীশুর প্রকৃত শিষ্য হই। তিনি যে যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা "আত্মাস্বরূপ ও জীবনস্বরূপ।" [৮] তাঁহার শিক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, এই জন্য তাঁহার আজ্ঞা এই, "শাস্ত্র আলোচনা কর; সেই শাস্ত্র আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।" [৯] আবার আমরা যেন সেই শাস্ত্র ভালরূপে বুঝিতে পারি, এই জন্যে পবিত্র আত্মার সাহায্য অবলম্বন করি, কেননা যীশু কহেন, "তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন," তিনি "সত্যস্বরূপ আত্মা, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" [১০] "তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমা-

---

(১) ১ পি ২; ২২। (২) ম ৩; ১৫। (৩) ম ২০; ২৮। (৪) ম ১; ২১।
(৫) লূ ১৯; ১০। (৬) ম ১১; ২৮, ২৯। (৭) যো ১৪; ৬। (৮) যো ৬; ৬৩।
(৯) যো ৫; ৩৯। (১০) যো ১৪; ২৬। ১৫; ২৬।

দিগকে জানাইবেন।" [১] এই প্রকারে প্রার্থনাপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠদ্বারা আমরা যীশুর শিক্ষা বুঝিতে পারিব। আবার বুঝিলে তাহা মানিতেও হইবে। যীশু বলেন, "এই সকল যদি জান, তবে তাহা পালন করিলে ধন্য হইবা।" [২]

---

## নং ১২।

# যীশুর পবিত্র স্বভাব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

### "যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণহইতে পৃথক্কৃত।" ইব্র ৭; ২৬।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন আপন অদ্ভুত ক্রিয়া ও ঈশ্বরীয় শিক্ষাদ্বারা, তেমনি পবিত্র স্বভাব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রদ্বারাও আপনাকে অন্য সকল গুরুহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। অন্য সকল মনুষ্য পাপী, কেবল তাঁহারই বিষয়ে আমরা বলিতে পারি যে, "তিনি পাপ করেন নাই।" [৩] তিনি জন্মকালাবধি মরণ পর্য্যন্ত এক বারও কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম করেন নাই, কোন প্রকার দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই, তিনি এক নিমিষের নিমিত্তেও কোন প্রকার দুষ্ট ভাবাপন্ন হন নাই। ইহা অতীব আশ্চর্য্য অথচ পাপিষ্ঠ নরকুলের পক্ষে অশেষ মঙ্গলজনক বিষয়! "বস্তুতঃ আমাদের জন্যে এতাদৃশ মহাযাজক উপযুক্তও ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণহইতে পৃথক্কৃত, এবং স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চীভূত।" [৪] সত্য, "এতাদৃশ মহাযাজক আমাদের জন্য উপযুক্ত," কেননা আমরা পাপী, নিষ্পাপ ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা আমাদের ত্রাণোপায় সাধিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজে ঋণী, সে অপর ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করিতে অপারক; যে ব্যক্তি নিজে বন্দী, সে আর এক বন্দীকে কারাগারহইতে মুক্ত করিতে অসমর্থ; তেমনি যে ব্যক্তি আপনি পাপী, সে আমাদিগকে পাপহইতে উদ্ধার করিতে পারে না। পাপী ব্যক্তি পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধন কিম্বা সদাচরণ করিবার শক্তি প্রদান করিতে নিতান্ত অসমর্থ। মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ সাধনার্থে

---

(১) যো ১৬; ১৪। (২) যো ১৩; ১৭। (৩) ১ পি ২; ২২। (৪) ইব্র ৭; ২৬।

এক জন নিষ্কলঙ্ক ত্রাণকর্ত্তা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের মুক্তির জন্য সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত এক জন ত্রাণকর্ত্তাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

কোন মনুষ্য কখন প্রভু যীশুর উপরে কোন দোষারোপ করিতে পারে নাই। যাহারা যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিষ্কলঙ্কতা স্বীকার করিয়াছে। চারি সুসমাচারে তাঁহার যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, কেহ তাহাতে দোষারোপ করিতে পারে না। তাঁহার জগতে অবস্থিতিকালে শত্রুরাও তাঁহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা ব্যাঘ্রের মত তাঁহার রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক হইলেও পীলাতের কাছে তাঁহার কোন দোষের প্রমাণ দিতে পারে নাই। পীলাত স্পষ্টরূপে কহিয়াছিলেন, "আমি এই মনুষ্যের কোনই দোষ পাইলাম না।"[১] সেই সময়াবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিপক্ষগণ যীশুর উপরে দোষারোপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টান্বিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যীশু নিজে আপনাকে নির্দ্দোষ বলিতেন। এক সময়ে তিনি আপন শত্রুদিগকে কহিয়াছিলেন, "আমাতে পাপ আছে, এমন প্রমাণ তোমাদের মধ্যে কে দিতে পারে?"[২] তাহাতে কেহ তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারিল না। আমরা জানি যে, আর সকল মনুষ্যই পাপী; যদি কেহ বলে "আমি নিষ্পাপ," তাহা হইলে সে তদ্দারাই আপনার পাপের প্রমাণ দেয়, কেননা এই প্রকার কথা ঘৃণার্হ অহঙ্কারের ও অজ্ঞানতার লক্ষণ। কিন্তু যীশু যখন বলেন "আমি নিষ্পাপ," তখন কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারী বলে না, বরং প্রায় সকলেই স্বীকার করে যে তাঁহার সেই কথা যথার্থ।

অধিকন্তু যীশুতে কোন প্রকার পাপ ছিল না, কেবল তাহা নয়, তিনি সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন। জগতে আর যত ঈশ্বরপরায়ণ লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই অনেক বিষয়ে পাপে লিপ্ত, এবং তাঁহাদের যে সমুদয় সদ্গুণ আছে, তাহা খণ্ডমাত্র, সেই সকল গুণ সম্পূর্ণ নহে, এবং প্রত্যেক সাধু মনুষ্যে কোন২ সদ্গুণ প্রবল এবং অন্য গুণ দুর্ব্বল আছে। এক ব্যক্তি অতিশয় মৃদু ও কোমল ভাববিশিষ্ট, কিন্তু উদ্যোগে ও স্থৈর্য্যে তাঁহার ত্রুটি আছে। আর এক ব্যক্তি শৈলবৎ দৃঢ়সঙ্কল্প বটে, কিন্তু তিনি কোমল ও শান্তমনা নহেন। এক

(১) লূ ২৩; ৪। (২) যো ৮; ৪৬।

জন অতিশয় উদ্যোগী, কিন্তু তাঁহার প্রেম অল্প। অপর ব্যক্তি সুপ্রেমিক, কিন্তু আপন পরিবারের উপযুক্ত শাসন করেন না। এই প্রকারে কোন২ সাধু কোন২ বিশেষ গুণবিশিষ্ট, কিন্তু অন্য প্রকার সদ্‌গুণে তাঁহাদের এক প্রকার ত্রুটি হইয়া থাকে। পরন্তু যীশু সর্ব্বতোভাবেই সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি পাপকে যত ঘৃণা, পাপীকে তত প্রেম করিতেন। তিনি সাহসী ছিলেন, কিন্তু কখন দুঃসাহসী হন নাই। তিনি অনুতপ্ত পাপীদের ও ক্ষুদ্র শিশুদের প্রতি অতিশয় কোমল ভাবাপন্ন ছিলেন, তথাপি অহঙ্কারী ও ধর্ম্মাভিমানী ফরীশিদের প্রতি ঈশ্বরীয় ভর্ৎসনার কথা কহিতেন। তিনি মেষশাবকের ন্যায় কোমল, আবার সিংহের ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। তিনি পূর্ণ পরিমাণে সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন।

বিশেষতঃ তিনি পিতা ঈশ্বর ও মনুষ্য, উভয়েরই প্রতি উপযুক্ত ভাববিশিষ্ট ছিলেন।

১। পিতা ঈশ্বরের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ প্রেম, বশীভূততা ও বিশ্বাস প্রকাশ করিতেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতার আজ্ঞামত কর্ম্ম করি।"[১] তিনি অনাদিকালাবধি পিতাকে ঈশ্বরীয় প্রেমে প্রেম করিয়াছিলেন, এবং জগতে অবস্থিতিকালেও সেই প্রেম প্রকাশ করিতেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বদা পিতার ইচ্ছা সাধন করিতে চেষ্টা পাইতেন। জগতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি কহিয়াছিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই।"[২] এবং আসিবার পরে তিনি কহিলেন, "আমি আপনার ইচ্ছা সাধনের নিমিত্তে স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা [সাধন করিতে নামিয়াছি]।"[৩] "আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পালন এবং তাঁহার কার্য্য সাধন করাই আমার আহার।"[৪] এই প্রকারে প্রভু যীশু সম্পূর্ণরূপে আপন স্বর্গীয় পিতার বশীভূত ছিলেন, এবং বশীভূত হইয়া তিনি তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন। এমন কি, গেৎশীমানী বাগানেও তাঁহার বিশ্বাস ও আজ্ঞাবহতার ত্রুটি হয় নাই। সেই স্থলে যদিও তাঁহার "প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত" হইল, এবং "রক্তের বড় ২ ফোঁটার আকারে তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল," তথাপি এমন আত্যন্তিক যাতনার ও মর্ম্মভেদিনী বেদনার সময়েও তাঁহার কণ্ঠহইতে প্রার্থনার সহিত এই বশীভূততাসূচক বাক্য বিনিঃসৃত হইয়াছিল, যথা,

(১) যো ১৪; ৩১। (২) গীত ৪০; ৮। (৩) যো ৬; ৩৮। (৪) যো ৪; ৩৪।

"আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক।"[১] অল্প-ক্ষণ পরে তিনি পিতরকে কহিলেন, "আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমি কি পান করিব না?"[২]

২। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের প্রতি যেমন, মনুষ্যদের প্রতিও তেমনি, সম্পূর্ণরূপে সদ্ভাব প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরকে প্রেম করাতে তিনি ঈশ্বরের ঘৃণিত সর্ব্বপ্রকার পাপ অতিশয় ঘৃণা করিতেন, এবং যদিও অনুতপ্ত পাপীদের প্রতি তিনি যার পর নাই প্রেম ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন, তথাপি ফরীশী প্রভৃতি যাহারা অভিমানী ও পাপাসক্ত ছিল, তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে ভৎসনা করিতেন। ইহাতে জানা যায় যে, যদ্যপি সকলের প্রতি মৃদুভাববিশিষ্ট হওয়া উচিত, তথাপি সেই মৃদুতা যেন ভয়ে পরিণত না হয়, ইহাতে সাবধান থাকা আবশ্যক। পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বিধেয়, এবং আমাদের অধীন লোকেরা যদি দুরাচার হয়, তবে তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করাও উচিত।

পরন্তু যীশুর স্বভাব ও চরিত্রে তাঁহার প্রেম ও মৃদুতা বিশেষ-রূপে প্রকাশ পায়। প্রেমে আকর্ষিত হইয়াই তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন। আজীবনকাল তিনি সকলের প্রতি প্রেম দেখাইতেন। তিনি পাপীদিগকে আপনার নিকটে আসিতে নিমন্ত্রণ করিতেন। যীশুর প্রেমানল কিছুতেই নির্ব্বাণ হইত না। পরমগীতের এই উক্তি তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ খাটে,— "প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান। রাশি২ জল প্রেমকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, এবং স্রোতস্বতীগণ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না।"[৩] যীশু আপনি বলিয়াছিলেন, "বন্ধুদের নিমিত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।"[৪] যীশু "জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন।"[৫] তাঁহার শিষ্যেরা অনেক বার অনেক বিষয়ে অজ্ঞানতা ও স্থূল বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রেম হ্রাস পায় নাই। পিতর তাঁহাকে তিন বার শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পিতরকে ত্যাগ করেন নাই। কয়েক সময়ে কয়েকটী দুষ্টাচারিণী স্ত্রী-লোক অনুতাপ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল, তিনি তাহা-

(১) ম ২৬; ৩৮-৪২। লূ ২২; ৪১-৪৪। (২) যো ১৮; ১১।
(৩) পর ৮; ৬, ৭। (৪) যো ১৫; ১৩। (৫) যো ১৩; ১।

দিগকেও প্রেম সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মকালাবধি মরণ পর্য্যন্ত নিত্য২ যীশুর সমস্ত কথায় ও কর্ম্মে তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রেম জাজ্বল্যমান রূপে প্রকাশ পাইত।

আবার দেখ, যীশু কেমন নম্র ও মৃদু ও ক্ষমাশীল ছিলেন! "তিনি ধনবান হইলেও আমাদের নিমিত্তে দরিদ্র হইলেন।"[১] তিনি কোন সম্রাট্ বা রাজার ঘরে জন্ম না লইয়া এক জন সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি বাল্যকালে আপন পিতামাতার বশীভূত ছিলেন।[২] তিনি আমাদের "দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত"[৩] হইতেন। তিনি আপন শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন করিলেন।[৪] তিনি আপন হত্যাকারিদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিন্দু ঋষিরা আপনাদের অপমানকারিদিগকে অভিশাপ দিতেন, কিন্তু যীশুকে যাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, যীশু তাহাদের নিমিত্তেও প্রার্থনা করিয়া কহিয়াছিলেন, "হে পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে, তাহা জানে না।"[৫] যীশুর প্রেম যেমন, তাঁহার মৃদুতা ও ক্ষমাশীলতাও তেমনি অত্যাশ্চর্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদের অনুকরণীয়।

ফলতঃ যীশু এই সকল বিষয়ে আমাদের উদাহরণস্বরূপ। এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কতকগুলি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন২ মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা।"[৬]

"খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব [দেখ], তাহা তোমাদের মধ্যেও দেখাও। ঈশ্বররূপী থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়া লুট পাইবার উপায় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন; মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।"[৭]

"পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকে দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর।"[৮]

"বস্তুতঃ তোমরা ইহারই নিমিত্তে আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও

---

(১) ২ করি ৮; ৯। (২) লূ ২; ৫১। (৩) ইব্র ৪; ১৫। (৪) যো ১৩; ৫।
(৫) লূ ২৩; ৩৪। (৬) ম ১১; ২৯। (৭) ফিল ২; ৫-৮। (৮) কল ৩; ১৩।

তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটুবাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না; দুঃখভোগের কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন। আর আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তজ্জন্য তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন; তাঁহারই ক্ষতদ্বারা তোমাদের আরোগ্য হইয়াছে।"[১]

"আমি তাঁহাতে থাকি, এই কথা যে বলে, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, সেও তদ্রূপ আচরণ করে।"[২]

---

## নং ১৩।

# যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু।

### "খ্রীষ্ট আমাদের পাপের কারণ প্রাণত্যাগ করিলেন।" ১ করি ১৫; ৩।

শিম্শোনের বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত আছে, "তাহার জীবনকালের হত লোক অপেক্ষা তাহার মরণকালের হত লোক অধিক হইল।"[৩] পারমার্থিক ভাবে আমরা এই কথা প্রভু যীশুর বিষয়ে বিলক্ষণ বলিতে পারি; জীবন কালে তিনি শয়তানের রাজ্যের যে হানি করিয়াছিলেন, মরণকালে তদপেক্ষা অধিক হানি করিলেন। এমন কি, তিনি "মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি"[৪] করিয়াছিলেন। প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, "মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।"[৫] তিনি "প্রাণ দিতে আসিয়াছেন," অর্থাৎ মরিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ফলতঃ কেবল তাঁহার মরণদ্বারা ধরাতলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে।

---

(১) ১ পি ২; ২১-২৪। (২) ১ যো ২; ৬।
(৩) বি ১৬; ৩০। (৪) ইব্র ২; ১৪। (৫) মথি ২০; ২৮।

প্রভু যীশুর মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা এই ২ শিক্ষা পাই;—

১। পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুর প্রেম অসীম ও অনির্ব্বচনীয়।

পিতা ঈশ্বরের প্রেম অসীম। "আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইল যে, তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" [১] ঈশ্বর আমাদিগকে এমত প্রেম করিলেন যে "নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া তিনি আমাদের সকলের নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।" [২] ইহা অপেক্ষা কি অধিক প্রেম তিনি দেখাইতে পারিতেন? অধিকন্তু কীদৃশ লোকদের প্রতি তিনি এমত আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন? সাধু ও ধার্ম্মিকদের উপরে, তাহা নয়, তাঁহার পবিত্র আদেশ লঙ্ঘনকারী পাপীদেরই উপরে তিনি এই প্রকার দয়া করিয়াছিলেন। "ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম দেখাইতেছেন, কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন।"[৩]

আবার প্রভু যীশুরও অসীম প্রেম তাঁহার মরণে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। "বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।"[৪] "খ্রীষ্ট আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্ত আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।" [৫] "খ্রীষ্টের প্রেম জ্ঞানাতীত।" [৬] তিনি "জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন।" [৭] গেৎশীমানী বাগানে তাঁহার মর্ম্মভেদিনী যাতনা, কায়াফার ও পীলাতের সম্মুখে তাঁহার অপমান ও কশাপ্রহার ভোগ, কালবারীতে তাঁহার অচিন্ত্য যন্ত্রণা ও মৃত্যু, এই সকলই তাঁহার অসীম প্রেমের সাক্ষ্য প্রদান করে।

পরন্তু যীশুর ক্রুশ কেবল প্রেমের লক্ষণ নয়, তদ্দ্বারা

২। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতাও জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পায়। যদি ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ না হইতেন, তবে তিনি কখন আপন প্রিয় পুত্রকে মনুষ্যের পাপনিমিত্ত এত দুঃখভোগ করিতে দিতেন না, বরং অমনি বিনা প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষমা করিতেন। কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া আপন প্রিয়তম অদ্বিতীয় পুত্রকেও পাপী মনুষ্যদের

(১) ১ যো ৪; ৯। (২) রো ৮; ৩২। (৩) রো ৫; ৮। (৪) যো ১৫; ১৩।
(৫) ইফ ৫; ২। (৬) ইফ ৩; ১৯। (৭) যো ১৩; ১।

প্রতিনিধিরূপে এত দুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছিলেন, ইহাতে জানা যায় যে, তিনি যৎপরোনাস্তি পবিত্র ও পাপঘৃণাকারী। যীশু আপনার দুঃখভোগ ও মরণ বিষয়ে স্বয়ং কহিয়াছিলেন, "এই রূপ ঘটনা আবশ্যক।"[১] তিনি আপন স্বর্গীয় পিতার কাছে একাগ্রমনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন সেই তিক্ত পানপাত্র তাঁহার নিকটহইতে দূরে যায়,[২] তথাপি ঈশ্বর তাহা দূর করেন নাই। বাস্তবিক খ্রীষ্টের দুঃখভোগ "ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞানানুসারেই"[৩] ঘটিয়াছিল। "তাঁহাকে চূর্ণ ও যাতনাগ্রস্ত করিতে সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল।"[৪] তিনি পাপীদের জামিন বলিয়া তাঁহার চরম যন্ত্রণাকালে পিতা ঈশ্বর তাঁহাহইতে আপনার প্রসন্ন মুখ লুক্কায়িত করিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি আর্ত্তস্বর পূর্ব্বক কহিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কি জন্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?"[৫] তাঁহার একজাত প্রিয়তম পুত্র যখন পাপীগণের প্রতিনিধি হইলেন, তখন তাঁহাকেও এত অচিন্ত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ঈশ্বরের অসীম পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশমান হয়।

৩। প্রভু যীশু পাপীদের প্রতিনিধিস্বরূপেই প্রাণত্যাগ করিলেন; নতুবা তিনি কখন মরিতেন না। মৃত্যু তো পাপের দণ্ড, তবে যিনি নিষ্পাপ, তিনি কেন মরিয়াছিলেন? আর যত মনুষ্য ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সকলেই পাপী, এবং পাপপ্রযুক্ত সকলেই মরণের যোগ্য। কিন্তু যে একমাত্র মনুষ্য কখনও পাপ করেন নাই, তিনিই অন্য সকল মনুষ্য অপেক্ষা ভয়ানক দুঃখ ভোগ করিলেন। অধিকন্তু তিনি কেবল এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য তাহা নয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের একজাত পুত্র, তথাপি এমত যাতনাগ্রস্ত হইলেন। আজন্মকালাবধি ঈশ্বরের অভিমত সম্পূর্ণরূপে সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অকথ্য যন্ত্রণাকালে দয়ালু পিতা ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ঈশ্বরভক্ত মনুষ্যেরা পাপবিরহিত নহেন, তাঁহাদেরও দোষ অপরাধ আছে, তথাপি কোন প্রকার সঙ্কট হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের সহায় ও সান্ত্বনাকারী হন, কিন্তু নিষ্পাপ যীশুর যন্ত্রণাকালে ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কারণ কি? কারণ এই, "তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি

(১) মথি ২৬; ৫৪। (২) মথি ২৬; ৩৬-৩৯। (৩) প্রে ২; ২৩।
(৪) যিশ ৫৩; ১০। (৫) মথি ২৭; ৪৬।

তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলদ্বারা আমাদের আ-রোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন ২ পথের দিগে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।"[১] যীশু পাপীদের প্রতিনিধি, ইহা তাঁহার মরণদ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

৪। যীশু পরিত্রাণ করণে সক্ষম। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রতি-নিধিরূপে মরিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, তাঁহার কৃত এমন মহৎ প্রায়শ্চিত্ত কোন ক্রমে ব্যর্থ হইতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুতে যদি এতাদৃশ শুভ ফলোৎপত্তির উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে তিনি কখনই মরিতেন না। যদি তাঁহার মৃত্যুতে প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইবে না জানিতেন, তিনি কখন অবতীর্ণ হইতেন না, এবং পিতা ঈশ্বর তাঁহাকে কোন ক্রমে পাঠাইতেন না। "তিনি আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন,"[২] সন্দেহ নাই। তাঁহার মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া-ছিলেন, "সমাপ্ত হইল।"[৩] ইহার অর্থ এই, তাঁহার পরিত্রাণসাধক কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। যাহা করিবার জন্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সমাপন করিলেন, আর সেই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছিল জানিয়া তিনি "সমাপ্ত হইল" বলিয়া "মস্তক নমন পূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।" যখন তিনি ক্রুশে আলম্বিত ছিলেন, তখন সেই আত্যন্তিক যাতনা ও ক্লেশভোগ করিতে করিতেও অনুতাপী দস্যুকে নিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন তিনি মৃত্যু জয় করিয়া স্বর্গারোহণ ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন, তবে তিনি এক্ষণেও কি পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, সর্ব্বথা সমর্থ। যীশুর মৃত্যু ধ্যান করিলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে তিনি "পরিত্রাণ করণে সমর্থ।"[৪]

৫। পাপ অতিশয় ঘৃণার্হ। মনুষ্যজাতি এমত পাপিষ্ঠ যে দয়ার সাগর ঈশ্বর আপনি মনুষ্যদের পরিত্রাণ সাধনার্থে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেও তাহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া বরং বধ পর্য্যন্ত করিল। যীশু প্রকৃত "ধর্ম্মাবতার," কিন্তু মনুষ্যেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিল, "উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও।"[৫] তিনি যাহাদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে বধ করিল। ইহাতে পাপের আতিশয্য ও ভীষণ মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায়।

---

(১) যিশ ৫৩; ৫, ৬। (২) যিশ ৫৩; ১১। (৩) যো ১৯; ৩০।
(৪) যিশ ৬৩; ১। (৫) লূক ২৩; ২১।

আবার যীশুর ক্রুশ পাপের ঘৃণার্হতার আর একটী প্রমাণ। ফলতঃ পাপ এমত ভয়ানক ব্যাপার যে, স্বর্গহইতে অবতীর্ণ যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ব্যতিরেকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিল না। অনেকে পাপকে লঘুতর বিষয় জ্ঞান করে, কিন্তু বিবেচনা করিতে হয় যে ঈশ্বরের পুত্র যখন মনুষ্যের পাপভার লইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও এত অকথ্য দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। আহা! পাপ কেমন ভয়ানক, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেমন ঘৃণার্হ! এক অপরাধের জন্য যখন মনুষ্যজাতি এদন উদ্যানহইতে বহিষ্কৃত ও সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের অধীন হইল, তখন পাপের অপার দুষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন পুরাতন জগৎ জলপ্লাবনদ্বারা, এবং সদোম ও ঘমোরা আকাশীয় অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হয়, তখনও পাপের ভয়ানকতা প্রত্যক্ষীভূত হইল। বিশেষতঃ নরকাগ্নিতে পাপের ভীষণতা আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদের পাপপ্রযুক্ত ক্রুশীয় অপমান ও যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, তখন পাপের ঘৃণার্হতা ও ভয়ানকতা সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইল।

৬। যাহারা যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিবে। "এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাইব?" [১] "সতেজ বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করা যায়, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে?" [২] নিষ্কলঙ্ক যীশু পাপীদের পরিবর্ত্তে পাপভার বহন কালে যদি এমন যাতনা ভোগ করিলেন, তবে যাহারা স্বভাবতঃ পাপী, তাহারা যখন স্ব স্ব পাপের প্রতিফল পাইবে, তখন সেই প্রতিফল কেমন ভয়ানক হইবে! ঈশ্বরের ক্রোধানল সতেজ বৃক্ষস্বরূপ যীশুকেও দগ্ধ করিয়াছিল, তবে পাপ-শুষ্কবৃক্ষস্বরূপ মনুষ্যদিগেতে সেই অগ্নি লাগিলে তাহাদের কি প্রকার গতি হইবে? যাহারা প্রভু যীশুকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা স্ব স্ব কৃত অন্য সমস্ত পাপের উপরে আবার "ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত" [৩] করণরূপ চূড়ান্ত পাপ সঞ্চয় করে। পাপের উপরে পাপকারী এমত লোকেরা "কত গুণে অধিক ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য না হইবে।"

৭। পরন্তু যাহারা প্রকৃতরূপে যীশুতে বিশ্বাস করে, তাঁহার মরণ-দ্বারা তাহাদের পরিত্রাণ দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। "সমাপ্ত হইল"— যীশু তাহাদের পাপভার বহন করিয়াছেন। মহাপ্রায়শ্চিত্ত সাধিত

(১) ইব্র ২; ৩। (২) লূক ২৩; ৩১। (৩) ইব্র ১০; ২৯।

হইয়াছে। যিনি আপন পুত্রকে আমাদের জন্য সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি পরিত্রাণার্থ সমস্তই যোগাইয়া দিবেন। "যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক অবাধে তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।" "নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলের নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না?" [১] "যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্যদ্বারা নিত্য কালার্থে সিদ্ধ করিয়াছেন।" [২]

---

## নং ১৪।

# যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান।

### "খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন।"

### ১ করি ১৫; ২০।

প্রেরিতেরা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে অতীব মনোযোগার্হ দুই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেন। প্রথম এই যে তিনি মরিলেন; দ্বিতীয়, তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিলেন। দুইটী বিষয়ই সমতুল্যরূপে গুরুতর। যদি তিনি না মরিতেন, তাঁহার দ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত না; যদি তিনি না উঠিতেন, তিনি নিজে মৃত্যুদ্বারা পরাভূত বলিয়া আমাদিগকে মৃত্যু ও পাপহইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন না। অতএব খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অতিশয় গুরুতর বিষয় জানিয়া "প্রেরিতেরা মহাক্ষমতাতে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিত।" [৩] এই সাক্ষ্য প্রযুক্ত সদ্দূকি প্রভৃতি শত্রুবর্গ তাঁহাদিগকে তাড়না করিত, [৪] তথাপি তাঁহারা প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করত সেই সাক্ষ্যদানে অধ্যবসায়ী থাকিতেন। যীশুর পুনরুত্থানের শিক্ষা যার পর নাই গুরুতর। পৌল কহেন, "খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত নন, তাহা হইলে সুতরাং আমাদের ঘোষণাও বৃথা, তোমাদের

---

(১) রো ৫; ১০। ৮; ৩২। (২) ইব্র ১০; ১৪।
(৩) প্রে ৪; ৩৩। (৪) প্রে ৪; ১, ২।

বিশ্বাসও বৃথা।" "তাহা হইলে এখনও তোমরা আপন২ পাপে মগ্ন রহিয়াছ।"[১] আমরা প্রথমে যীশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ দিব, পরে তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা আলোচনা করিব।

১। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ।

(ক)। খ্রীষ্ট যে উঠিবেন, ইহা সম্ভব ছিল। খ্রীষ্ট কে? তিনি ঈশ্বরের পুত্র, মনুষ্যদিগকে বাঁচাইবার নিমিত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং এমন মহান্ ব্যক্তি যে মৃত্যুদ্বারা পরাভূত হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহার জীবনকালে তিনি অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন, এমন কি, তিন জন মৃত ব্যক্তিকেও পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্য তিনি নিজ ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা সাধন করিয়াছিলেন। তবে যিনি তিন জন মৃত পাপী ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই নিষ্পাপ ত্রাণকর্ত্তা আপনি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? যীশু স্বয়ং বার২ আপন শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন যে, তিনি মরিবেন এবং তৃতীয় দিনে কবরহইতে উঠিবেন। "সেই সময়াবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্ট কহিতে লাগিলেন, আমাকে যিরূশালেমে যাইতে এবং প্রাচীনবর্গের ও প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের নিকট অনেক২ দুঃখ ভোগ করিতে এবং হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিনে উত্থান করিতে হইবে।"[২] অতএব তাঁহার পুনরুত্থান সম্ভব ছিল।

(খ)। যীশুর পুনরুত্থানের পক্ষে অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা, যাকোবের [মাতা] মরিয়ম ও আর২ সঙ্গি স্ত্রীলোক,[৩] শিমোন পিতর,[৪] ইম্মায়ূ নগরে গমনকারী শিষ্যদ্বয়,[৫] থোমা ভিন্ন প্রেরিতগণ,[৬] থোমা সুদ্ধ প্রেরিতগণ,[৭] তিবিরিয়া সমুদ্রের তীরে প্রেরিতেরা,[৮] যাকোব,[৯] ভিন্ন২ সময়ে ইহাঁরা সকলে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। এমন কি, পৌল বলেন, এক সময়ে প্রভু যীশু "একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দর্শন দিলেন," আর পৌল আপনিও স্বর্গারূঢ় যীশুর দর্শন প্রাপ্ত হন।[০] এই প্রকারে শত২ লোক পুনরুত্থাপিত যীশুকে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সাক্ষ্যে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছি

(১) ১ করি ১৫; ১৪, ১৭। (২) মথি ১৬; ২১। (৩) লূক ২৪; ১০। (৪) লূক ২৪; ৩৪। (৫) লূক ২৪; ১৩-৩১। (৬) যো ২০; ১৯,২৪। (৭) যো ২০; ২৬। (৮) যো ২১; ১। (৯) ১ করি ১৫; ৭। (০) ১ করি ১৫; ৬,৭।

যে, "সত্য বটে, প্রভু উঠিয়াছেন।" [১] ইহাতে কেহ বলিলে বলিতে পারেন, কি জানি, প্রেরিতেরা আশু-বিশ্বাসী লোক ছিলেন, তজ্জন্যই প্রবঞ্চিত হইয়া বোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয়তম প্রভু উঠিয়াছেন। কিন্তু প্রেরিতেরা আশু-বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না, বরং তাঁহারা "অবোধ ও বিশ্বাস করণে মন্দমতি" [২] ছিলেন। যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ শুনিয়াও তাঁহারা তাহা "গল্পতুল্য" বোধ করিয়া প্রত্যয় করিলেন না। [৩] এই জন্য "তিনি তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং যাহারা তাঁহাকে পুনরুত্থিত দেখিয়াছিল, তাহাদের কথাতে তাহারা প্রত্যয় করে নাই, এ-হেতুক তাহাদের অবিশ্বাস ও মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।" [৪] তথাপি যাঁহারা প্রথমে অতিশয় সন্দিহান ও অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা পরে এই বিষয়ে এমত দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেন যে, মরণপর্য্যন্ত যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিতে ক্ষান্ত হন নাই। যীশু অনেক "প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা তাহাদের নিকট আপনাকে জীবিত দেখাইয়াছিলেন," [৫] ইহাতেই তাঁহাদের অবিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল; এমন কি, বিশ্বাসে মন্দমতি থোমাও অবশেষে "হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর" [৬] বলিয়া নিজ বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতে বাধিত হইলেন। প্রেরিতেরা যাবজ্জীবন এই বিষয়ে স্থির-বিশ্বাস হইয়া থাকিলেন, এবং অবশেষে আপনাদের রক্তপাত-দ্বারা আপনাদের প্রচারিত বাক্য মুদ্রাঙ্কিত করিলেন।

(গ)। স্বর্গীয় দূতগণও যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। "আর দেখ, মহাভূমিকম্প হইল, কেননা প্রভুর দূত স্বর্গহইতে নামিয়া তথায় আসিয়া দ্বারহইতে ঐ প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিলেন। তাঁহার আভা বিদ্যুতের সদৃশ, এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তাঁহার ভয়েতে প্রহরিবর্গ কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল। সেই দূত ঐ স্ত্রীদিগকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কেননা আমি জানি, তোমরা ক্রুশারোপিত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। তিনি এ স্থানে নাই; বস্তুতঃ যেমন কহিয়াছিলেন, তেমনি উত্থান করিলেন। আইস, প্রভু যে স্থানে শয়ান ছিলেন, তাহা দর্শন কর; আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কহ, তিনি মৃতদের মধ্যহইতে উঠিলেন।" [৭] স্বর্গীয় দূতগণ যেমন রাখালদিগকে প্রভুর জন্মের

(১) লূক ২৪; ৩৪। (২) লূক ২৪; ২৫। (৩) লূক ২৪; ১১।
(৪) মা ১৬; ১৪। (৫) প্রে ১; ৩। (৬) যো ২০; ২৮। (৭) মথি ২৮; ২-৭।

সংবাদ দিয়াছিলেন, তেমনি স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহার পুনরুত্থানের সংবাদও দিলেন।

এই প্রকারে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য বিষয়। পূর্ব্বকালে হনোক ও এলিয় সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কখন মরেন নাই। লাসার প্রভৃতি কোন ২ ধার্ম্মিক লোক পুনরুত্থাপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহারা পূর্ব্বমত সামান্য জীবন বিশিষ্ট হইয়া কালক্রমে আর বার মরিলেন। পরন্তু "মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখন মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই।" তিনি কহেন, [১] "আমি জীবনময়, তথাপি মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ আমি জীবিত আছি।" [২] ইহাতে দেখা যায়, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অনুপম ব্যাপার, তাহার সদৃশ আর কোন ঘটনা কখন হয় নাই।

২। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় শিক্ষা।

(ক)। প্রথম শিক্ষা এই, "তিনি মৃত্যুকে নিস্তেজ করিয়াছেন।" [৩] মৃত্যু সকল মনুষ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছে, "মৃত্যু যাবতীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্যাপিল।" [৪] কিন্তু যীশু যখন কবরহইতে উঠিলেন, তখন মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব একেবারে ভগ্ন হইল। যীশু আমাদের ন্যায় এক জন মনুষ্য, তথাপি তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আশ্বাস জন্মে, যে তাঁহার সহিত আমরাও মরণকে জয় করিব। সত্য, যীশু নিষ্পাপ মনুষ্য এবং ঈশ্বরের তনয় ছিলেন, তথাপি তিনি আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়াই মৃত্যু ভোগ ও মৃত্যুকে জয়ও করেন; সুতরাং যীশুর পুনরুত্থানদ্বারা "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।"[৫] তাঁহার পুনরুত্থান তাঁহার আশ্রিতমাত্রেরই ভাবী পুনরুত্থানের বায়না-স্বরূপ। "এখন খ্রীষ্ট নিদ্রাগত লোকদের অগ্রিমাংশ হইয়া মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন।" "প্রত্যেক জন আপন ২ শ্রেণীতে, খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে।" "হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পাতাল, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।" [৬]

(১) রো ৬; ৯। (২) প্র ১; ১৮। (৩) ২তী ১; ১০। (৪) রো ৫; ১২।
(৫) ১ করি ১৫; ৫৪। (৬) ১ করি ১৫; ২০; ২৩, ৫৫,৫৭।

(খ)। যীশু ঈশ্বরের পুত্র বটেন। ফলতঃ "তিনি মৃতগণের পুনরুত্থানদ্বারা সপ্রভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন।"[১] তাঁহার মরণের পূর্ব্বে তিনি আপনাকে "ঈশ্বরের পুত্র" বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। যিহূদিরা বলিত যে, এই প্রকার কথা ঈশ্বরনিন্দা-স্বরূপ, আর এই নিমিত্তে তাহারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। "যিহূদিগণ উত্তর করিল, আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক, যেহেতুক সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া বলিয়াছে।"[২] যদি যীশু বাস্তবিক ঈশ্বরের পুত্র না হইতেন, তবে যিহূদিদের ঐ কথা যুক্তিসিদ্ধ হইত, কেননা কোন সামান্য ব্যক্তি যদি আপনাকে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র বলে, তবে সে ঈশ্বরনিন্দক বলিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁহাকে কবরহইতে উত্থাপন করিলেন, তখন প্রকাশ্যরূপে সাক্ষ্য দিলেন যে, যীশু সত্যই তাঁহার প্রিয় পুত্র।

(গ)। যীশুর সাধিত প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রভু যীশু মনুষ্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপে মরিয়াছিলেন, তিনি "জগতের পাপভার লইয়াছিলেন," তজ্জন্যই তাঁহার মরণ আবশ্যক হইয়াছিল। মরণ পাপের প্রকৃত ফল। যখন যীশু মরিলেন, তখন জানা গেল যে, সত্যই, তিনি পাপের দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কবরহইতে উঠিলেন, তখন জানা গেল যে তিনি পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, নতুবা তিনি মৃত অবস্থাতে থাকিতেন, মৃত্যুকে কখন জয় করিতে পারিতেন না। যীশু আমাদের জামিন হইয়া আমাদের পাপরূপ ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন; এবং ঈশ্বর তাঁহার পুনরুত্থাপনদ্বারা সেই ঋণশোধের এক প্রকার রসিদ দিলেন। যীশু আমাদের অপরাধ প্রযুক্ত মরণরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন; ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কারাগারহইতে মুক্ত করাতে সাক্ষ্য দিলেন যে, আমি তাঁহার সাধিত প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিয়াছি। এই জন্য পৌল কহেন, যীশু "আমাদের ধার্ম্মিকতালাভের নিমিত্তে উত্থাপিত হইয়াছেন।"[৩] ফলতঃ তিনি যে আমাদিগকে ধার্ম্মিকতা প্রদান করিতে পারেন, ইহা তাঁহার পুনরুত্থানদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

(ঘ)। যীশুর পুনরুত্থান আমাদের পারমার্থিক পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত। আমরা স্বভাবতঃ পাপের উদ্দেশে জীবিত এবং ঈশ্বরের

---

(১) রো ১; ৪। (২) যো ১৯; ৭।
(৩) রো ৪; ২৪।

উদ্দেশে মৃত; কিন্তু যীশুতে বিশ্বাস-সম্বন্ধ প্রযুক্ত বিশ্বাসীরা তাঁহার ন্যায় পাপের উদ্দেশে মৃত এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে পুনর্জীবিত হয়।

"কেননা যদি আমরা তাঁহার মৃত্যুর অনুকৃতিতে একীভূত হইয়াছি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের অনুকৃতিতেও হইব। আমরা তো ইহা জানি যে পাপের দাস যেন আর না থাকি, এই জন্যে পাপাধীন দেহের বিনাশার্থে আমাদের পুরাতন পুরুষ তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে। কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপহইতে [মুক্ত হইয়া] ধার্ম্মিকীকৃত হইল। আর আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি, তাহা হইলে বিশ্বাস করিতেছি, যে তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও হইব। এবং আমরা জানি, মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখন মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই। ফলতঃ তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি পাপের সম্বন্ধে একেবারে মরিয়াছেন; এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন। তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে পাপের সম্বন্ধে মৃত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর।"[১]

---

## নং ১৫।

# প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ।

### প্রভু স্বর্গে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।

### মার্ক ১৬; ১৯।

যীশুর পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে তাঁহার পৃথিবীস্থ কার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র তিনি পুনর্ব্বার স্বস্থানে, অর্থাৎ স্বর্গীয় সুখধামে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার এই স্বর্গযাত্রার বিষয়ে দায়ূদ গীতসংহিতায় এই রূপ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন,—"হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তুল; হে চিরন্তন কপাট সকল, উত্থিত হও; তাহাতে প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন। সেই প্রতাপের রাজা কে?

---

(১) রো ৬; ৫-১১।

পরাক্রমী ও বীর সদাপ্রভু, যুদ্ধবীর সদাপ্রভু।" "তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলা, বন্দিগণকে বন্দি করিলা, মনুষ্যদের মধ্যে দান গ্রহণ করিলা; হাঁ, অবাধ্যদিগকেও গ্রহণ করিলা, [এই রূপে] যেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিবাস লাভ হয়।"[১] যীশু স্বয়ং আপন মরণের পূর্ব্বে, এবং পুনরুত্থানের পরে এই স্বর্গারোহণ বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক দিন শিষ্যদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গে যীশু কহিলেন, "আমি আর অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তার নিকট যাইব।"[২] নিজ উত্থানের পর তিনি রোরুদ্যমানা মগ্দলিনীকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ধরিও না, কেননা এখনও আমি পিতার নিকট ঊর্দ্ধগমন করি নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকট আমি ঊর্দ্ধগমন করি।"[৩] লূক তাঁহার স্বর্গারোহণের এই বৃত্তান্ত লিখেন—"পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত বাহিরে লইয়া গিয়া আপন হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিতে২ তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া স্বর্গে নীত হইলেন।"[৪] "তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং একটা মেঘ আসিয়া তাহাদের দৃষ্টিপথহইতে তাঁহাকে হরণ করিল। তাহারা আকাশের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে তিনি গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপ স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।"[৫]

প্রভু যীশুর স্বর্গীয় মহিমা ধ্যান করিলে আমরা এই শিক্ষা পাই।

১। তিনি এখন স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট।[৬] "দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইলেও, তিনি ঈশ্বরের প্রভাব প্রযুক্ত জীবিত আছেন।"[৭] যিনি পৃথিবীতে মনুষ্যদের ত্যাজ্য ও অবজ্ঞাত[৮] ছিলেন, তিনি এখন স্বর্গীয় দূতগণের সমস্ত বাহিনীর এবং পিতা ঈশ্বরেরও যৎপরোনাস্তি আদরের পাত্র হইয়াছেন। যিনি কন্টকের মুকুট পরিধান করিয়াছিলেন, এখন

(১) গী ২৪; ৭, ৮। ৬৮; ১৮। (২) যো ৭; ৩৩। (৩) যো ২০; ১৭।
(৪) লূ ২৪; ৫০, ৫১। (৫) প্রে ১; ৯, ১১। (৬) মথি ২৮; ১৮।
(৭) ২ করি ১৩; ৪। (৮) যিশ ৫৩; ৩।

তাঁহার “মস্তক অনেক কিরীটে ভূষিত,” এবং তাঁহার নাম “রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।”[১] পীলাতের বিচারাসনে যাঁহার প্রাণদণ্ড স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তিনি এখন বিশ্ববিচারকর্তৃরূপে স্বর্গীয় সিংহাসনে আসীন আছেন। ইহা ধ্যান করিলে কোন্ ঈশ্বরভক্তের মন আনন্দিত না হইবে? আমাদের প্রিয়তম ত্রাণকর্ত্তা ও রাজা অনেক দুঃখ ও অপমান ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সমস্ত অনাদর ও যন্ত্রণা একেবারে অনন্তকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে যুগে ২ পরাক্রম ও মহিমা কেবল তাঁহারই স্বত্ব। ভাববাদিগণ “খ্রীষ্টের দুঃখভোগ” এবং “তদনুবর্ত্তী প্রতাপের”[২] কথা কহিয়াছিলেন; ধন্য ঈশ্বর, তাঁহার সেই সমস্ত “দুঃখভোগ” সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় প্রতাপ অনন্তকাল থাকিবে। এই বিষয় ধ্যান করিয়া আমরা তাঁহার জন্যে উল্লাসিত হই, কারণ তিনি আমাদের প্রিয়তম প্রভু; তাঁহার উন্নতিতে আমাদের অন্তঃকরণ আনন্দরসে প্রফুল্ল হয়। আবার আপনাদের জন্যেও আমরা হৃষ্টচিত্ত হই, কেননা যীশু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার উন্নতি আমাদের উন্নতির বায়নাস্বরূপ। তিনি কহিয়াছিলেন, “আমি জীবিত আছি, এই জন্যে তোমরাও জীবিত হইবা।”[৩] তিনি সমস্ত কর্তৃত্ববিশিষ্ট, এই জন্যে আমাদের পরিত্রাণসাধনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। শয়তান আমাদিগকে নষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত হয় বটে, কিন্তু আমাদের রক্ষাকর্ত্তার পরাক্রম অসীম, সুতরাং শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে কি করিতে পারে? তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে, সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে অনেকে আমাদের শত্রু হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দুষ্ট মনুষ্যেরা আমাদের বিপক্ষে উঠিয়া কি করিতে পারে? কারণ আমাদের সপক্ষ যিনি, তিনি সমস্ত কর্তৃত্ববিশিষ্ট, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। অনন্ত জীবন এবং স্বর্গীয় আধিপত্য বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা সাহসী ও উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া খ্রীষ্টাশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতঃ, তুমি কি নানা প্রকার ক্লেশে ক্লিষ্ট ও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাড়িত হইতেছ? মস্তক উত্তোলন কর, স্থিরচিত্ত হও, ভয় করিও না, যীশু তোমার সপক্ষ, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা তোমার প্রতি অবলোকন করে, তাঁহার শক্তি অসীম, তোমার কোন অমঙ্গল কদাপি কোন ক্রমে ঘটিতে পারিবে না।

২। যীশুর স্বর্গারোহণের একটী বিশেষ শুভ ফল এই যে, তিনি

(১) প্র ১৯; ১২, ১৬। (২) ১ পি ১; ১১। (৩) যো ১৪; ১৯।

স্বর্গে উপস্থিত হইয়া আপন লোকদের উপরে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করিয়াছেন। এই বিষয় তিনি আপনার মরণের পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন,—"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার, যেহেতুক আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"[১] যীশুর এই প্রতিজ্ঞা পঞ্চাশত্তমীর দিনে সফল হইল। বস্তুতঃ সেই দিনে পিতর কহিলেন, "তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তদ্বারা উচ্চীকৃত হইয়া পিতার নিকটে পবিত্র আত্মা বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হওয়াতে, সম্প্রতি তোমরা যাহা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা সেচন করিলেন।"[২] আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা প্রভু যীশুর প্রতিনিধিস্বরূপ। শিষ্যদের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবার সময়ে যীশু যেমন তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উপকার করিতেন, তেমনি এখন তাঁহার স্বর্গবাসকালে পবিত্র আত্মা আমাদের প্রয়োজনমতে সাহায্য করিয়া থাকেন। আহা! পবিত্র আত্মার উপদেশ কেমন ফলদায়ী! তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য কেমন শান্তিজনক! ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহার দত্ত শক্তি কেমন উপকারিণী! তাঁহার সাহায্যে দুর্ব্বলতম শিষ্যও নরকরাজ শয়তানকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার দত্ত আলোকদ্বারা পাপতিমিরাচ্ছন্ন আত্মা ঈশ্বরীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়। তাঁহার প্রবোধে অতীব দুঃখের সময়েও দুর্ব্বল ও ক্লিষ্ট শিষ্য স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। ভাল, সেই সর্ব্বোপকারী আত্মা যীশুর উন্নতির একটী প্রধান ফল। তিনি পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে আত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যোহন কহেন, "পর্ব্বের শেষ দিবসে অর্থাৎ প্রধান দিবসে যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।"[৩] যীশুর স্বর্গারোহণদ্বারা আমরা পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হওয়া আমাদের উচিত।

৩। যীশু এখন আপন আশ্রিতদের পরিত্রাণকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। স্বীয় মরণ ও পুনরুত্থানদ্বারা তিনি আদৌ আমাদের পরিত্রাণের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন স্বর্গে থাকিয়া সেই ভিত্তিমূলের উপরে বিশ্বাসীরূপ জীবিত প্রস্তর সকল গ্রথিত করিয়া ঈশ্বরীয়

---

(১) যো ১৬; ৭। (২) প্রে ২; ৩৩। (৩) যো ৭; ৩৭।

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন।[১] যদিও তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার চক্ষু নিত্য আমাদের প্রতি উন্মীলিত রহিয়াছে। "তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখ, ইস্রায়েলের রক্ষক ঢুলিয়া পড়েন না ও নিদ্রা যান না। সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক, সদাপ্রভুই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়াস্বরূপ।"[২] তিনি সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল চেষ্টা করেন। তিনি আপন আত্মাদ্বারা আমাদিগকে পারমার্থিক জীবন দান করেন, এবং সেই জীবন শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেন। তিনি গর্জ্জনকারী সিংহস্বরূপ শয়তানের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন। তাঁহার শক্তি অসীম, এবং আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমও তত্তুল্যরূপে অসীম। ফলতঃ তিনি আমাদের স্বর্গীয় মহাযাজকরূপে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। "ভাল, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এমন মহান্ ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন, ইহা জানিয়া আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি। কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, অথচ বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে সময়োপযুক্ত উপকারার্থে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও অনুগ্রহ মিলিবে।"[৩] যীশুর সহানুভূতি আমাদের অমূল্য রত্নস্বরূপ। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি স্বর্গে থাকিয়া প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিত্রাণ সম্পাদন করেন। অধিকন্তু তিনি আমাদের নিমিত্তে পিতা ঈশ্বরের কাছে সাধ্যসাধনাও করিয়া থাকেন। "কেননা প্রকৃতের প্রতিরূপমাত্র যে হস্তকৃত পবিত্র স্থান, খ্রীষ্ট তাহাতে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে প্রকৃত স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন।"[৪] "সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।"[৫] "কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিলেন, বরঞ্চ পুনরুত্থাপিতও হইলেন; আর

---

(১) ইফ ২; ২০-২২। ১ পি ২; ৫। (২) গীত ১২১; ৩-৫।
(৩) ইব্র ৪; ১৪-১৬। (৪) ইব্র ৯; ২৪। (৫) ইব্র ৭; ২৫।

তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে অনুরোধও করিতেছেন।”[১] দুঃখের সময়ে আমরা খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করিয়া থাকি, যেন তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যে অনবরত আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহা আমরা অনেক বার বিস্মৃত হই। আহা! এ কেমন আনন্দের বিষয় যে, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু যীশু আমাদের নিমিত্তে স্বর্গে সাধ্যসাধনা করিতেছেন।

৪। যীশুর স্বর্গীয় উন্নতি আমাদের ভবিষ্যৎ স্বর্গীয় উন্নতির বায়নাস্বরূপ। তিনি আমাদের “অগ্রগামী” হইয়া স্বর্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।[২] স্বীয় মৃত্যুভোগের পূর্ব্বে তিনি কহিয়াছিলেন, “আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা তোমাদিগকে জানাইতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।”[৩] “কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে; যে আমার পরিচর্য্যা করে, আমার পিতা তাহার সম্মান করিবেন।”[৪] খ্রীষ্টের সহিত আমরা মৃত ও কবরপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু আবার তাঁহার সহিত আমরা পুনর্জীবিত, পুনরুত্থাপিত ও স্বর্গারূঢ়ও হইয়াছি। ঈশ্বর “আমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। এবং খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়া তাঁহার সহিত আমাদিগকে উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে উপবিষ্ট করিলেন।”[৫]

অতএব, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ, সাহসবান্ হও। তোমাদের প্রিয় প্রভু স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্তৃত্ববিশিষ্ট আছেন। তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ত্রাণ করিবেন। তিনি তোমাদের উপরে আপন আত্মাকে বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদের নিমিত্তে নিত্য ২ প্রার্থনা করেন। তিনি নিঃসন্দেহে তোমাদিগকে উপযুক্ত সময়ে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবেন, এবং তোমরা “সতত প্রভুর সঙ্গে”[৬] থাকিবা।

---

(১) রোম ৮; ৩৪। (২) ইব্র ৬; ২০। (৩) যো ১৪; ২।
(৪) যো ১২; ২৬। (৫) ইফ ২; ৫, ।(৬) ১ থিষ ৪; ১৭।

নং ১৩।

# যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরীয় মহিমা।

## "যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর—যুগে যুগে ধন্য।"
রো ৯; ৫।

ধর্ম্মশাস্ত্রে খ্রীষ্টীয় সুসংবাদ, "ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি খ্রীষ্টের তেজঃপ্রকাশক সুসমাচার" [১] বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাক্য, তাঁহার জন্ম, পরীক্ষা, আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ঈশ্বরীয় শিক্ষা, নির্ম্মল চরিত্র, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে,—এই যে খ্রীষ্টকে আমরা প্রচার করিয়া থাকি, ইনি কে? বাইবেলের উত্তর এই, ইনি ঈশ্বর।

১। ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাকে যে সমস্ত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ হয়। শাস্ত্রের অনেক স্থলে তিনি ঈশ্বরের "একজাত পুত্র" [২] নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমরা যে ভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া অভিহিত হই, যীশু সে ভাবে ঈশ্বরের পুত্র নহেন। শাস্ত্রানুসারে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দত্তক পুত্র, কিন্তু তিনি প্রকৃতিতে ঈশ্বরের পুত্র। পুত্র পিতার সহিত এক স্বভাবসম্পন্ন। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র। তিনি ঈশ্বরের সহিত এক স্বভাবসম্পন্ন, সুতরাং তিনি ঈশ্বর। তিনি "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি," "তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব এবং তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক।" [৩] মুদ্রাঙ্ক যাদৃশ মুদ্রার স্বরূপবিশিষ্ট, তদ্রূপ তিনি পিতার স্বরূপবিশিষ্ট।

খ্রীষ্ট 'ইম্মানুয়েল' নামে উক্ত হইয়াছেন, ইম্মানুয়েল শব্দের তাৎপর্য্য "আমাদের সহিত ঈশ্বর।" [৪] ইহা ভিন্ন আরও অনেক স্থলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা গিয়াছে। যিশায়াহ ভাববাদী বলিয়াছিলেন,—"আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বিক্রমশালী ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ, তাঁহার এই নাম হইল।" [৫] খ্রীষ্ট নিজেও বলিয়াছেন, "আমি এবং পিতা একই আছি।" [৬] প্রেরিত পৌল তাঁহাকে "সর্ব্বোপরিস্থ

(১) ২ ক ৪; ৪। (২) যো ৩; ১৬ ইত্যা। (৩) কল ১; ১৫। ইব্র ১; ৩
(৪) ম ১; ২৩। (৫) যিশ ৯; ৬। (৬) যো ১০; ৩০।

ঈশ্বর, যুগে ২ ধন্য,”[১] এই আখ্যায় আখ্যাত করত অন্যত্র কহেন, “ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে।”[২] প্রেরিত যোহন স্বলিখিত সুসমাচার পুস্তকখানির আরম্ভেই ‘বাক্য’ নামে তাঁহার উল্লেখ করত কহেন, “সেই বাক্য ঈশ্বর ছিলেন,” পুনশ্চ আপনার পত্রমধ্যে বলেন, “তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন।”[৩]

২। শাস্ত্রে দেখা যায়, যীশু ঈশ্বরীয় গুণান্বিত, সুতরাং ইহাতেও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

ঈশ্বর “আদি এবং অন্ত,” খ্রীষ্টও বলেন, “আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, প্রথম ও শেষ।”[৪]

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, খ্রীষ্টও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্র আপন লোকদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি বলেন, “যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।” পুনশ্চ স্বর্গারোহণ কালে আপন শিষ্যদিগকে বলেন, “যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।”[৫]

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, খ্রীষ্টও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি বলেন, “স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।”[৬]

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই “অন্তঃকরণের অনুসন্ধান ও মর্ম্মের পরীক্ষাকারী;”[৭] যীশু আপনার বিষয়ে কহেন, “আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী।”[৮] প্রেরিতেরাও স্বীকার করিয়াছিলেন, “আমরা জানি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ।”[৯]

ঈশ্বর নির্ব্বিকার, খ্রীষ্টও নির্ব্বিকার। “পুত্রের উদ্দেশে ঈশ্বর কহেন, হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন যুগানুক্রমের অনন্তকালস্থায়ী।”[০] অন্যত্র যীশুর উদ্দেশেই লিখিত আছে, “হে প্রভো, তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং গগণমণ্ডল তোমার হস্তের রচনা। উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় জড়াইলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি (যে আছ), সেই আছ, এবং তোমার বৎসর কখনও শেষ হইবে না।”[১] “যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও যুগে ২ সেই আছেন।”[২]

৩। যীশুর ঈশ্বরীয় কার্য্যে তাঁহার ঈশ্বরীয় মহিমা প্রত্যক্ষ হয়।

---

(১) রো ৯; ৫। (২) কল ২; ৯। (৩) যো ১; ২। ১ যো ৫; ২০। (৪) যিশ ৪৪; ৬। প্র ১; ১১। (৫) ম ১৮; ২০। ২৮; ২০। (৬) ম ২৮; ১৮। (৭) যির ১৭; ১০। (৮) প্র ২; ২৩। (৯) যো ১৬; ৩০। (০) ইব্র ১; ৮। (১) ইব্র ১; ১০-১২। (২) ইব্র ১৩; ২৮।

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রে যীশুকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা গিয়াছে। "সকল বস্তু তাঁহারই দ্বারা হইল, এবং যাহা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী বস্তুও তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।"[১] "তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে।"[২]

ঈশ্বর বিশ্বমণ্ডলের পালক, ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে, যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত সৃষ্টির পালক। "তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।"[৩] "সেই পুত্র আপন পরাক্রমের বাক্যেতে বিশ্বের ধারণকর্ত্তা।"[৪]

ঈশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিচারকর্ত্তা। যীশুর বাক্যে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের বিচার করিবেন। "বস্তুতঃ পিতাও কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন।"[৫] প্রত্যেক জন দেহ সহকারে উপার্জ্জিত ফল অর্থাৎ আপনার কৃত ভাল কি মন্দ কর্ম্মের অনুরূপ ফল যেন পায়, তন্নিমিত্ত খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে"[৬] "দেখ, তিনি মেঘমণ্ডল সহকারে আসিতেছেন, তাহাতে যাবতীয় চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে, এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় বংশ তাঁহার জন্য বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিবে।"[৭]

ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে না; খ্রীষ্টের পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আছে। "পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে।"[৮] "ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপমোচন দান করণার্থে তাঁহাকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন।"[৯]

৪। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরীয় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রত্যাশা এবং উপাসনার যোগ্যপাত্র।

ঈশ্বর যে আমাদিগের আরাধনা ও শ্রেষ্ঠতম ভক্তির পাত্র, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখা যায়। খ্রীষ্ট নিজ মুখেই বলিয়াছেন, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিও, এবং কেবল তাঁহারই আরাধনা করিও।"[০] ভাল, নূতন নিয়মের সর্ব্বত্র দেখা যায়, প্রভু যীশু সর্ব্বতো-

(১) যো ১; ২। (২) কল ১; ১৬। (৩) কল ১; ১৭। (৪) ইব্র ১; ৩।
(৫) যো ৫; ২২। (৬) ২ ক ৫; ১০। (৭) ১ যো ১; ৭।
(৮) মা ২; ১০। (৯) প্রে ৫; ৩১। (০) ম ৪; ১০।

ভাবে ঈশ্বরীয় ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের পাত্র। প্রভু স্বয়ং ইহা প্রকাশ করেন, এবং প্রেরিতেরাও তাঁহার পক্ষে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।

শিক্ষা।

১। প্রভু যীশুর ঈশ্বরীয় মহিমা ধ্যান করিলে আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি ঈদৃশ মহান্ হইলেও আপনাকে কি পর্য্যন্ত নত করিলেন! "ঈশ্বররূপী থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়া লুট পাইবার উপায় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন; মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, হাঁ, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।"[১] স্বর্গীয় ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন, ইহার তুল্য অবনতি স্বীকার কে কোথায় দেখিয়াছে? আইস আমরা এই বিষয় বিবেচনা করি এবং আশ্চর্য্য মানিয়া তাঁহার প্রশংসা করি।

২। যীশু ঈশ্বর, অতএব আইস আমরা তাঁহার শক্তি ও অনুগ্রহের উপর আস্থা রাখি। স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা, তিনিই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের নিমিত্ত মধ্যস্থালী করিতেছেন এবং আপন শক্তির পরাক্রমে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের ভয় করিবার কোনই কারণ নাই।

---

## নং ১৭।

# পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব।

### 'পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না।" ইফ ৪; ৩০।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বর এক, অনেক নহেন। "হে ইস্রায়েল, শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।"[২] "আমাদের একমাত্র ঈশ্বর আছেন।"[৩] পরন্তু এই ধর্ম্মে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, সেই এক ঈশ্বরে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তি আছেন। আমরা পূর্ব্বে পিতার ও পুত্রের ঈশ্বরত্ব আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে পবিত্র আত্মার মাহাত্ম্য ধ্যান করিব। সেই স্বর্গীয় জ্যোতি ও জ্ঞানের আকর আত্মাই আমাদিগকে এই মহৎ বিষয়ে শিক্ষা

(১) ফিল ২; ৬-৮। (২) দ্বি ৬; ৪। (৩) ১ করি ৮; ৬।

দিউন। এটী মহৎ বিষয়, কেননা শাস্ত্রে বলে যে, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের সমান পূজনীয়; এমন কি, "যে কেহ মনুষ্য-পুত্রের [যীশু খ্রীষ্টের] বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার ক্ষমা হইবে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, ইহলোকে কি পরলোকে তাহার ক্ষমা কখন হইবে না।"[১] ইহা বিবেচনা করিলে পবিত্র আত্মার বিষয় জানা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে।

জগতের সৃষ্টিবিবরণে আমরা প্রথমতঃ আত্মার উল্লেখ দেখিতে পাই। "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে নিলীয়মান ছিলেন।"[২]

এই স্থলে পিতা ও পবিত্র আত্মার নাম উল্লিখিত হইতেছে। অধিকন্তু শাস্ত্রে বলে যে, পুত্র ঈশ্বরও সৃষ্টিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকল বস্তু তাঁহারই দ্বারা হইল, এবং যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী বস্তুও তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।"[৩] সুতরাং সৃষ্টিবিবরণে আমরা ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতঃ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পুরাতন নিয়মের অনেক স্থলে[৪] ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি জগতের পরিত্রাণার্থে মশীহকে পাঠাইবেন, আর তাঁহাকে অসীম পরিমাণে পবিত্র আত্মায় অভিষেক করিবেন, অধিকন্তু তাঁহার আশ্রিত প্রত্যেক মনুষ্যও স্ব২ পরিমাণে সেই অভিষেক প্রাপ্ত হইবে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মকালাবধি সেই সকল প্রতিজ্ঞা সফল হইতে লাগিল। যীশুর জন্মের পূর্ব্বে গাব্রিয়েল মরিয়মকে কহিয়াছিলেন; "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নামিয়া আসিবেন, এবং পরাৎপরের প্রভাব তোমার উপরে ছায়া করিবে, এই কারণ তোমার সেই পবিত্র গর্ব্ভফলের নাম ঈশ্বরের পুত্র হইবে,"[৫] সুতরাং প্রভু যীশুর জন্ম-বৃত্তান্তে ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম—বৃত্তান্তেও ত্রিত্বের উল্লেখ দেখা যায়। "পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গ খোলা হইল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে

(১) মথি ১২; ৩২। (২) আ ১; ১, ২। (৩) যো ১; ১-৩। (৪) যিশ ১১, ১-৩। ৬১; ১-৩। যিহি ৩৬; ২৭ ইত্যাদি। (৫) লূ ১; ৩৫।

কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর দেখ স্বর্গহইতে এই বাণী হইল, যথা, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।'"[১] এই স্থলে পুত্র ঈশ্বর অবগাহিত হইলেন, পিতা ঈশ্বর স্বর্গহইতে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, এবং পবিত্র আত্মা স্বর্গহইতে নামিয়া তাঁহার উপরে অধিষ্ঠান করিলেন।

সেই সময়াবধি প্রভু যীশু "পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত" হইয়া প্রকাশ্যরূপে আপনার কার্য্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে পবিত্র আত্মা তাঁহাকে পরীক্ষিত হইবার জন্য প্রান্তরে আনয়ন করিলেন।[২] তাহার পরে যীশু আত্মার আবির্ভাবে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে২ সুসমাচার প্রচার ও পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়ে তিনি আপনি এই কথা কহেন,—"প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, কেননা তিনি দরিদ্র লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করিতে এবং বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তির ও অন্ধদিগের প্রতি চক্ষুর্দানের কথা প্রচার করিতে ও উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিতে এবং প্রভুর গ্রাহ্য বৎসর ঘোষণা করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"[৩] এই রূপে প্রভু যীশুর জীবনবৃত্তান্তেও আমরা ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি। পিতা ঈশ্বর যীশুকে পাঠাইয়াছিলেন, আত্মা ঈশ্বর যীশুতে অধিষ্ঠান করিতেন, এবং পুত্র ঈশ্বর আপন আদিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতেন। এই প্রকারে যীশু খ্রীষ্ট আত্মার আবির্ভাবে শেষ পর্য্যন্ত আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার মরণকালেও তিনি "অনন্ত আত্মাদ্বারা আপনাকে নির্দ্দোষরূপে ঈশ্বরের নিকট সমর্পন"[৪] করিলেন, এবং সেই "পবিত্রতারূপ আত্মার প্রভাবানুসারে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন।"[৫] সুতরাং জন্মাবধি পুনরুত্থান পর্য্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টে পবিত্র আত্মার কার্য্য পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল।

আপন দুঃখভোগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যীশু শিষ্যদিগকে যে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক বচনই অমূল্য রত্নস্বরূপ; কিন্তু তন্মধ্যে পবিত্র আত্মাবিষয়িণী কথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, কেননা

(১) মথি ৩; ১৬, ১৭। (২) মথি ৪; ১। (৩) লূ ৪; ১৮, ১৯।
(৪) ইব্র ৯; ১৪। (৫) রো ১; ৪।

পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইলে খ্রীষ্ট-শিষ্যদিগের আর কোন প্রকার অভাব থাকে না। এই বিষয়ে প্রভু যীশু কেবল এক বার নয়, দুই তিন বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে বলেন, "আমি পিতার নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে যিনি অনন্তকাল তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন ; ফলতঃ সত্য-স্বরূপ আত্মাকে দিবেন। জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না এবং জানে না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে জান, যেহেতুক তিনি তোমাদের নিকটে বাস করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" "ঐ শান্তিকর্ত্তা অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা২ বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন।"[১] পুনশ্চ কহেন, "আমি পিতার নিকটহইতে সেই শান্তিকর্ত্তাকে, অর্থাৎ পিতার নিকটহইতে নির্গমনকারী সত্য-স্বরূপ আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব, তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"[২] পুনর্ব্বার কহেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমা-দের উপকার, যেহেতুক আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমা-দের নিকট আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" "সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন; ফলতঃ আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা ২ শুনিবেন, তাহাই কহিবেন, এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার, তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"[৩]

এই সকল অমৃতময় বাক্যদ্বারা জানা যায় যে, পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে প্রভু যীশুর প্রতিনিধিস্বরূপে বাস করেন। পৃথিবীতে বাস করিবার সময়ে যীশু যেমন সর্ব্বপ্রকারে শিষ্যদিগের উপকার করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া পবিত্র আত্মা সেই রূপে তাঁহার পরিবর্ত্তে মণ্ডলীর মধ্যে, এমন কি, প্রত্যেক বিশ্বাসীর অন্তঃকরণে নিত্য বাস করত শিক্ষা, সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সত্যস্বরূপ আত্মা,

(১) যোহন ১৪; ১৬, ১৭, ২৬। (২) যোহন ১৫; ২৬। (৩) যোহন ১৬; ৭-১৪।

সুতরাং পারমার্থিক সত্য কি, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত করেন। তিনি শান্তিকর্ত্তা, সুতরাং আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের সময়ে স্বর্গীয় সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি পবিত্র আত্মা, সুতরাং আমাদিগকে উত্তরোত্তর পবিত্র করেন। এই বিষয়ে ইহার পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে প্রভু যীশু আপন শিষ্যদিগকে এই শেষাজ্ঞা প্রদান করেন; "তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে অবগাহিত কর।"[১] আবার পৌল করিন্থীয়দিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহিত হউক। আমেন।"[২] এই দুই স্থলে পবিত্র ত্রিত্বের বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে অবগাহিত হইতে হয়। মূলগ্রন্থ দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, পূর্ব্বোক্ত বচনে নাম শব্দে যীশু বহুবচন ব্যবহার না করিয়া একবচন ব্যবহার করেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা একই ঈশ্বর। আবার পৌলের আশীর্ব্বাদ-বাক্যে ইহাও জানা যায়, যে সেই এক ঈশ্বর,—পিতা পুত্র ও আত্মা,— সর্ব্ব প্রকার পারমার্থিক সদ্‌গুণের একমাত্র আকর। এই ভাবে পৌল অন্য স্থলেও উল্লেখ করেন যে, পবিত্র আত্মা প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানের অন্তরে বাস করেন। "তোমরা ঈশ্বরের প্রাসাদ, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না?"[৩]

আবার তিনি আমাদিগকে বহুবিধ পারমার্থিক বর দান করিয়া থাকেন। "[অনুগ্রহজনিত] বর বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু আত্মা এক; এবং পরিচর্য্যা বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়াসাধক গুণ বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা। পরন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্যে আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। ফলতঃ কাহাকে সেই আত্মাদ্বারা বিজ্ঞতার বাক্য, অন্য কাহাকে বা সেই আত্মানুসারে বিদ্যার বাক্য, অন্য কাহাকে বা সেই আত্মাতে বিশ্বাস, কাহাকে বা সেই এক আত্মাতে আরোগ্য করণের শক্তিরূপ বর, কাহাকে বা প্রভাবের ক্রিয়া-

(১) মথি ২৮; ১৮-২০। (২) ২ করি১৩; ১৪। (৩) ১ করি ৩; ১৬।

সাধক গুণ, কাহাকে বা ভাববাণী, কাহাকে বা আত্মাদিগের [লক্ষণ] নির্ণয় করণের শক্তি, আর কাহাকে বা নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, কাহাকে বা নানা ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দান করা যায়। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে মানস করেন, তাহাকে তাহা দেন।"[১]

এই সমস্ত বচন এবং শাস্ত্রীয় আরও অনেক বচনদ্বারা ঈশ্বরীয় ত্রিত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে; বিশেষতঃ এই সকল বচনে পবিত্র আত্মার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয়। আমরা তাঁহার বিশেষ২ কার্য্য পরে আলোচনা করিব। অদ্য যাহা বিবেচনা করা গেল, তাহাহইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের সমান মাননীয় ও পূজনীয়। অতএব, খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ, আইস, আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়া যার পর নাই সম্ভ্রম করি। আর এমন মহান্ ও দয়ালু সহায় ও সান্ত্বনাকারী প্রভু আমাদের সঙ্গে নিত্য বাস করেন, এই জন্য অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। অপিচ কখনও যেন, পাপ ও অবাধ্যতাদ্বারা আমরা "ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ" না দি, সর্ব্বদা এ বিষয়ে সতর্ক থাকি। তিনি আমাদের পরম বন্ধু, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত থাকিলেই আমাদের মঙ্গল।

---

## নং ১৮।

# পবিত্র আত্মার কার্য্য।

**"ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন।"**
**১ করি ৩; ১৬।**

পিতা ও পুত্রের ন্যায় পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর, ইহার সিদ্ধান্ত আমরা করিয়াছি। এখন বিবেচ্য, বিশ্বাসী মনুষ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? শাস্ত্রীয় উত্তর এই, পিতা ঈশ্বর পরিত্রাণের উপায় সঙ্কল্পনা করিয়াছিলেন, পুত্র ঈশ্বর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মৃত্যু ও পুনরুত্থানদ্বারা সেই উপায় সাধন করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রভু যীশু ভবসাগর পার করিবার জন্য ধর্ম্মসেতু

---

(১) ১ করি ১২; ৪-১১।

নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে সেই সেতু দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করাইয়া থাকেন।

পবিত্র আত্মারূপ দান প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের শুভ ফল। আপন দুঃখভোগের পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, "আমি পিতার নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে যিনি অনন্তকাল তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন, ফলতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাকে দিবেন।"[১] "আমার গমনে" অর্থাৎ স্বর্গারোহণে "তোমাদের উপকার, যেহেতুক আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"[২] এই সকল ও আর আর বচনে জানা যায়, পবিত্র আত্মা প্রভু যীশুর প্রতিনিধিস্বরূপ। যীশু স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের অন্তরে থাকিয়া যীশুর নামে তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও সান্ত্বনা দেন।

পবিত্র আত্মা পুনর্জন্মের আকর। মনুষ্যমাত্র স্বভাবতঃ "আপন২ অপরাধে ও পাপে মৃত"[৩] রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা পারমার্থিক জীবন দেন। "জল এবং আত্মাহইতে না জন্মিলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।"[৪] "পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা"[৫] বিশ্বাসীরা পরিত্রাণ পাইয়াছেন। পবিত্র আত্মার জীবনদায়ক কার্য্যের বিষয়ে প্রভু যীশু এই কথা কহিয়াছিলেন; "তিনি আসিয়া পাপের ও ধার্ম্মিকতার ও বিচারের বিষয়ে জগৎকে দোষের প্রমাণ দিবেন। পাপবিষয়ক প্রমাণ এই, যে তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না। এবং ধার্ম্মিকতাবিষয়ক প্রমাণ এই, যে আমি আপন পিতার নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবা না। এবং বিচারবিষয়ক প্রমাণ এই, যে এই জগতের অধিপতির বিচার করা গিয়াছে।"[৬] পীড়িত ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে দুইটী বিষয় নির্ণয় করা তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়; প্রথমতঃ তাহার পীড়া কি? দ্বিতীয়তঃ কোন্ ঔষধ সেবন করিলে সেই পীড়া দূর হইবে? পরম চিকিৎসক পবিত্র আত্মা প্রথমে মনুষ্যদিগকে তাহাদের আধ্যাত্মিক পীড়ার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন; সেই পীড়া পাপ, আর পাপের প্রধান লক্ষণ যীশুকে অস্বীকার করা। ঈশ্বর যখন আপন পুত্ত্রকে জগতের পরিত্রাণ সাধনার্থে পাঠাইয়া-

---

[১]) যো ১৪; ১৬, ১৭। ([২]) যো ১৬; ৭। ([৩]) ইফ ২; ১। ([৪]) যো ৩; ৫।
([৫]) তীত ৩; ৫। ([৬]) যো ১৬; ৮-১১।

ছিলেন, তখন তাঁহাতে বিশ্বাস না করা যৎপরোনাস্তি জঘন্য পাপ। পবিত্র আত্মা জগৎকে সেই পাপের প্রমাণ দিলে যে চেতনা পায়, সে পাপহইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সেই আত্মা "ধার্ম্মিকতারও" প্রমাণ দেন, অর্থাৎ স্বর্গারূঢ় যীশুই ধার্ম্মিকতার একমাত্র আকর, ইহা জানাইয়া দেন; অথচ তিনি "বিচারেরও" প্রমাণ দিয়া থাকেন, অর্থাৎ শয়তানের সহিত যুদ্ধে যীশু জয়ী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিও জয়ী হইবেন, এমত আশ্বাস জন্মান। এই প্রকারে পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। সংক্ষেপতঃ সেই শিক্ষা এই,—মনুষ্যমাত্র পাপ-পীড়ায় ক্লিষ্ট, যীশুতে বিশ্বাস করাই রোগশান্তির একমাত্র উপায়, আর সেই উপায় কোন ক্রমে বিফল হইবে না।

এই রূপে পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে সুপ্রবৃত্তি ও শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহাদ্বারা পুনর্জ্জীবিত হইয়া প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করে, পবিত্র আত্মা তাহাদের অন্তরে বাস করিয়া পরিত্রাণের কার্য্য সমাপন করেন। এই বিষয়ে প্রভু যীশু শিষ্যদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "তিনি তোমাদের নিকটে বাস করেন, ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।"[১] আবার পৌল করিন্থীয়দিগকে বলেন, "তোমরা ঈশ্বরের প্রাসাদ,—ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন।"[২] আঃ, ঈশ্বর আপন ভক্তদিগকে কি পর্য্যন্ত সমাদর করিয়াছেন! তাঁহার পুত্র তাঁহাদের জন্য আপন প্রাণ দিয়াছিলেন, আবার তাঁহার আত্মা তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বাস করেন। আমরা যেন অশুচি ভাব ও অসৎক্রিয়াদ্বারা সেই স্বর্গীয় অতিথিকে দুঃখ না দি, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক।

পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করেন, এবং যাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণের ভাগী হই, সর্ব্বপ্রকারে এমত সাহায্যও করেন। আমরা স্বভাবতঃ অন্ধ ও অজ্ঞান, আত্মা আমাদিগকে শিক্ষা দেন। প্রজ্ঞা অমূল্য রত্নস্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; পবিত্র আত্মা আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান বাহুল্যরূপে যোগাইয়া থাকেন। তিনি আদৌ ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। "তাহার যাবতীয় শাস্ত্র ঈশ্বরনিশ্বসিত"[৩] "ভাববাণী কখন মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র

(১) যো ১৪; ১৭। (২) ১ করি ৩; ১৬। (৩) ২ তী ৩; ১৬।

লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া তাহা বলিয়াছেন।”[৩] এক্ষণে বিবেচনা কর, ঈশ্বরের বাক্য কেমন উত্তম! তাহার কথা কেমন সুমধুর ও সুফলদায়ক! ঈশ্বরীয় শাস্ত্র জগতীস্থ সমস্ত রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্ন অপেক্ষা বহুমূল্য। এই সকল চিন্তা করিলে কোন্ ভক্ত পবিত্র আত্মাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ না করিবেন?

পরন্তু পবিত্র আত্মা কেবল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে তাহা বুঝিবার জন্যও জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন নহিমিয় কহেন, “তুমি তাহাদিগকে বিবেক দিবার জন্য আপন মঙ্গলস্বরূপ আত্মা দান করিলা।” [৪] যীশু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।” “তিনি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন।” [৫] আবার সেই ভাবে যোহনও বলেন, “তোমরা তাঁহাহইতে যে অভিষেকাম্বু পাইয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে আছে, অতএব [আর] কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেকাম্বু সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে।” [৬]

পবিত্র আত্মা প্রভু যীশু বিষয়ক জ্ঞান দেন। ফলতঃ যীশু আপনি বলিয়াছিলেন, “তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন,” “যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।” [১] পবিত্র আত্মা যীশুর অকথ্য প্রেম ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আমাদের অন্তঃকরণে বর্ষণ করেন।

আমরা অজ্ঞান, এই জন্য পবিত্র আত্মা আমাদিগকে পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান করেন। অধিকন্তু আমরা পাপী, ইহা জানিয়া তিনি আমাদিগকে পবিত্র করেন। কেবল শিক্ষাদ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিব না, কারণ আমরা নিজ শক্তিতে সেই শিক্ষানুযায়ী কর্ম্ম করিতে অক্ষম। খঞ্জ মনুষ্যকে পথ দেখান বৃথা, পথ জানিলেও সেই পথে গমন করিতে তাহার শক্তি নাই। পবিত্র আত্মা গন্তব্য পথ দেখাইয়া থাকেন, আবার সেই পথ অবলম্বন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বল প্রদান করেন। পৌল করিন্থীয়দিগকে বলেন, “প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিয়া

(১) ২ পি ১; ২১। (২) নহি ৯; ২০। (৩) যো ১৪; ২৬। ১৬; ১৩।
(৪) ১ যো ২; ২৭। (৫) যো ১৫; ২৬। ১৬; ১৪।

ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।" [১] আমাদিগকে যাবজ্জীবন শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়; শয়তান আমাদের অপেক্ষা বলবান ও যার পর নাই ধূর্ত্ত, সুতরাং যদি আমরা নিজ ২ গুণ ও শক্তিতে নির্ভর করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে পরাভূত হইব। কিন্তু ধন্য পবিত্র আত্মা, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন, তাহাতে আমরা নিজে দুর্ব্বলতম হইলেও সেই সর্ব্বশক্তিমানের সাহায্যে বলবান শত্রুকে পরাজয় করিতে পারি। ভ্রাতঃ, সাহসী হও, আত্মারই উপরে নির্ভর কর, তুমি সর্ব্বজয়ী হইবে; তাঁহার সাহায্যে তুমি বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে। যীশুর কাছে নিত্য প্রার্থনা কর, যেন তাঁহার আত্মা তোমার উপকার করেন, তাহা হইলে তোমার ষড়্রিপু তোমার বিরুদ্ধে প্রবল হইতে পারিবে না; এমন কি, শয়তান আপনিও "তোমার পদতলে দলিত" হইবে। [২] তুমি কি বলিতেছ, 'আহা! যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমি উপযুক্তরূপে প্রার্থনা করিতেও জানি না?' ভ্রাতঃ! তথাপি সাহস কর, কেননা সেই সর্ব্বোপকারক আত্মা প্রার্থনায়ও সাহায্য করেন। "আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।" [৩] এই প্রকারে তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের উপকার করেন, তিনি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে, এমন কি, আমাদের অন্তরেই থাকেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি ও শক্তি যোগাইয়া থাকেন। তিনি আমাদিগকে স্বর্গীয় পথে চালান, "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র।" [৪] তিনি আমাদিগকে পাপহইতে পরিষ্কৃত অথচ সর্ব্ববিধ সদ্গুণে বিভূষিত করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার উত্তম ২ ফল আমাদের অন্তঃকরণে উৎপাদন করেন। সে সমস্ত ফল কি? "আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন।" [৫] ইহকালে পবিত্র আত্মা আমাদের জন্যে এমত মহৎ কার্য্য সাধন করেন, কিন্তু পরকালে আমরা আরও বাহুল্যরূপে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইব। আত্মা যে নানাবিধ শুভ ফল আমাদিগকে দিয়াছেন, সেই

(১) ১ করি ৬; ১১। (২) রো ১৬; ২০। (৩) রো ৮; ২৬।
(৪) রো ৮; ১৪। (৫) গাল ৫; ২২, ২৩।

সমস্ত তাঁহার দানের কেবল অগ্রিমাংশস্বরূপ। "সেই আত্মা আমাদের দায়াধিকারের বায়না।"[১] বায়না পাইলে আমরা জানিতে পারি যে, উপযুক্ত সময়ে প্রতিজ্ঞাত বিষয়টী প্রাপ্ত হইব। যাঁহারা পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, অবশেষে স্বর্গের অধিকারী হইবেন।

এই রূপে বহু প্রকারে পবিত্র আত্মা আমাদের উপকার করেন। ভ্রাতঃ! তুমি কি এই অমূল্য দান পাইয়াছ? পবিত্র আত্মা তোমার অন্তরে কি বাস করেন? যদি এমন না হয়, তবে একাগ্রমনে ও যত্নসহকারে সেই দানের অন্বেষণ কর। বিশ্বাস ও প্রার্থনাদ্বারা পবিত্র আত্মাকে পাওয়া যায়। "আমরা যেন বিশ্বাসদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হই।"[২] "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন ২ সন্তানদিগকে উত্তম ২ দ্রব্য দান করিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক অকাতরে আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন।"[৩] "যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।"[৪] "ঈশ্বর আপনার আজ্ঞাবহদিগকে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন।"[৫] ভ্রাতঃ! বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রার্থনা কর, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিতে চেষ্টান্বিত হও, তাহাতে পবিত্র আত্মা নিঃসন্দেহে তোমাকে দত্ত হইবেন।

আর যদি আত্মা তোমার অন্তরে বাস করিতেছেন, তাহা হইলে নিত্য যত্নবান থাকিবে, যেন কোন অশুদ্ধভাব বা দুষ্ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে দুঃখ না দেও, বরং সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহা কর্তৃক চালিত হইতে চেষ্টা পাইবে। "ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাতে তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষাতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ, তাঁহাকে দুঃখিত করিও না।"[৬] "আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না।"[৭] মনে রাখিও, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধ পাপ অতিশয় জঘন্য।[৮] "ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা আন্তরিক পুরুষের সম্বন্ধে তোমরা যেন প্রভাবে সবলীকৃত হও,"[৯] তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। ঈশ্বরের নিকটে নিত্য এই প্রার্থনা করিবে, "তোমার সম্মুখহইতে আমাকে নিরস্ত করিও না, ও তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাহইতে অপহরণ করিও না; তোমার কৃত পরিত্রাণের আমোদ আমাকে পুনরায় দেও, এবং উদার আত্মাদ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখ।"[০]

(১) ইফ ১; ১৪। (২) গাল ৩; ১৪। (৩) লূক ১১; ১৩। (৪) মথি ৭; ৭। (৫) প্রে ৫; ৩২। (৬) ইফ ৪; ৩০। (৭) ১ থি ৫; ১৯। (৮) মথি ১২; ৩১, ৩২। (৯) ইফ ৩; ১৬। (০) গী ৫১; ১১, ১২।

## নং ১৯।

# মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাসই পরিত্রাণের পথ।

**"মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।"**

**মা ১ ; ১৫।**

ইতিপূর্ব্বে আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার অসীম মহিমা করুণা ও প্রেমাদি সর্ব্ববিধ ঈশ্বরীয় গুণ এবং মনুষ্যদের জন্য ঈশ্বর-সাধিত একমাত্র অদ্ভুত পরিত্রাণোপায় সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মনুষ্যেরা কি করিয়া সেই উপায় অবলম্বন করিবে? পরিত্রাণ পাইবার জন্য কি কি বিশেষ গুণ বা কার্য্য আবশ্যক? পরিত্রাণ কি ধনদ্বারা ক্রয় বা বিদ্যাদ্বারা লাভ করা যায়? স্বাভাবিক বল বা সদ্‌গুণ কি পরিত্রাণের মূল কারণ হইতে পারে? ধন্য ঈশ্বর, শাস্ত্রে এমন কথা কোথায়ও পাওয়া যায় না। যদি ধন পরিত্রাণের উপায় হইত, তবে দরিদ্রদিগের কি গতি হইত? যদি বিদ্যা কিম্বা বলদ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্য হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও দুর্ব্বল লোকদিগের কি উপায় হইত? অধিকাংশ মনুষ্যই তো দরিদ্র, অজ্ঞান ও দুর্ব্বল। আবার যদি স্বকীয় ধর্ম্মদ্বারা পরিত্রাণ হইত, তবে মনুষ্যদের মধ্যে এক প্রাণীও পরিত্রাণ পাইতে পারিত না, কেননা সকলেই পাপী; মনুষ্যমাত্রের সমস্ত ধার্ম্মিকতা "মলিন বস্ত্রস্বরূপ।" [১] কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, বলবান্ কি দুর্ব্বল, সকলে এক উপায়দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে; এমন কি, পাপাধম মনুষ্যেরাও সেই অমূল্য বর গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রিত হইতেছে। "টাকা লইয়া আমার কাছে আইস," প্রভু যীশু এ কথা বলেন না। "বিদ্যা উপার্জ্জন কর, তাহাতে পরিত্রাণের পাত্র হইবে," কিম্বা "প্রথমে পুণ্যসঞ্চয়দ্বারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়া তুল, পরে আমার আশ্রয় লইবে," এরূপ কথাও তিনি বলেন না, কিন্তু তাঁহার অমৃতবচন এই;—"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" [২] এই রূপে পিতা ঈশ্বরও পাপীদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন, "অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে চলিয়া আইস; হে রূপ্যবিহীনেরা,

(১) যিশ ৬৪ ; ৬। (২) মথি ১১; ২৮।

তোমরাও চল, খাদ্য ক্রয় কর ও ভোজন কর; হাঁ চল, বিনারূপাতে খাদ্য, ও বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর।" [১]

প্রকৃত চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিকে কখনই বলিবেন না, "প্রথমে তুমি আপনাকে অর্দ্ধেক পরিমাণে সুস্থ কর, পরে আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিব;" কিন্তু "যেমন আছ, তেমনি আমার চিকিৎসা অবলম্বন কর, তাহাতে বাঁচিবে।" সেই প্রকারে মহান্ চিকিৎসক যীশু পাপ-পীড়িত ব্যক্তিকে বলেন, "যেমন আছ, তেমনি আমার নিকট আইস; অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও পাপী হইলেও সেই অবস্থায়ই আইস, আমার আশ্রয় লও, আমার উপরে নির্ভর কর, আমাতে বিশ্বাস কর, পরিত্রাণ পাইবে।"

বাস্তবিক যীশুতে বিশ্বাসই পরিত্রাণের পথ। শাস্ত্রের অনেক স্থলে বিশ্বাসের সঙ্গে মনঃপরিবর্ত্তন সংযুক্ত হইয়াছে; পৌল এবং অন্য প্রেরিতেরা সকলের কাছে প্রচার করিতেন যে, "ঈশ্বরের প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক।" [২] আবার অনেক স্থলে কেবল বিশ্বাসই পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। "প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবা।" [৩] বাস্তবিক প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত মনঃপরিবর্ত্তনের এমন দৃঢ় সম্বন্ধ আছে যে, তাহা বিশ্বাস হইতে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। সূর্য্যকিরণ এবং অগ্নিশিখায় আলোক ও উত্তাপ উভয় গুণই থাকে; যে স্থলে আলোক সেই স্থলেই উত্তাপ; সেই রূপ মনঃপরিবর্ত্তন হইতে বিশ্বাস বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

মনঃপরিবর্ত্তন বলিতে অনুতাপ ও পরামনন বুঝায়। ইহার ফলিতার্থ এই,—মনুষ্য সকলে স্বভাবতঃ পাপমতি, এই জন্য নরকের পথে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন হইলে সে ধর্ম্মপথে গমন করিতে আরম্ভ করে। মনে কর, এক জন পথিক পশ্চিমে দিল্লী অভিমুখে যাইতেছে। পথিমধ্যে আর এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, এই পথ দিয়া আমি কি কলিকাতায় পঁহুছিব?" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "না, না; পশ্চিম দিকে যত দূর যাইবে, কলিকাতা হইতে ততই দূরে গিয়া পড়িবে; যদি কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে ফিরিয়া ঠিক বিপরীত দিকে গমন করিতে হইবে।" সেই রূপে মনুষ্য স্বভাবতঃ পাপপথ ধরিয়া নরকের অভিমুখে গমন করিতেছে; ঐ পথে যত দূর যায়, স্বর্গ হইতে ততই

(১) যিশ ৫৫; ১। (২) প্রে ২০; ২১। (৩) প্রে ১৬; ৩১।

দূরবর্ত্তী হয়। যদি কেহ স্বর্গযাত্রা করিতে চাহে, তাহা হইলে মন ফিরাইয়া ঠিক বিপরীত দিকে গমন করিতে হইবে। সত্য বটে, পাপী মনুষ্য আপনার স্বাভাবিক গুণ বা বলে পাপ ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু যখন তাহা ত্যাগ করিতে প্রকৃত ইচ্ছা ও যত্ন হয়, তখন আমাদের দয়ালু ঈশ্বর তাহার দুর্ব্বলতার সাহায্য করেন, এবং তাঁহারই বলে সে বলবান হয়। কিন্তু যত ক্ষণ পাপের প্রতি আসক্তি থাকে, তত ক্ষণ আমরা যীশুর সাধিত পরিত্রাণের অংশী হইতে পারি না। পরিত্রাণের জন্য মনঃপরিবর্ত্তন আবশ্যক; পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে, পাপ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার পাপকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে; যদি কেহ বলে, 'আমি পাপ ছাড়িতে সম্মত আছি, কেবল একটী অতি প্রিয় কিম্বা অতি ক্ষুদ্র পাপ ছাড়িতে পারিব না,' তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবে না। যীশু বলেন, সর্ব্বপ্রকার পাপ ত্যাগ করা আবশ্যক, আর যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে মনঃপরিবর্ত্তন করে, সে বলিবে, "হাঁ, প্রভো, আমি সম্পূর্ণরূপে পাপ ছাড়িতে ইচ্ছা করি, একটী পাপকেও হৃদয়ে স্থান দিব না; আমি এ পর্য্যন্ত নরকের পথে গমন করিয়া আসিতেছি, এখন অবধি স্বর্গের পথে যাইব। সত্য, আমি নিজ শক্তিতে কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু তোমার সাহায্যের উপর নির্ভর করি। হে প্রভো, আমাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কর। আমি পাপকে ঘৃণা করি, পাপপ্রযুক্ত তাপিত ও লজ্জিত হইতেছি; আমার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; হে প্রভো, আমি অদ্য হইতে শয়তানের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলাম, আমাকে পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত কর, এই ভয়ানক রোগ হইতে আমার চিত্তকে সুস্থ কর।"

এবম্বিধ প্রকৃত মনঃপরিবর্ত্তনের সহিত বিশ্বাস সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে। আমরা নিজ ধর্ম্মে, নিজ কর্ম্মে, নিজ বলে কিছুই সাধন করিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাসদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অসীম পুণ্য ও শক্তি অবলম্বন করি। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুর উপরে নির্ভর করিলেই পাপী মনুষ্য তাঁহার ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতা ও পুণ্যবত্তার অংশী হয়।

ঈশ্বর আপন পবিত্র শাস্ত্রে প্রভু যীশুর বিষয়ে যাহা২ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকলেতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। ফলতঃ ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রীষ্ট জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি

পবিত্র আত্মার প্রভাবে মরিয়মের গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, তাঁহার মধ্যে পাপের লেশমাত্র ছিল না। তিনি শয়তান্দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াও পাপ-পঙ্কে পতিত হয়েন নাই। তিনি "স্থানে ২ ভ্রমণ করত [লোকের] উপকার করিতেন এবং শয়তানদ্বারা উপদ্রুত সকল লোককে সুস্থ করিতেন।"[১] তিনি অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এমন কি মৃত-দিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই ক্রুশীয় মরণদ্বারা তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি পাপীদের প্রতিনিধি হইয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তিনি পাপীর প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করাতেই "সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।"[২] তৃতীয় দিনে তিনি কবর হইতে উঠিলেন, এবং চল্লিশ দিনের পরে স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এখন তিনি "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব"[৩] বিশিষ্ট আছেন। প্রভু যীশু সম্বন্ধে এই সমস্ত কথায় বিশ্বাস করা আবশ্যক।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। অনেক দুষ্টমতি খ্রীষ্টীয়ান যীশু সম্বন্ধীয় এই সকল কথায় বিশ্বাস করে; এমন কি, পাপাত্মা শয়তানও তাহা বিশ্বাস করে।[৪] যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা শয়তান বিলক্ষণরূপে জানে, সুতরাং পরিত্রাণের জন্য আরও কিছু প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ যীশুর উপরে নির্ভর করাই নিতান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাঁহাতে নির্ভর করে না, সে প্রকৃতরূপে বিশ্বাসও করে না। তাহার বিশ্বাস মৃত; জীবন্ত জ্বলন্ত নহে। মনে কর, তুমি কোন ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়াছ; এক জন চিকিৎসক আসিয়া তোমাকে বলিলেন, "ভাই, এই রোগের কেবলমাত্র একটী ঔষধ আছে, সেই ঔষধ সেবন না করিলে তুমি অবশ্য মরিবে, আমি সেই ঔষধ জানি, তুমি আমাতে বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সুস্থ করিব, নতুবা বাঁচিবে না।" ইহা শুনিয়া যদি তুমি সেই চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি আপনাকে তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিবে। কিন্তু যদি তাহা না করিয়া কেবল মুখে বল, 'হাঁ, আমি বিশ্বাস করি,' কিন্তু এদিকে তাঁহার দত্ত ঔষধ না খাইয়া ফেলিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত বিশ্বাস নাই, ইহা নিশ্চিত। সেই প্রকারে যদি তুমি প্রভু যীশুকে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি

(১) প্রে ১০; ৩৮। (২) যিশ ৫৩; ৬। (৩) ম ২৮; ১৮। (৪) যাক ২; ১৯।

আপনাকে যীশুর হস্তে সমর্পণ করিবে, তাঁহার উপরে নির্ভর করিবে, এবং তাঁহার দত্ত ঈশ্বরীয় ঔষধ নিত্য সেবন করিবে।

নির্যাস এই, আমরা সকলে পাপ-রোগগ্রস্ত হইয়াছি, প্রভু যীশু একমাত্র মহান্ চিকিৎসক; তাঁহাতে যদি আমাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস থাকে, আমরা অবশ্যই সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার সাধিত পরিত্রাণের উপায় অবলম্বন করিব। ফল কথা এই;—প্রথমতঃ, মনুষ্যমাত্র পাপপ্রযুক্ত ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র। "আমরা অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম।"[১] যীশু খ্রীষ্ট পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; যে ব্যক্তি তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে পাপমোচনের জন্য সেই মহৎ প্রায়শ্চিত্তের উপরে নির্ভর করিবে। সে বলিবে, "যীশু খ্রীষ্ট আপন আশ্রিত লোকদের পাপভার বহন করিয়াছেন, আমি তাঁহার আশ্রয় লইয়াছি, সুতরাং তিনি আমারও পাপ বহন করিয়াছেন, আমি তাঁহাতে বিশ্বাস করণদ্বারা পাপের অসহ্য ভার হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার অপরাধ সকল মার্জ্জিত হইয়াছে, আমি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি।" এই প্রকারে "বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে।"[২]

দ্বিতীয়তঃ, আমরা পাপবশতঃ যেমন ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হইয়াছি, তেমনি আবার আমাদের মন এবং আচার ব্যবহারও দূষিত হইয়াছে। ঈশ্বর পবিত্রতম, সুতরাং "পবিত্রতার বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না।"[৩] পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইলে আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিব না। কেবল পাপের দণ্ডনীয়তা হইতে, তাহা নহে, পাপের মালিন্য হইতেও নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। মহান্ চিকিৎসক যীশু আমাদিগকে পাপের কর্ত্তৃত্ব ও মলিনতা হইতে শুচি করেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে, সে পাপের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রভু যীশুর উপরে নির্ভর করে। যে মনুষ্য পাপকে ভাল বাসে, সে যীশুর দত্ত পরিত্রাণের ভাগী হইতে পারিবে না। চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ দেন, অধিকন্তু কি২ খাইতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা করেন; যাহা খাইলে রোগের বৃদ্ধি হইবে জানেন, তাহা তিনি নিষেধ করেন। যদি কেহ বিষ খাইয়া মৃতপ্রায় হয়, তবে চিকিৎসক তাহাকে বলিবেন, 'ঐ বিষ আর খাইও না, খাইলে আমার দত্ত ঔষধে তোমার

(১) ইফ ২; ৩। (২) রোম ৫; ১। (৩) ইব্র ১২; ১৪।

কোন উপকার দর্শিবে না।' সেই প্রকারে পরম চিকিৎসক যীশু পাপীকে বলেন, 'তুমি পাপরূপ বিষ খাইয়া আসিতেছ, এই জন্যই তোমার এমন ভয়ানক দুর্দ্দশা হইয়াছে, আর খাইও না, পাপকে একবারে ত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক।' অতএব যে ব্যক্তি যীশুতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে। সত্য বটে, সে আপনার ক্ষমতা বা শক্তিতে তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হয়, যীশুই তাহাকে শক্তি প্রদান করিবেন, তাহাতে সে পাপকে জয় করিতে পারিবে। এই প্রকারে বিশ্বাসী মনুষ্য যেমন পাপমোচন পাইবার জন্য, তেমনি আবার তাহার মালিন্য হইতেও সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত নির্ভর করে।

বাস্তবিক খ্রীষ্টেতে জীবন্ত বিশ্বাসই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যীশুর বহুমূল্য শোণিতের গুণে পাপমোচন হয়; যীশুদত্ত আত্মার প্রভাবে মন ও চরিত্র পবিত্র হয়; যীশুর অসীম শক্তিদ্বারা তাঁহার আশ্রিতেরা শয়তান ও সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্তি পায়; তাঁহার দত্ত জ্ঞানদ্বারা আমরা পরিত্রাণের পথ জানিতে পারি, এবং তাঁহার দত্ত শক্তিদ্বারা সেই পথে গমন করিতেও শক্তিবিশিষ্ট হই। ফলতঃ বিশ্বাস-দ্বারাই আমরা সেই মহান্ ত্রাণকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু এই বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী না হউক, যাবজ্জীবন বিশ্বাসে স্থির থাকা আবশ্যক। মনঃপরিবর্ত্তনদ্বারা আমরা নরকে যাইবার পথ হইতে ফিরিয়া স্বর্গাভি-মুখে যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হই; এবং বিশ্বাসদ্বারা আমরা যীশুর ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতা ও শক্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হইতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হই। দিনে২, এমন কি, নিমিষে২, যীশুতে বিশ্বাস রক্ষা করা আবশ্যক, কেননা বিশ্বাসই আমাদের পারমার্থিক জীবন। বিশ্বাসদ্বারাই আমরা বাঁচি। ভ্রাতৃগণ, "বিশ্বাসে সুস্থির থাক।" [১]

---

(১) ১ করি ১৬; ১৩।

## নং ২০।

# পুনর্জ্জন্ম।

### "তোমাদের আদি অবধি জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক।" যোহন ৩; ৭।

প্রভু যীশুর এই বাক্য অতিশয় গুরুতর এবং মনোনিবেশের যোগ্য। নীকদীমঃ এক জন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি মন্দিরে প্রার্থনাকারী ফরীশীর ন্যায় বলিতে পারিতেন, "উপদ্রবি কি অন্যায়ি কি ব্যভিচারি সকলের সমান আমি নহি।" [১] তিনি এক প্রকার ঈশ্বরপরায়ণ এবং বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ তিনি দশ আজ্ঞা পালন, আয়ের দশমাংশ রীতি মত দান এবং উপযুক্ত সময়ে নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। কিন্তু নীকদীমের এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সত্ত্বে যীশু তাঁহারও পুনর্জন্মের আবশ্যকতা দর্শাইলেন;—"সত্য, সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, পুনর্ব্বার আদি অবধি জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহ ঈশ্বররাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না।" [২] যীশুর এই বচনে নিশ্চয় জানা যাইতেছে, পুনর্জন্ম সকলেরই পক্ষে যার পর নাই প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে 'দ্বিজ' বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু শাস্ত্রে বলে যে, যাঁহাদের মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাঁহাদের মন এবং আচার ব্যবহার মন্দ হইতে উত্তমের দিকে পরাবৃত্ত হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই প্রকৃতরূপে "দ্বিজ।" আইস, অদ্য আমরা এই গুরুতর বিষয়টী ধ্যান করি।

১। পুনর্জন্মের আবশ্যকতা। মনুষ্যমাত্র স্বভাবতঃ সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট। আমরা "স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান" [৩] অর্থাৎ পাপবশতঃ ঈশ্বরের ন্যায়সিদ্ধ ক্রোধের অধীনে আছি। আমরা স্বভাবতঃ "শরীরের বশে" আছি, সুতরাং "ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে পারি না।" [৪] মনুষ্যমাত্র জন্মাবধি কায়মনোবাক্যে ভ্রষ্ট, এমন কি, "অপরাধে ও পাপে মৃত," সকলে, "পাপপথে চলে," সকলেই "খ্রীষ্টহইতে ভিন্ন, আশাহীন ও ঈশ্বরহীন।" [৫] পরন্তু ঈশ্বর পবিত্রতম, তাঁহার ধর্ম্মধাম স্বর্গ অতি পবিত্র স্থান, সুতরাং "পবিত্রতাবিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না।" [৬] এই নিমিত্ত আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন

(১) লূক ১৮; ১১। (২) যো ৩; ৩। (৩) ইফ ২; ৩।
(৪) রো ৮; ৮। (৫) ইফ ২; ৩। (৬) ইব্র ১২; ১৪।

হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা পাপিষ্ঠ মনুষ্য কেমন করিয়া পবিত্র স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে? স্বধু বাহ্য পরিবর্ত্তনে কোন ফল দর্শিতে পারে না। আমাদের মন কলঙ্কিত, বৃক্ষ মন্দ হইলে উত্তম ফল কি রূপে ধরিবে? বৃক্ষের স্বভাব পরিবর্ত্তন করাই আবশ্যক, নতুবা ভাল ফল কখন উৎপন্ন হইবে না। মৎস্য শুষ্ক স্থলে জীবন ধারণ করিতে অক্ষম, যত ক্ষণ মৎস্যের মৎস্য-স্বভাব থাকে, তত ক্ষণ কেবল জলের মধ্যেই বাঁচিতে পারে। এই প্রকারে পাপী মনুষ্যের স্বভাবান্তর না হইলে সে কখনই স্বর্গে যাইতে পারিবে না। পরন্তু পাপী স্বর্গে যাইতে পারিলেও সেস্থানে সুখী হইত না। যে ব্যক্তি পাপকে ভাল বাসে, সে পাপশূন্য স্বর্গে কি রূপে সুখী হইবে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, সে কেমন করিয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরের দর্শন সহ্য করিতে পারিবে? যে ব্যক্তি ইহকালে এক নিমেষও ঈশ্বরের আরাধনা করিতে ভাল বাসে না, সে স্বর্গে যাইয়া কি করিবে? সেখানে তো ঈশ্বরের ভক্তগণ নিত্য ২ তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন। পাপস্বভাব মনুষ্য যদি একবার স্বর্গে প্রবেশও করিত, তাহার বোধে সেই পবিত্র স্বর্গও নরকস্বরূপ হইত, এই কারণে আমাদের পুনর্জ্জন্ম হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

২। এক্ষণে পুনর্জ্জন্মের কর্ত্তা কে, তাহা আলোচনা করা যাউক। পুনর্জন্মের কর্ত্তা ঈশ্বর। বিশ্বাসীদের "জন্ম রক্তহইতে কিম্বা শারীরিক বাসনাহইতে কিম্বা নরের বাসনাহইতে হইল এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হইল।"[১] যিনি প্রথমে মানুষিক স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেবল তিনিই তাহার ভ্রষ্ট স্বভাবের প্রতীকার করিতে পারেন। কোন বৃক্ষ বা জন্তুর স্বভাব পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের শক্ত্যতীত, তাহা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য। বৃক্ষ বা জন্তুর স্বভাব পরিবর্ত্তন করা অপেক্ষা দুষ্টতাপ্রিয় মানুষকে ঈশ্বরভক্ত করা আরও কত কঠিন! মনুষ্যেরা আপনাদের বলে বাহ্য ধর্ম্মই সংস্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু আপনাদের আন্তরিক স্বভাব ভাল করা তাহাদের শক্তির অতীত। কেবল ঈশ্বরই পুনর্জ্জন্ম দান করণে সমর্থ; বিশেষতঃ ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে আমরা বলিতে পারি যে, পুনর্জ্জন্ম পবিত্র আত্মারই কার্য্য। "জল এবং আত্মাহইতে" জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক; "আত্মাহইতে যা ... ন্মে, তাহা আত্মাই।"[২] ঈশ্বর "পুনর্জ্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।"[৩]

---

(১) যো ১; ১৩। (২) যো ৩; ৫,৬। (৩) তীত ৩, ৫।

৩। পুনর্জ্জন্মের উপায় ঈশ্বরের বাক্য। "তিনি নিজ মানসক্রমেই সত্যস্বরূপ বাক্যদ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন।"[১] "তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্যহইতে ঈশ্বরের জীবনময় ও চিরস্থায়ী বাক্যদ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ।"[২] ফলতঃ ঈশ্বরের বাক্যের সার এই, মনুষ্য সকলে পাপপ্রযুক্ত বিনাশের পাত্র, ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে আপন পুত্রকে দিয়াছিলেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইবে। যখন এই ঈশ্বরীয় বাক্য পবিত্র আত্মার প্রভাবে কোন মনুষ্যের হৃদয় বিদীর্ণ করে, তখন সেই মনুষ্য পাপের জঘন্যতা ও প্রভু যীশুর মধুরতা অনুভব করিয়া পাপকে ঘৃণা ও যীশুকে প্রেম করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে তাহার স্বভাবান্তর হয়।

৪। পুনর্জ্জন্মের ফল সর্ব্ববিধ সদ্গুণ। শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টির সহিত ইহার তুলনা দেওয়া গিয়াছে;—"কেহ যদি খ্রীষ্টেতে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল; দেখ, সকলই নূতন হইয়া উঠিল।"[৩] "যে নূতন পুরুষ আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত হইতেছে, তাহাকে তোমরা পরিধান করিয়াছ,"[৪] সুতরাং পুনর্জ্জন্ম নূতন সৃষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বর পূর্ব্বকালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; "আমি তোমাদের শরীরহইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। এবং আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং যাহাতে তোমরা আমার বিধিমতে চল এবং আমার শাসন সকল রক্ষা কর, তাহাই করিব।"[৫] তিনি প্রথমে নূতন হৃদয় দেন, অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে নূতন বিশ্বাস, নূতন আসক্তি, নূতন প্রেম, নূতন রুচি, নূতন স্পৃহা উৎপাদন করেন। পুনর্জাত হৃদয় যীশুতে বিশ্বাস করে, সৎক্রিয়ায় আসক্ত হয়, ঈশ্বরকে প্রেম করে, উত্তম বিষয়ে রুচিমান্ হয়, স্বর্গপথে অগ্রসর হইতে স্পৃহা করে। ফলতঃ তাহার আচার ব্যবহারও ভাল হয়। যাহার "নূতন হৃদয়" হইয়াছে, সে "ঈশ্বরের বিধিমতে চলে, ও তাঁহার শাসন সকল পালন করে।" যাহার অন্তঃকরণ নবীনীকৃত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি "জীবনের নবীনতাতে"[৬] চলে, কেননা "হৃদয়হইতে জীবনের উদ্গম হয়।"[৭] যাহার মন যেমন, তাহার জীবন অর্থাৎ স্বভাব ও আচার ব্যবহার তেমনি হইবে। পুনর্জ্জন্ম ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। সাংসারিক

(১) যাক ১; ১৮। (২) ১ পি ১;২৩। (৩) ২ করি ৫; ১৭। (৪) কল ৩; ১০।
(৫) যিহি ৩৬; ২৬, ২৭। (৬) রো ৬; ৪। (৭) হিত ৪; ২৩।

মনুষ্য ঈশ্বরকে জানে না, কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বিজ, সে প্রভু যীশুর রক্তে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঈশ্বরের সহিত আলাপ করে; প্রার্থনাদ্বারা সে ঈশ্বরের সহিত কথা কহে, এবং ঈশ্বর আপন বাক্য ও আত্মাদ্বারা তাহার সহিত কথা কহেন, এই রূপে পারমর্থিক আলাপদ্বারা পুনর্জাত মনুষ্য ঈশ্বরের পরিচয় পায়, ও তাঁহার অনুগামী হয়। এই প্রকারে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত অর্থাৎ ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে স্বভাবান্তরিত হইতেছি। এমন কি, আমরা পুনর্জন্মদ্বারা "ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হই।"[১] ঈশ্বর পবিত্র, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপকে ঘৃণা করেন; তিনি প্রেমময় ও সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণবিশিষ্ট, এবং পুনর্জাত লোকেরা তাঁহার সদৃশ হয়। বস্তুতঃ আমরা যদি পুনর্জন্মদ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হই, তবে ঈশ্বরীয় স্বভাববিশিষ্ট হইব। ঈশ্বর পাপ-ঘৃণাকারী, এবং "যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু ঈশ্বরহইতে জাত ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।"[২] "তাঁহার বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না; কারণ ঈশ্বরহইতে তাহার জন্ম হইয়াছে।"[৩] পুনর্জাত ব্যক্তি এ পাপটীকে ঘৃণা, ঐ পাপটীকে পোষণ করে, এমন নয়, সে সর্ব্বপ্রকার পাপকেই ঘৃণা করে, কেননা সর্ব্ববিধ পাপ ঈশ্বর-ঘৃণিত, যীশু-ঘৃণিত এবং তাহার নিজেরও ঘৃণিত। পাপ ঈশ্বরের অপমানজনক; ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ পুনর্জাত ব্যক্তি কি তাহা ভাল বাসিবে? পাপ যীশুকে বধ করিয়াছিল; আমাদের পাপই প্রেকস্বরূপে যীশুর হস্তপদ ক্রুশের উপরে বিদ্ধ করিয়াছিল, আমাদের পাপই বড়শাস্বরূপে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং যাহারা যীশুর সাধিত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রেম করে, তাহারা কখনও কি পাপকে ভাল বাসিতে পারে? কেহ কি আপনার প্রিয়তমের বধকারিদের সহিত মিত্রালাপ করিবে? কখনই না। যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না। পুনর্জাত ব্যক্তি "পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছে,"[৪] অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম্ম করে না, তেমনি পাপ-পক্ষে মৃত সেই ব্যক্তি পাপ করে না, প্রত্যুত ধার্ম্মিকতার প্রতি তাহার রুচি হয়। পৌল বলেন, "আন্তরিক পুরুষ বিধায় আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থার অনুমোদন

(১) ২ পি ১; ৪। (২) ১ যো ৫; ১৮। (৩) ১ যো ৩; ৯।
(৪) রো ৬; ২, ১১।

করি।"[১] যোহন বলেন, "যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহা-হইতে জাত। ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের [শয়তানের] সন্তানগণ ব্যক্ত হয়। যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, সে ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় নয়, এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, (সেও নয়)। প্রিয়েরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়, এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে জানে।"[২] পুনর্জাত ব্যক্তি প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে, "যীশু যে খ্রীষ্ট, ইহা যে কেহ বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত।"[৩] যীশুর নামে বিশ্বাসকারী লোক ঈশ্বরহইতে জন্ম পাই-য়াছে।[৪] পুনর্জাত লোকেরা ঈশ্বরীয় শাস্ত্রকে ভাল বাসে, নবজাত শিশুদের ন্যায় তাহারা সেই চিত্তপোষক বিশুদ্ধ দুগ্ধের লালসা করে।[৫] তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কেবল সদাচরণে ব্যস্ত। তাহা-দের জিহ্বা উত্তম কথা কহে, তাহাদের পদ উত্তম মার্গে বিচরণ করে, তাহাদের হস্ত উত্তম কার্য্য করে, তাহাদের চক্ষু উত্তমের প্রতি দৃষ্টি-পাত করে। তাহারা "যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন২ অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মে সমর্পণ করিয়াছিল, তেমনি এখন পবিত্রতালাভের নিমিত্তে আপন২ অঙ্গকে দাস করিয়া ধর্ম্মে সমর্পণ করে।"[৬]

নির্যাস এই, পুনর্জাত ব্যক্তির স্বভাবান্তর হইয়াছে, সে নূতন হৃদয় পাইয়াছে, সে এখন পাপকে ঘৃণা করে ও ধর্ম্মকে ভাল বাসে; সে শয়তানের দাসত্ব অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরের অনুগামী হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে এবং মনুষ্যদিগকে প্রেম করে, সদাচরণে রত হয়, এবং মরণ দিন পর্য্যন্ত স্বর্গপথে যাত্রা করে।

ভ্রাতৃগণ, "আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না?"[৭] তোমাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে কি না? যীশুর বাক্য তোমাদের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করুক। "তোমাদের আদি অবধি জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক।" "আদি অবধি," অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অপর পুনর্জন্ম সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়। মূর্খদিগের যেমন পণ্ডি-তদিগেরও তেমনি পুনর্জন্মে প্রয়োজন। দেবপূজকদের পক্ষে যেমন, খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষেও তেমনি পুনর্জন্ম প্রয়োজনীয়। দুরাচারিদের পুনর্জন্ম হওয়া আবশ্যক, আবার যাহারা বাহ্যভাবে সদাচারী,—যাহারা

---

(১) রো ৭; ২২। (২) ১ যো ২; ২৯। ৩; ১০। ৪; ৭। (৩) ১ যো ৫; ১। (৪) যো ১; ১২, ১৩। (৫) ১ পি ২; ২। (৬) রো ৬; ১৯। (৭) ২ করি ১২; ৫।

মিথ্যা কথা কহে না, চুরি করে না, ব্যভিচার করে না,—তাহাদেরও পুনর্জন্ম প্রয়োজনীয়, কেননা যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে না, তাহারাও কখন কখন মনুষ্যদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। যীশু যখন এক যুবককে কহিয়াছিলেন, "ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না, বঞ্চনা করিও না, তোমার পিতা মাতাকে মান্য কর, এই২ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ," তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "বাল্যকালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি," তথাপি যীশু তাহাকেও কহিলেন, "এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে।"[১] সেই উত্তম যুবকেরও পুনর্জন্ম আবশ্যক ছিল, কেননা বাহ্যভাবে সদাচারী হইয়াও সে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রেম করিত না।

ভ্রাতঃ! ভগিনি! আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে কি না? তুমি কি বলিতেছ, 'আমি রীতিমতে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি?' ফরীশীরাও তো তাহাই করিত, তথাপি তাহারা যীশুর পরম শত্রু ছিল। নীকদীমঃ সরলপ্রকৃতি এবং "ইস্রায়েলের গুরু"[২] ছিলেন, তথাপি তাঁহারও পুনর্জন্ম আবশ্যক ছিল। তুমি কি বলিতেছ, 'আমি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীভুক্ত, আমি প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিয়া থাকি?' ইহা সত্য বটে, কিন্তু অননিয় ও সাফীরাও মণ্ডলীভুক্ত ছিল,[৩] তথাপি তাহাদেরও কেমন ভয়ানক দশা হইয়াছিল! শিমোন মাগঃ মণ্ডলীভুক্ত ছিল, তথাপি সে "কটুকাটব্যরূপ পিত্তে ও অধর্ম্মরূপ বন্ধনে পড়িয়া" রহিয়াছিল![৪] তুমি কি বলিতেছ, 'আমি এক জন প্রচারক?' ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাও তো প্রচারক ছিল, এমন কি, দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যেও গণিত ছিল, তথাপি সে কেমন দুষ্ট লোক ছিল, এবং তাহার শেষগতি কেমন ভয়ার্হ হইল! ভ্রাতৃগণ, সাবধান "কেহ আপনাকে না ভুলাউক।"[৫] তোমাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরের কাছে একাগ্রচিত্তে এই প্রার্থনা কর, "হে ঈশ্বর, আমার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, ও আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও।"[৬] পবিত্র আত্মা পুনর্জন্মদাতা, এবং ঈশ্বর আপন যাচকদিগকে সেই আত্মা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।[৭] অপিচ নূতন হৃদয় দিবার প্রতিজ্ঞাসম্বন্ধে তিনি কহেন, "ইহা করিবার বাঞ্ছাতে আমি প্রার্থনা অপেক্ষা করি।"[৮] ঈশ্বরের কাছে পবিত্র আত্মার জন্যে প্রার্থনা কর, তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

---

(১) মা ১০; ১৯-২২। (২) যো ৩; ১০। (৩) প্রে ৫; ১-১০। (৪) প্রে ৮; ৯-২৫।
(৫) ১ করি ৩; ১৮। (৬) গী ৫১; ১০। (৭) লূক ১১; ১৩। (৮) যিহি ৩৬; ৩৭।

নং ২১।

# খ্রীষ্টাশ্রিতদের সৌভাগ্য।

## "তিনি আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বরপ্রাপ্ত করিয়াছেন।" ইফ ১; ৩।

পুনর্জন্ম সর্ব্ববিধ পারমার্থিক আশীর্ব্বাদের মূল। যাঁহারা প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসে স্থির থাকেন, ইহপরকালে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী। পৌল ইফিষীয়দিগকে বলেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর দিয়া খ্রীষ্টে স্বর্গস্থ বরপ্রাপ্ত করিয়াছেন।" এই সমস্ত বর "খ্রীষ্টে" নিহিত নিধিস্বরূপ। খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা আমরা খ্রীষ্ট-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার আশীর্ব্বাদের সহভাগী হই। খ্রীষ্টের হস্তে অশেষ পারমার্থিক ধন সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং তিনি সেই নিধি হইতে আমাদের প্রয়োজনানুসারে নিত্য২ অমূল্য বর দান করিয়া থাকেন।

প্রথম বর আমাদের পাপমোচন-প্রাপ্তি। পৌল ইফিষীয়দিগকে বলেন, "আমরা তাঁহার [যীশুর] রক্তদ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি।"[১] হায়! পাপ কেমন ভয়ানক বোঝা! কে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ? আমরা কত বার পাপ করিয়াছি! যদি প্রতি দিন কেবল এক বারও পাপ করিতাম, তথাপি আমরা সহস্র২ পাপের দায়ী হইতাম। কিন্তু আমরা প্রতিদিন কত শত বার পাপ করিয়াছি! আমাদের পাপরাশি গগণস্পর্শী। ঈশ্বর পাপকে কেমন ঘৃণা করেন! পাপপ্রযুক্ত আমরা সকলে ঈশ্বরীয় কোপসাগরে মগ্ন রহিয়াছি, এবং নরকের অনির্ব্বাণ অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইবার পাত্র হইয়াছি। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর! "যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।"[২] তাঁহার রক্তরূপ উন্নুইতে ধৌত হইয়া আমাদের পাপ-কালিমায় কৃষ্ণবর্ণ হৃদয় হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয়।[৩] যীশুর মহা প্রায়শ্চিত্ত-গুণে জগতের সমস্ত অপরাধের মোচন হইতে পারে; এবং যাঁহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বাস্তবিক পাপমোচন পান। ঈশ্বর তাঁহাদের সমুদয় পাপ সমুদ্রের

(১) ইফ ১; ৭। (২) ১ যো ১; ৭। (৩) যিশ ১; ১৮। সখ ১৩; ১।

অগাধ স্থলে নিক্ষেপ করেন।[১] "অস্তাচল হইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন।"[২]

বিশ্বাসীরা কেবল পাপমোচন পান, তাহা নহে, তাঁহারা ধার্ম্মিকীকৃতও হন। পাপমোচন হইতে ধার্ম্মিকীকরণের বিশেষ আছে। মনে কর, এক ব্যক্তি নরহত্যা করিয়াছে। সে ধৃত ও বিচারাসনের সম্মুখে নীত হইল, এক্ষণে তাহার হত্যাকাণ্ড প্রমাণীকৃত হইলে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। পরে মহারাণী আপনার রাজকীয় অধিকার-ক্রমে তাহাকে ক্ষমা করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন। সেই ব্যক্তি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে বটে, কিন্তু লোকে তাহাকে নরঘাতক জানিয়া ঘৃণা করিবে, তাহার সহিত শিষ্টালাপ করিবে না। সে আপনার "অপরাধের মোচন" পাইয়াছে বটে, কিন্তু লোকে তাহাকে "ধার্ম্মিক" জ্ঞান করে না। পরন্তু যদি অকারণে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ হয়, আর বিচারস্থানে আনীত হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়াতে সে নিষ্কৃতি পায়, তাহা হইলে লোকেরা তাহাকে পূর্ব্বমত "ধার্ম্মিক" বলিয়া তাহার সহিত সমাজের রীতি অনুসারে আলাপাদি করিবে। ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপন অসীম দয়াতে আমাদের অপরাধ সকল মোচন করিয়াছেন, কেবল তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে ধার্ম্মিকীকৃতও" করিয়াছেন। হয় ত কেহ বলিবে, তাহা কি রূপে হইতে পারে? আমরা কি বাস্তবিক দোষী নহি? তবে কেমন করিয়া "ধার্ম্মিক" বলিয়া গণিত হইব? এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই, প্রভু যীশু আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ; তিনি আমাদের নিমিত্ত মরিয়াছিলেন। সেই মরণদ্বারা তিনি যে মহা-প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়াছেন, তাহার গুণে আমরা পাপমোচন পাই। আবার তিনি আমাদের প্রতিনিধি হইয়া আপন নিষ্কলঙ্ক জীবনে আমাদের নিমিত্ত ধার্ম্মিকতারূপ অসীম ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই ধার্ম্মিকতা আমাদেরই পক্ষে গণিত হওয়াতে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে "ধার্ম্মিকীকৃত" হই। "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।"[৩] ফলতঃ আমাদের কোন ধার্ম্মিকতা ছিল না, যীশুর কোন পাপ ছিল না। দয়াময় যীশু আমাদের সমস্ত পাপ-ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া আপন ধার্ম্মিকতা আমাদের উপরে অর্পণ করিলেন। এই আশ্চর্য্য বিনিময়ে বিশ্বাসীরা "ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতা" প্রাপ্ত হন। তাঁহারা "যীশুর রক্তে ধার্ম্মিকীকৃত"[৪] হন।

(১) মী ৭; ১৯। (২) গী ১০৩; ১২। (৩) ২ করি ৫; ২১। (৪) রো ৪; ৯।

যীশুর ধার্ম্মিকতা তাঁহাদের বস্ত্রস্বরূপ হয়, তাঁহারা জয়ধ্বনি পূর্ব্বক গান করিয়া বলিতে পারেন, "তিনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরাইলেন, ও ধার্ম্মিকতারূপ প্রাবারে পরিচ্ছন্ন করিলেন।"[১]

পাপমোচনের ফল ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন। যীশুর ধার্ম্মিকতারূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হওয়াতে ভক্তগণ নির্ভয়ে ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারেন। "বিশ্বাস-হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে।"[২] আমরা স্বভাবতঃ পাপ-প্রযুক্ত ঈশ্বর হইতে দূরবর্ত্তী ছিলাম। কিন্তু "সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে [আছ বলিয়া] তোমরা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।"[৩] ঈশ্বর "যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন।"[৪] আমরা "পূর্ব্বে বহিঃস্থ ও শত্রু" ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে "সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত" করিয়াছেন।[৫] দুষ্কর্ম্মকারীরা যেমন বিচারকর্ত্তাকে, তেমনি পাপীরা ঈশ্বরকে ভয় করে; কেননা তাহারা জানে, তিনি তাহাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। আদম যখন পাপ করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের রব শুনিবামাত্র আপনাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে লুক্কায়িত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।[৬] কিন্তু যাহার পাপমোচন হইয়াছে, সে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আর ভয় করে না; বরং আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হয়, কেননা তাঁহার সহিত তাহার "সম্মিলন" হইয়াছে, ঈশ্বর তাহার বিপক্ষ নহেন, বরং তিনি তাহার পরম বন্ধু, এবং সেও আর শত্রু না হইয়া তাঁহার বন্ধু হইয়া গিয়াছে।

এই প্রকারে যীশুতে বিশ্বাস করিবামাত্র ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ হন। অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"[৭] ফলতঃ পিতা ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ। তিনি "নিত্য প্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন,"[৮] এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রেম করিবেন; তিনি আমাদের জন্য একটী স্বর্গীয় দায়াংশ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তাহার জন্য রক্ষা করিয়া থাকেন।[৯] "তিনি আমাদিগকে কোন ক্রমে ছাড়িবেন না, ও কোন ক্রমে ত্যাগ করিবেন না।"[০]

(১) যিশ ৬১; ১০। (২) রো ৫; ১। (৩) ইফ ২; ১৩। (৪) ২ করি ৫; ১৮। (৫) কল ১; ২১, ২২! (৬) আ ৩; ৮। (৭) ইব্র ১৩; ৬। (৮) যির ৩১; ৩। (৯) ১ পি ১; ৩-৫। (০) ইব্র ১৩; ৫।

তিনি আমাদিগকে আপন মন্ত্রণাদ্বারা গমন করাইবেন, ও শেষে সপ্রতাপে গ্রহণ করিবেন।[১]

আবার পুত্র ঈশ্বরও আমাদের সপক্ষ। তিনি আমাদের নিমিত্তে প্রাণ দিয়াছিলেন, এবং স্বর্গে আমাদের নিমিত্তে নিত্য অনুরোধ করিতেছেন। "যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।"[২] "যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক অবাধে তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।"[৩] তিনি সতত জীবিত আছেন, সেই জীবন আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের বায়নাস্বরূপ, কেননা তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই, "আমি জীবিত আছি, তজ্জন্য তোমরাও জীবিত হইবা।"[৪] আমরা এখন এই পাপময় জগতে থাকিয়া পারমার্থিক বিষয়ে অসংখ্য বৈরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছি বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু আমাদের প্রতি নিয়ত উন্মীলিত রহিয়াছে। বিশ্বাসী মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, "প্রভু আমাকে যাবতীয় অপকার হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন।"[৫] সেই প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি;"[৬] "আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।"[৭]

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরও আমাদের সপক্ষ। তিনি আমাদের "স্বর্গীয় দায়াধিকারের বায়না"[৮] বলিয়া আমাদিগকে দত্ত হইয়াছেন। "ঈশ্বরের আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করেন।"[৯] তিনি "অনন্তকাল আমাদের সহিত থাকিবেন," তিনি "আমাদের নিকট বাস করেন ও আমাদের অন্তরে থাকিবেন।" তিনি "যাবতীয় বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা" দেন, তিনি "পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে সমস্ত সত্য" দেখাইয়া থাকেন।[১০] আমরা "ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত"[১] হইয়া স্বর্গপথে অগ্রসর হইতেছি, এবং তাঁহাদ্বারা "পবিত্রীকৃত"[২] হইয়া

(১) গী ৭৩; ২৪। (২) ইব্রি ৭; ২৫। (৩) রো ৫; ১০। (৪) যো ১৪; ১৯। (৫) ২ তীম ৪; ১৮। (৬) মথি ২৮; ২০। (৭) যো ১৪; ৩। (৮) ইফ ১; ১৩, ১৪। (৯) ১ করি ৩; ১৬। (১০) যো ১৪; ১৬, ১৭, ২৬। ১৬; ১৩। (১) রো ৮; ১৪। (২) ১ করি ৬; ১১।

স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। বাস্তবিক পিতা ঈশ্বর আমাদের জন্য স্বর্গীয় আবাস প্রস্তুত করিয়াছেন, পুত্র ঈশ্বর আমাদিগকে সেই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়াছেন এবং সর্ব্ববিধ অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া তথায় উপস্থিত করিবেন, এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদিগকে তথায় বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র করেন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সপক্ষ। আহা, তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যবান্!

বিশ্বাসীরা নূতন নিয়মের অধিকারী। ঈশ্বর জগতের আদিকালে আদমের সহিত একটী নিয়ম করিয়াছিলেন, ফলতঃ তিনি তাঁহাকে এদন বাগানে রাখিয়া এই নিয়ম করেন, 'তুমি আমার সমস্ত আজ্ঞা পালন করিও, বিশেষতঃ সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না; এই নিয়ম পালন করিলে তোমার ও তোমার বংশের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে।' আদম ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করাতে জানা গেল, মানুষিক ক্রিয়াদ্বারা পুণ্যলাভ সম্ভবে না। পরে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দিগকে মিসরহইতে আনিবার সময়ে তাহাদের সহিত দশ আজ্ঞা ও লেবীয় ব্যবস্থাসংক্রান্ত আর একটী নিয়ম করেন, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিল। এই জন্য ঈশ্বর একটী নূতন প্রকার নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, মনুষ্যের সহিত করেন নাই, কেননা মনুষ্য স্বভাবতঃ নিয়ম লঙ্ঘনকারী; এই নূতন নিয়ম তিনি আপন প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টেরই সহিত করিলেন। ইহা তিনি অনাদিকালাবধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কালক্রমে প্রকাশিত হইল। সেই নিয়ম এই,—হে পুত্র, তুমি জগতে গিয়া নরাবতার হও, পাপিদের প্রতিনিধি হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, মৃত্যুকে পরাজয় কর, 'অনন্তকালস্থায়ী ধর্ম্ম আনয়ন'[১] কর; তাহাতে যাহারা তোমার আশ্রয় লয়, তাহারা তোমার দ্বারাই পরিত্রাণ পাইবে। ভ্রাতৃগণ, যীশুই এই নূতন নিয়মের প্রতিভূ হইয়াছেন, এই জন্য তাহা অলঙ্ঘনীয় ও অটলরূপে চিরস্থায়ী, আর বিশ্বাসীমাত্র সেই নিয়মের অধিকারী হয়। এই বিষয়ে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন;—"প্রভু কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল্ কুলের পক্ষে ও যিহূদা কুলের পক্ষে এক নূতন নিয়ম সম্পন্ন করিব, এমত সময় আসিতেছে। মিসরদেশ হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করণার্থে যে দিনে আমি তাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, সেই দিনের

(১) দা ৯; ২৪।

নিয়মানুসারে নয়; কেননা প্রভু কহেন, তাহারা আমার নিয়মে স্থির রহিল না, তাহাতে আমিও তাহাদের প্রতি অবহেলা করিলাম। কিন্তু প্রভু কহেন, সেই কালের পর আমি ইস্রায়েল কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব; আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। এবং তুমি প্রভুকে জ্ঞাত হও, এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন২ সহপৌরকে ও আপন২ ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে। কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম্ম সকল আর কখন স্মরণে আনিব না।"[১]

আহা, প্রভু যীশুর আশ্রিতেরা কেমন ভাগ্যবান্; সদাপ্রভু "তাঁহাদের ঈশ্বর," তাঁহাদের পিতা, পরম বন্ধু ও পরিত্রাতা, সুতরাং তাঁহাদের কোন অনিষ্ট কোন ক্রমে ঘটিবে না; যীশু-ভক্ত অনায়াসে বলিতে পারেন, "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অস্নসার হইবে না।"[২] ঈশ্বর আপন লোকদের "অপরাধ সকল ক্ষমা" করিয়াছেন; তাঁহারা সকলে তাঁহাকে "জ্ঞাত" হন; তাঁহার ব্যবস্থা তাঁহাদের "হৃৎপত্রে লিখিত" হইয়াছে। পাপমোচন হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা স্বর্গের অধিকারী হইয়াছেন; আবার তাঁহারা ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা পালনকারী বলিয়া স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঈশ্বরের প্রেম তাঁহাদের উপরে বর্ত্তে। আইস, আমরা পৌলের জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলি, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর দিয়া খ্রীষ্টে স্বর্গস্থ বরপ্রাপ্ত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা যেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এই জন্যে তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; এবং আপন অনুগ্রহরূপ প্রতাপের প্রশংসার্থে নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প বিধায় আমাদিগকে আপনার নিকটে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা দত্তকপুত্রতালাভের জন্যে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।" অনাদিকালাবধি তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, জগতের পত্তনের পূর্ব্বাবধি তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণার্থে মনোনীত করিয়াছেন, এমন কি, আপনার পুত্রকন্যা নাম দিয়া উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন। যীশুতে বিশ্বাসকারি ভ্রাতঃ, আশ্বাসিত হও।

(১) ইব্র ৮; ৮-১২। (২) গী ২৩; ১।

ঈশ্বর তোমার পিতা, যীশু তোমার ত্রাতা, পবিত্র আত্মা তোমার শান্তিকর্ত্তা; স্বর্গ তোমার পৈতৃক বাসস্থান, অনন্ত জীবনে তোমার অধিকার—সকলি তোমার, কেননা তুমি খ্রীষ্টের এবং খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।[১]

---

নং ২২।

## ঈশ্বরীয় দত্তকপুত্রতা।

### "প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান।"

১ যো ৩; ২।

খ্রীষ্টাশ্রিতেরা যথার্থই সৌভাগ্যবান্, কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান! শাস্ত্রে যোহন বলেন, "দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটি।"[২] ঈশ্বরের সন্তান নামটী কি পর্য্যন্ত সম্ভ্রম ও সৌভাগ্যসূচক! কয়েক বৎসর হইল মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সকলের কাছে কি পর্য্যন্ত না সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেখিবার বাসনায় রাজপথে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ সকলে বিশেষ ধূমধামের সহিত তাঁহার সমাদর করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? কারণ এই, তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সন্তান। কিন্তু যীশুভক্তেরা মহারাণীর নয়, রাজাধিরাজ সদাপ্রভু ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিগণিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আহা! তাঁহারা কেমন ধন্য ও ভাগ্যবান্! পৌল বলেন, "তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরের পুত্র আছ।" "তোমরা ঈশ্বরের পুত্র আছ, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকটহইতে তোমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; তিনি "আব্বা, পিতঃ" বলিয়া ডাকেন।"[৩] "আব্বা" শব্দে ইব্রীয় ভাষায় পিতা বুঝায়। "প্রভু কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের [দুষ্টদের] মধ্যহইতে নির্গত হইয়া পৃথক্ হও, এবং

---

(১) ১ ক ৩; ২২-২৩। (২) ১ যো ৩; ১।
(৩) গাল ৩; ২৬। ৪; ৬।

অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা, ইহা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু কহেন।"[১] আমরা ঈশ্বরের পুত্রাধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে :—

১। তিনি আমাদিগকে প্রেম করেন। সন্তানের প্রতি পিতার বাৎসল্য কেমন গাঢ়! পিতা আপন প্রিয় সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া থাকেন, স্নেহভরে অনিমেষ-নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকেন, তাহার আনন্দে আনন্দিত, তাহার দুঃখে দুঃখিত হয়েন। এই রূপে ঈশ্বর আমাদিগকে স্নেহ করেন, ও আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সন্তুষ্ট হয়েন। "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন।"[২] "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যে আছেন; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আমোদ করিবেন; তিনি আপন স্নেহে মৌনাবলম্বী, কিন্তু আনন্দ-গানদ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন।"[৩] ভ্রাতৃভগিনীগণ! তোমরা কি আপনাদিগকে নিতান্ত হেয় ও দীনহীন জ্ঞান করিতেছ? যদি যীশুতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করিয়া থাক, আশ্বাসিত হও, পরাৎপর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদিগকে পুত্রকন্যাবৎ স্নেহ করেন।

২। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হন। প্রত্যেক পিতার ইচ্ছা এই, তাঁহার সন্তানের কোন অভাব হইলে সে যেন সেই অভাব তাঁহাকে জানায়, কিম্বা কোন ভয় হইলে রক্ষার জন্য যেন পিতার আশ্রয় লয়। সন্তান প্রতি দিন উপযুক্ত ভাবে আপনার যাচ্ঞা পিতাকে জানাইলে পিতা সন্তুষ্ট হয়েন। সেই প্রকারে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রার্থনা করিবার অধিকার দিয়াছেন, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। বলিতে কি, পিতা যেমন ছোট সন্তানের অস্ফুট বাক্যে, তেমনি ঈশ্বর আমাদের অযোগ্য প্রার্থনায় প্রীত হন। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সামান্য লোকের, বিশেষতঃ বিদ্রোহী ব্যক্তির পক্ষে অতি কঠিন, কিন্তু রাজার সন্তানেরা নির্ব্বিঘ্নে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে পারেন। সেই রূপে আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের নিকটে যাইতে সাহস পাইতাম না; কিন্তু এক্ষণে যীশুর রক্তদ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি, এমন কি, তাঁহার সন্তানত্ব লাভ করিয়াছি,

(১) ২ করি ৬; ১৭, ১৮। (২) গী ১০৩; ১৩। (৩) সফ ৩; ১৭।

এখন নির্ভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি। "তাঁহারই [যীশুর] দ্বারা আমরা এক আত্মাতে [অর্থাৎ পবিত্র আত্মার সাহায্যে] পিতার নিকট প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।"[১] "আমরা যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি।"[২] ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি আমাকে মান্য করিবা।"[৩] যীশু কহিয়াছেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পিতার নিকটে যদি কিছু যাচ্ঞা কর, তবে তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।" "যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমিই তাহা সিদ্ধ করিব।"[৪] প্রার্থনার বিষয়ে এই প্রকার অনেক প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। আহা, বিশ্বাসীদের পক্ষে প্রার্থনা কি বহুমূল্য অধিকার! সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে বলেন, বৎস, আমি তোমার পিতা, যীশুর রক্তদ্বারা আমি তোমাকে শয়তানের হস্তহইতে ক্রয় করিয়া দত্তক-পুত্রত্ব প্রদান করিয়াছি। তুমি আমার প্রিয় সন্তান, তোমার যে কোন অভাব, যে কোন বিপদ হউক না কেন, সকলি আমাকে জানাও, তোমার "মনের কথা আমার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বল।"[৫] আমি আপন অসীম বুদ্ধি ও প্রেম অনুসারে তোমাকে উত্তর দিব; যাহা তোমার পক্ষে ভাল, তাহাই করিব।

ভ্রাতঃ! প্রফুল্লবদন হও, তোমার এক জন স্বর্গস্থ পিতা আছেন। শুন, যীশু বলেন, "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ সন্তানদিগকে উত্তম২ দ্রব্য দান করিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক অকাতরে আপনার যাচকদিগকে উত্তম২ দ্রব্য দান করিবেন।"[৬]

৩। ঈশ্বর আমাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সন্তানদের প্রতি ইহা তো পিতার কর্ত্তব্য, অতএব পিতা ঈশ্বর আপন সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। দায়ূদ বলেন, "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অসুসার হইবে না।"[৭] "যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।"[৮] পৌল বলেন, "আমার ঈশ্বর আপন ধনাঢ্যতানুসারে প্রতাপ দিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিবেন।"[৯] তিনি পারত্রিক

---

(১) ইফ ২; ১৮। (২) ইব্র ১০; ২০। (৩) গী ৫০; ১৫।
(৪) যো ১৪; ১৪। ১৬; ২৩। (৫) গী ৬২; ৮। (৬) মথি ৭; ১১।
(৭) গী ২৩; ১। (৮) গী ৩৪; ১০। (৯) ফিল ৪; ১৯।

বিষয়ে এই সকল প্রতিজ্ঞা যথাক্ষর সফল করিবেন। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য তিনি প্রতিদিন, এমন কি, প্রতি নিমেষে যোগাইয়া থাকেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত যোগাইবেন। শয়তানের সহিত যুদ্ধ এবং স্বর্গপথে গমন করিবার জন্য যে জ্ঞান ও শক্তি আবশ্যক, তাহা ঈশ্বর আপনার অজ্ঞানতম ও দুর্ব্বলতম সন্তানকেও নিত্য দেন। বাস্তবিক যে বালক যত ছোট ও দুর্ব্বল, পিতামাতা তাহার তত্ত্বাবধারণে ততই মনোযোগী হয়েন, তাহাকে ততই স্নেহ করিয়া থাকেন; সেই প্রকারে ঈশ্বর আপনার দুর্ব্বল ও দীনহীন সন্তানদের প্রতি বিশেষ প্রেম প্রকাশ করেন। যীশু আপনার মেষগণকে ধর্ম্মপথে চালান, এবং দুর্ব্বল মেষশাবকদিগকে সস্নেহে আপনার ক্রোড়ে করিয়া বহন করেন।[১] আমাদের পিতা ঈশ্বর প্রত্যেক সন্তানকে বলেন, "আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়, কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার প্রভাব সিদ্ধি পায়।"[২] "তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয় দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন; তোমাদের জন্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলাইলে যেন তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্তে উপচিয়া পড়।"[৩]

আবার ঐহিক বিষয়ে যাহা২ প্রয়োজনীয় তাহাও ঈশ্বর আপন সন্তানদিগকে যোগাইয়া থাকেন। যিনি অদ্য পর্য্যন্ত আমাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া আসিতেছেন, তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাহা দিবেন। প্রভু যীশু ঈশ্বর হইলেও আবার সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যও বটেন; ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কি, তাহা তিনি জানেন, কেননা আপনি তাহা ভোগ করিয়াছেন; সুতরাং অকারণে আপন ভক্তদিগকে ক্ষুধিত বা পিপাসিত হইতে দিবেন না। যিনি উদর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার জন্য খাদ্য দিতে ত্রুটি করিবেন না। সত্য বটে, খ্রীষ্ট-ভক্তদের কখন২ দুঃখ ক্লেশ ঘটে, কিন্তু যখন ঈশ্বর তাঁহাদের খাদ্যের বা পরিধেয়ের অভাব ঘটিতে দেন, তখন পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্তই তাহা ঘটিতে দেন। কেহ যদি আমাদের কাহার নিকট হইতে একটী পয়সা লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটী মোহর দেয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি না লাভ হয়? আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যখন ধর্ম্মপরীক্ষার জন্য আমাদিগকে সাংসারিক বা শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে দেন, তখন তিনি আমাদের ঐহিক সুখরূপ তাম্র লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক মঙ্গলরূপ সুবর্ণ দেন।

অধিকন্তু ঈশ্বর আপন সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণও করেন। শয়তান আমাদিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু ঈশ্বর সেই শয়তানকে আমা-

(১) যিশ ৪০; ১১। (২) ২ করি ১২; ৯। (৩) ২ করি ৯; ৮।

দের "পদতলে দলিত করিবেন।"[১] এবং আমাদিগকে "সুস্থির করিয়া মন্দহইতে রক্ষা করিবেন।"[২] সদাপ্রভু আপনার প্রেমকারী সকলকে রক্ষা করেন।"[৩] দুষ্ট মনুষ্যেরা আমাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কুকল্পনা করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কস্মিন্ কালেও আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন প্রকার ব্যাঘাত করিতে পারে না। ঈশ্বর বলেন, "যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না।"[৪] এই সংসার-রূপ পরীক্ষাস্থলে আমরা পরীক্ষিত হইব বটে, কিন্তু "প্রভু [আপন] ভক্তদিগকে পরীক্ষাহইতে উদ্ধার করিতে জানেন।"[৫] আমরা গন্তব্য পথ জানি না, এবং জানিলেও নিজ শক্তিতে সেই পথ দিয়া গমন করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের পিতা ঈশ্বর আমাদিগকে "প্রবোধ দিয়া গন্তব্য পথ দেখাইবেন।"[৬] তিনিই আমাদের সহায় হইয়া প্রয়োজনীয় শক্তি দিবেন, এবং অবশেষে স্বর্গধামে গ্রহণ করিবেন। তিনি আমাদিগকে কখনই নিরাকরণ করিবেন না, [৭] কিছুতেই তাঁহার প্রেম হইতে আ-মাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।[৮] যীশুর প্রতিজ্ঞা এই, "আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি, তাহারা অনন্তকালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে লইবে না।"[৯]

৪। ঈশ্বর আমাদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করেন। তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন আমরা পবিত্র হই। "ঈশ্বরের বাসনা কি? না আমাদের পবিত্রতালাভ।" আর সেই বাসনানুসারে তিনি আমাদিগকে "সর্ব্ব-তোভাবে পবিত্র" করিবেন।[০] এই জন্য তিনি আমাদিগকে আপন শাস্ত্র দিয়াছেন। যীশু আমাদিগের জন্য পিতার কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "তোমার সত্যে তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।"[১] কোন ধার্ম্মিক পিতা যেমন সৎশিক্ষাদ্বারা আপন সন্তানগণকে সদাচারী করিতে চেষ্টা পান, তেমনি পিতা ঈশ্বর আপন বহুমূল্য বাক্যদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করেন। আবার পিতা যেমন সন্তানের প্রতি আপনার সমস্ত ব্যবহারে তাহার মঙ্গল লক্ষ্য করেন,—যাহাতে তাহার কল্যাণ হয়, কেবল তাহাই করেন,—সেই প্রকারে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য সকলই করেন। চিকিৎসক পীড়িতের আরোগ্য লক্ষ্য করিয়া, তাহার অবস্থা দিন২ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কখন

---

(১) রো ১৬; ২০। (২) ২ থি ৩; ৩। (৩) গী ১৪৫; ২০। (৪) যিশ ৫৪; ১৭। (৫) ২ পি ২; ৯। (৬) গী ৩২; ৮। (৭) ইব্র ১৩; ৫। (৮) রো ৮; ৩৮, ৩৯। (৯) যো ১০; ২৮। (০) ১ থি ৪; ৩। ৫; ২৩, ২৪। (১) যো ১৭; ১৭।

এক প্রকার কখন অন্য প্রকার ঔষধ দেন, এমন কি, কখন বা অতি তিক্ত ঔষধ দিতেও বিহিত বুঝেন; সেইরূপ ঈশ্বর কখন সুখ, কখন বা দুঃখ দিয়া আমাদিগকে পাপরূপ রোগ হইতে মুক্ত করেন; যাহা আমাদের পক্ষে ভাল, তাহা তিনি উত্তমরূপে জানেন, সুতরাং কেবল তাহাই ঘটিতে দেন। এই হেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, "ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে।"[১] খ্রীষ্টভক্তের পক্ষে প্রত্যেক ঘটনা সুফলদায়িকা।

বিশেষতঃ ঈশ্বর অনেক বার দুঃখদ্বারাই আমাদের মঙ্গল করেন। কোন বালক দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য, সেই শাস্তি বালকের আপাত-দুঃখজনক বোধ হয় বটে, তথাপি তাহার ফল পরিণামে অতিশয় মঙ্গলজনক হইয়া উঠে। সেই প্রকারে আমরা অনেক বার ঈশ্বরীয় শাস্তিদ্বারা পবিত্রীকৃত এবং স্বর্গের জন্যে প্রস্তুত হই। এই বিষয়ে শাস্ত্রের বচন শ্রবণ কর, "হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, এবং তাঁহাহইতে অনুযোগ পাইতে ক্লান্ত হইও না। কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন। যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি না দেন, এমন পুত্র কোথায়?" ঈশ্বর "হিতের নিমিত্তে, অর্থাৎ আমরা যেন তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই, তন্নিমিত্ত শাস্তি দিতেছেন। পরন্তু যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে।"[২] ভ্রাতৃগণ, এই সুমধুর বাক্য এবং শাস্ত্রের এবম্বিধ আর ২ বচন তোমাদিগের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখ, দুঃখের সময়ে নিরাশ বা অবসন্ন হইও না; নিশ্চয় জানিবে, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর কেবল প্রেম-ভাবে মঙ্গলার্থেই আমাদিগকে দুঃখ দিয়া থাকেন।

৫। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বর্গের অধিকারী করিয়াছেন। সন্তানেরা পিতার দায়াধিকারী। খ্রীষ্টানুগামীর প্রতি শাস্ত্রের উক্তি এই, "তুমি আর দাস নহ, পুত্র হইয়াছ; এবং পুত্র হওয়াতে ঈশ্বরদ্বারা দায়াধিকারী হইয়াছ।"[৩] "যদি সন্তান হই, তবে দায়াদও হই, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই।"[৪] আমরা যীশুতে বিশ্বাস করণদ্বারা এক্ষণেই

(১) রো ৮; ২৮। (২) ইব্রী ১২; ৫-১১ (৩) গালা ৪; ৭। (৪) রো ৮; ১৭।

অনন্ত জীবন প্রাপ্ত আছি।[১] আর যাহা পাইয়াছি, তাহা স্বর্গীয় সুখের বায়না ও অগ্রিমাংশাস্বাদনস্বরূপ। ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের জন্যে একটী স্বর্গীয় বাসা প্রস্তুত করিয়াছেন।[২] তিনি "অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াংশলাভের নিমিত্তে আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন। সেই দায়াংশ স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে।"[৩] ঈশ্বরের সন্তানেরা স্বর্গীয় অনন্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, হতাশ্বাস ও অবসন্ন হইও না। "তোমরা শিথিল হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল কর।"[৪] তোমরা যদি বাস্তবিক যীশুতে বিশ্বাসকারী ও তাঁহার আজ্ঞাবহ লোক হও, তবে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, পরাৎপর সদাপ্রভু তোমাদের পিতা ও যীশু তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঈশ্বর তোমাদিগকে পুত্রবৎ প্রেম করেন, তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মরণ পর্য্যন্ত করিবেন, তিনি অনবরত তোমাদের হিতদায়ক শাসন করেন, এবং তিনিই তোমাদের জন্যে স্বর্গীয় দায়াধিকার সঞ্চিত করিয়াছেন। আহা! "পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই।"

---

## নং ২৩।

# প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন।

### "আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন; হাঁ, প্রভো যীশু, আইসুন।" প্রক ২২; ২০।

এ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরের বহুবিধ মহদ্গুণ, যীশু খ্রীষ্টের সাধিত কার্য্য, পবিত্র আত্মার বর্ত্তমান কার্য্য, পরিত্রাণের পথ ও বিশ্বাসীদের সৌভাগ্য প্রভৃতি কতিপয় অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় বিবেচনা করিয়াছি, এখন ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। স্বভাবতঃ কোন মনুষ্য এক দিনেরও ভবিষ্যৎ ঘটনা জানে না, ইহা সত্য, কিন্তু ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যজ্-জ্ঞানী ঈশ্বর আপন অসীম দয়া ও বিজ্ঞানক্রমে ভাবী বিষয় যৎকিঞ্চিৎ মনুষ্যদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ধ্যান করা বিধেয়।

---

(১) যো৩; ৩৬। (২) যো ১৪; ২। (৩) ১ পি ১; ৪। (৪) ইব্র ১২; ১২।

আমাদের জ্ঞাতব্য যাবতীয় ভবিষ্যৎ বিষয়ের মধ্যে প্রভু যীশুর পুনরাগমন সংক্রান্ত শিক্ষা অতি গুরুতর ও বিশেষ সান্ত্বনাদায়ক। তিনি যে বাস্তবিক পুনরায় আসিবেন, ইহা সুনিশ্চিত; বিশ্বাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ফলতঃ শাস্ত্রে ইহার বহুল প্রমাণ আছে। প্রভু যীশুর স্বর্গরোহণকালে প্রেরিতেরা "আকাশের প্রতি একদৃষ্টে" চাহিয়াছিলেন, "এমন সময়ে, দেখ, শুক্ল বস্ত্রপরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।"[১] ভাববাদিগণও এ বিষয়ে পুরাতন নিয়মে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। মহর্ষি দানিয়েল বলিয়াছিলেন, "আমি রাত্রিকালীন দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিলাম, আকাশের মেঘসহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিয়া ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই আনীত হইলেন।"[২] অতি পূর্ব্ব কালে হনোক্‌ও কহিয়াছিলেন, "দেখ, প্রভু আপন অযুত২ পবিত্র লোকে বেষ্টিত হইয়া সকলের বিচার সফল করিতে উপস্থিত।"[৩] প্রেরিতেরাও এবম্বিধ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। পিতর বলেন, "যীশুকে তিনি [ঈশ্বর] পাঠাইয়া দিবেন।" পৌল বলেন, "জয়ধ্বনি, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চরব ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্য পুরঃসর প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিবেন।"[৪] যোহন বলেন, "দেখ, তিনি মেঘমণ্ডল সহকারে আসিতেছেন, তাহাতে যাবতীয় চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে; এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় বংশ তাঁহার জন্যে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিবে।"[৫] অপিচ প্রভু যীশু আপনিও স্বীয় আগমন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; একদা তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব;"[৬] অপর সময়ে মহাযাজককে কহিলেন, "ইহার পরে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া আসিতে দেখিবা।"[৭] বাস্তবিক যীশু যে পুনরায় আসিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আবার তিনি সপ্রতাপেই আসিবেন। পূর্ব্বে তিনি "যাতনার মনুষ্য ও ব্যথার আত্মীয়"[৮] হইয়া আসিয়াছিলেন, "আপনাকে শূন্য করত

(১) প্রে ১; ১০, ১১। (২) দা ৭; ১৩। (৩) যিহু ১৪। (৪) প্রে ৩; ২০। (৫) ১ থি ৪; ১৬। (৬) প্রক ১; ৭। (৭) যো ১৪; ৩। (৮) ম ২৬; ৬৪।

দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত, এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন।”[১] কিন্তু তিনি যখন পুনরাগমন করিবেন, তখন “পরাক্রমে ও মহাপ্রতাপে বেষ্টিত” হইয়া “আকাশীয় মেঘরথে” আসিবেন।[২] তিনি অযুত২ “পবিত্র দূত” সমভিব্যাহারে “আপন প্রতাপে” ও “পিতার প্রতাপে” উপস্থিত হইবেন।[৩] তিনি “আপনার সমস্ত পবিত্র লোকের সহিত আগমন করিবেন;”[৪] অর্থাৎ যাঁহারা প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই কোটি২ “সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ”[৫] আপনাদের পুনরুত্থিত অথচ গৌরবান্বিত শরীরে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে পৃথিবীতে নামিয়া আসিবেন। তৎকালে “যীশুর নামে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালনিবাসিদের যাবতীয় জানু পাতিত হইবে, এবং যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, যাবতীয় জিহ্বা ইহা স্বীকার করিবে।”[৬] ফলতঃ, “যীশু একবার অনেকের পাপভার বহনার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বার পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপেক্ষাকারিদিগকে বিনা পাপে দর্শন দিবেন।[৭]”

প্রভু যীশু কোন্ সময়ে আসিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি, কেবল ঈশ্বর জানেন। তাঁহা বিনা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালনিবাসী কেহই তাহা বলিতে পারে না। যীশু কহেন, “সেই দিবসের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, কেবল আমার পিতা তাহা জানেন।”[৮] শাস্ত্রে বলে, প্রভুর পুনরাগমন অকস্মাৎ হইবে; “যে দণ্ডে তোমাদের অসম্ভব বোধ হয়, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।”[৯] প্রভুর আগমন বিদ্যুতের ন্যায় হইবে। তিনি বলেন, “বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিগহইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমনও হইবে।”[০] প্রভু আবার জ্ঞাত করেন যে, তিনি রাত্রিকালীন চোরের ন্যায় আসিবেন। “দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; যে ব্যক্তি জাগ্রৎ থাকে এবং “পাছে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইলে তাহার অপমান দৃশ্য হয়, ইহা ভাবিয়া আপন বস্ত্র রক্ষা করে, সেই ধন্য।”[১] এইরূপে পিতরও বলেন,

(১) যিশ ৫৩ অধ্য। (২) ফিল ২; ৭, ৮। (৩) ম ২৪; ৩০। (৪) ম ১৬; ২৭। ২৫; ৩১। (৫) ১ থি ৩; ১৩। (৬) ইব্র ১২; ২৩। (৭) ফিল ২; ১, ০১১। (৮) ইব্র ৯; ২৮ ৯) ম ২৪; ৩৬। (৯) ম ২৪; ৪৪। (০) ম ২৪; ২৭। (১) প্রক ১৬; ১৫।

রাত্রিকালীন চোরের ন্যায় প্রভুর দিন আসিবে।"[১] ভ্রাতৃগণ, প্রভু আসিবেন, হঠাৎ আসিবেন, অনিশ্চিত সময়ে আসিবেন, অতএব সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। "ইহা জানিও, চোর কোন্ দণ্ডে আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিত, তবে জাগ্রৎ থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।"[২]

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রভু আসিয়া কি করিবেন? ইহার উত্তর এই, তিনি সমস্তের সুধারা স্থাপন করিবেন; ফলতঃ প্রভুর দিন, "সকলের সুধারা পুনঃস্থাপনের সময়"[৩] নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই দিনে প্রভু সমস্ত গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিবেন, "প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; তিনিই অন্ধকারাবৃত গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিময় করিবেন, এবং হৃদয় সকলের মন্ত্রণা ব্যক্ত করিবেন।"[৪] তখন প্রভুর এই বাক্য সফল হইবে, যথা, "প্রকাশিত না হইবে, এমন প্রচ্ছন্ন কিছুই নাই, এবং জানা না যাইবে এমন গুপ্ত কিছুই নাই।"[৫] সেই দিনে "ঈশ্বর মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকল ধরিয়া যীশু খ্রীষ্টদ্বারা বিচার করিবেন।"[৬] ধার্ম্মিকেরা গোপনে যে২ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার ফল প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ করিবেন,[৭] এবং দুষ্টেরা অন্ধকারে ও লোকদের অজ্ঞাতসারে যে২ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা তাহার দণ্ড পাইবে। প্রভুর দিনে ঈশ্বরভক্তেরা আর তাড়িত ও অপমানিত হইবেন না এবং পাষণ্ডেরা আর মর্য্যাদাপন্ন থাকিবে না। তখন কপটীরা আর ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করিতে পারিবে না; কেননা সকলই আলোকে প্রকাশিত হইবে; মনুষ্যমাত্রের গুপ্ত কর্ম্ম, এমন কি, গুপ্ত ভাব ও চিন্তাও ব্যক্ত হইবে। "প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে। ফলতঃ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নিতেই হয়, তাহাতে প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি২ প্রকার, ঐ অগ্নি তাহার পরীক্ষা করিবে।"[৮]

আবার প্রভুর দিনে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল মনুষ্যের পুনরুত্থান হইবে। যীশু বলেন, "এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং সদাচারিগণ জীবনসমন্বিত পুনরুত্থানার্থে ও দুরাচারিগণ বিচারসমন্বিত পুনরুত্থানার্থে বাহিরে আসিবে।"[৯] কিন্তু

---

(১) ২ পি ৩; ১০। (২) লূ ১২; ৩৯, ৪০। (৩) প্রে ৩; ২১। (৪) ১ করি ৪; ৫।
(৫) লূ ১২; ২। (৬) রো ২; ১৬। (৭) ম ৬; ৪। (৮) ১ করি ৩; ১৩।
(৯) যো ৫; ২৮, ২৯।

এই বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে একটু মতভেদ আছে। কেহ ২ বলেন, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় প্রকার লোক এক সময়েই উঠিবে, পরন্তু আর কেহ ২ বলেন, শাস্ত্রের শিক্ষানুসারে প্রথমে ধার্ম্মিকেরা উঠিবেন, পরে প্রভু যীশু প্রকাশ্যরূপে সহস্র বৎসর এই জগতে রাজত্ব করিবেন, তাহার পরে অধার্ম্মিকদের পুনরুত্থান হইবে। যাহা হউক, প্রভুর আগমনকালে তাঁহার আশ্রিতেরা উত্থিত হইবেন, ইহা নিশ্চয়। "খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ [হইয়া উঠিয়াছেন], পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে"[১] উঠিবেন, এবং তৎকালে হউক, কিম্বা বহু বৎসর পরে হউক, যীশুর পুনরাগমন হইলে পর, অধার্ম্মিকগণও উত্থিত হইবে, ইহা প্রভু যীশুর পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে। পুনরুত্থান বিষয়ে এই শাস্ত্রীয় শিক্ষা অতিশয় আশ্চর্য্য। মনুষ্যদের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ, কিম্বা কবরে শায়িত ও মৃত্তিকায় লীন হইয়া থাকে, তবে সেই দেহ কেমন করিয়া পুনরুত্থিত হইতে পারিবে? ইহার উত্তরস্বরূপে পৌল (১ করি ১৫ অধ্যায়ে) ভূমিতে উপ্ত বীজের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেন। গোমের বীজ মৃত্তিকায় উপ্ত হইয়া এক প্রকার মরিয়া যায়, তথাপি তাহাহইতে শত গুণ ফলবিশিষ্ট নূতন চারা উৎপন্ন হয়। বোধ হয়, সেই প্রকারে যখন কোন মনুষ্যের শরীর ক্রমে ২ নষ্ট হয়, ঈশ্বর সেই শরীরের কোন প্রকার একটী সার-বীজ কোন স্থানে রক্ষা করেন; পরে শেষ দিনে পরকালের যোগ্য একটী শরীর তাহাহইতে গঠন করিবেন। যাহা হউক, কোন না কোন প্রকারে সেই মহৎ দিনে মনুষ্যদেহের পুনরুত্থান হইবেই হইবে, "কেননা সদাপ্রভুর মুখ ইহা কহিয়াছে।"

প্রভুর পুনরাগমনান্তে স্ব ২ ক্রিয়ানুসারে মনুষ্যদের বিচার হইবে। "তিনি জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচারকর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যক্তি।"[২] "প্রত্যেক জন দেহ সহকারে উপার্জ্জিত ফল, অর্থাৎ আপনার কৃত ভাল কি মন্দ কর্ম্মের অনুরূপ ফল যেন পায়, তন্নিমিত্ত খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে।"[৩] প্রভু যীশু আপনি বলেন, পিতা "সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন।"[৪] তিনি আরও বলেন, "যখন মনুষ্যপুত্র পবিত্র দূত সমুদয়কে সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। এবং যাবতীয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে পালরক্ষক

---

(১) ১ করি ১৫; ২৩। (২) প্রে ১০; ৪২। (৩) ২ করি ৫; ১০। (৪) যো ৫; ২২।

যেমন ছাগহইতে মেষ সকলকে ভিন্ন করে, তদ্রূপ তিনি তাহাদের একহইতে অন্যকে পৃথক্ করিয়া মেষগণকে আপনার দক্ষিণ দিগে, এবং ছাগ সকলকে বাম দিগে রাখিবেন।...পরে ইহারা অনন্ত দণ্ড কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করিতে যাইবে।"[১] সেই মহৎ দিনের বিষয়ে যোহন এই রূপ লিখেন যথা, "অপর আমি এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখহইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল; তাহাদের নিমিত্তে আর স্থান পাওয়া গেল না। অনন্তর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ [যাবতীয়] মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পরে কএকখান গ্রন্থ খোলা গেল, এবং জীবনপুস্তক নামে অন্য এক গ্রন্থ খোলা গেল, এবং মৃত লোকেরা গ্রন্থগণে লিখিত প্রমাণে আপন ২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। এবং সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে প্রত্যর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে প্রত্যর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু। এবং জীবনপুস্তকে যে কাহারো নাম লিখিত ছিল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।"[২]

আহা, প্রভুর সেই দিন কেমন মহৎ দিন হইবে! তাঁহার আশ্রিতদের পক্ষে তাহা মহা শুভ দিন, কিন্তু অবিশ্বাসীদের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর! "রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন আইসে। ফলতঃ লোকে যখন বলে, শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা, তখন তাহাদের কাছে গর্ব্ভবতীর প্রসববেদনার ন্যায় আকস্মিক সংহার উপস্থিত হয়, তাহারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারে না।"[৩] তখন তাহারা "গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া কহিবে, হে পর্ব্বত ও শৈল সকল, আমাদের উপরে পড়িয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিহইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধহইতে আমাদিগকে সংগোপন কর; কেননা তাঁহার ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত হইল; কে তাহাতে তিষ্ঠিতে পারে?"[৪] হায়! তৎকালে তাহারা "অনন্ত দণ্ড ভোগ করিতে যাইবে।"

পরন্তু ধার্ম্মিকেরা, অর্থাৎ যাঁহারা প্রভু যীশুদ্বারা ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতা ও আন্তরিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই মহৎ দিনে যার পর নাই উল্লাসিত হইবেন; তৎকালে তাঁহাদের "শোকের

(১) ম ২৫; ৩১-৪৬। (২) প্র ২০; ১১-১৫। (৩) ১ থি ৫; ২, ৩। (৪) প্র ৬; ১৫-১৭।

দিন সমাপ্ত হইবে,"[১] তাঁহারা আর অপমানিত ও দুঃখিত হইবেন না; তাঁহারা শয়তানের ও পাপের সহিত আর যুদ্ধ করিবেন না, কেননা শয়তান বদ্ধ[২] হইবে এবং পাপের লেশমাত্র তাঁহাদের অন্তরে আর থাকিবে না, সুতরাং সেই দিনাবধি তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে সর্ব্বজয়ী বলিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তাঁহাদের আত্মা পাপহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, অথচ তাঁহাদের পার্থিব ও ক্ষয়ণীয় দেহ স্বর্গীয় ও অক্ষয় দেহে পরিণত হইবে, তাহাতে তাঁহারা অক্ষয় আত্মা ও অক্ষয় দেহ বিশিষ্ট হইয়া "অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াংশ"[৩] লাভ করিবেন। তদবধি অধর্ম্ম আর মস্তক তুলিতে পারিবে না, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যীশু সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে আপনার সেই রাজ্য স্থায়ী করিবেন, যাহা "ধার্ম্মিকতা ও শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ"[৪] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, প্রভুর পুনরাগমন ধ্যান করিয়া তোমাদের কি করা উচিত? তোমরা প্রস্তুত হও, ও জাগ্রৎ থাক, "কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা জান না।"[৫] বিশ্বাসে, প্রেমে, সদাচরণে স্থির থাক, তিনি আসিয়া যেন তোমাদিগকে তাঁহার জন্যে প্রস্তুত ও জাগ্রৎ দেখেন।[৬] "আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক; পাছে কোন সময়ে মদ্যভারে ও মত্ততাতে এবং জীবিকার চিন্তাতে তোমাদের হৃদয় ভারী হইলে সেই দিন অকস্মাৎ তোমাদের প্রতি উপস্থিত হয়। কেননা ফাঁদের ন্যায় তাহা সমস্ত ভূতলে বাসকারি সকলের প্রতি উপস্থিত হইবে। অতএব তোমরা যেন এই সকল ভাবি ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে যোগ্য-হও, এই নিমিত্তে সর্ব্ব সময়ে প্রার্থনা করিতে২ জাগ্রৎ থাক।"[৭] সেই মহৎ দিনের "অপেক্ষাতে"[৮] থাকা আমাদের উচিত; প্রভুর পুনরাগমন আমাদের প্রত্যাশার বিষয় হউক,[৯] আমরা যেন তাঁহার আবির্ভাব ভাল বাসি,[০] সেই আবির্ভাবের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া "প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত সহিষ্ণু" থাকি।[১] তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদিগকে "শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষরূপে উপস্থিত করিবেন।"[২]

---

(১) যিশ ৬০; ২০। (২) প্র ২০; ২। (৩) ১ পি ১; ৪। (৪) রো ১৪; ১৭। (৫) ম ২৪; ৪২। (৬) মা ১৩; ৩৩-৩৭। লূ ১২; ৩৫-৪৬ দেখ। (৭) লূ ২১; ৩৪-৩৬। (৮) ১ থি ১; ১০। (৯) তীত ২; ১৩। (০) ২ তী ৪; ৮। (১) ২ পি ৩; ১১। (২) যাক ৫; ৭। (৩) ১ করি ১; ৮।

## নং ২৪।

# ঈশ্বরীয় রাজ্যের শেষকালীন বিজয়।

### "যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ২ বলিবে।" গী ৭২; ১৭।

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মানবজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কোন্ ঈশ্বরভক্তের মন দুঃখে বিমগ্ন না হয়? প্রায় উনিশ শত বৎসর হইল, জগত্ত্রাতা যীশু ধরণী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি অদ্য পর্য্যন্ত অনেক লোক তাঁহার নাম কখনও শুনে নাই। জগতের পত্তনাবধি কোটি কোটি মনুষ্য জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে,—নানা দুষ্কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতেই মরিয়াছে, —পরিত্রাণের পথ জানে নাই। এই অধুনাতন অবনীতলে ন্যূনকল্পে ষষ্টি কোটি মনুষ্য ভিন্ন২ দেশে দেবপূজাদি ঘৃণার্হ পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, এবং দিন দিন তদবস্থায় শত শত লোক পরলোক প্রাপ্ত হইতেছে; ইহাদের অধিকাংশই প্রভু যীশুর অমৃতময় নাম কখনও শ্রবণ করে নাই, অনেকে শুনিয়াও প্রভুকে অগ্রাহ্য করে। যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশ আবার কোন না কোন ভ্রষ্ট খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বী। পুনশ্চ যাহারা শাস্ত্রীয় শিক্ষানুযায়ী সত্য মতাবলম্বী বলিয়া বিদিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ লোক কেবল মুখেই শাস্ত্র মানে, কার্য্যে যীশুর অনুগমন করে না। এই জগতে ভাক্ত খ্রীষ্টীয়ান অনেক, ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান অতি অল্প। আবার যখন আমরা এই ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন ইহার অবস্থা কেমন শোচনীয় বোধ হয়! হায়! "সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কারণ জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়।"[১] এই বঙ্গভূমিতে খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা কত অল্প, আবার সেই অল্পসংখ্যক খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে কত লোক সেই পবিত্র নামের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া দিনযামিনী ক্ষেপণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য দেবপূজক ও মুসলমান রহিয়াছে, তাহারা প্রভু যীশুকে আপনাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে না। বস্তুতঃ যাহারা পরিত্রাণের পথ জানে না, কিম্বা জানিয়াও সেই পথে গমন করে না, চারি দিকেই এমন অগণ্য লোক বাস করিতেছে। যখন আমরা এই বিষয় ধ্যান করি, তখন মনোমধ্যে

(১) মথি ৭; ১৩, ১৪।

চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরের কাছে আর্ত্তস্বর করিয়া কহি, "হে সদাপ্রভো, দুষ্টগণ কত কাল উল্লাস করিবে?" "তুমি আপন হস্ত, হাঁ, দক্ষিণ হস্ত কেন সঙ্কুচিত রাখিতেছ?" "দুষ্টগণের দৌর্জ্জন্য শেষ হউক।"[১]

ধর্ম্মযুদ্ধের পরিণাম কি? জগতের শেষাবস্থা কিরূপ হইবে? দুষ্টতা কি সর্ব্বদাই প্রবল থাকিবে? খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃগণ, আশ্বাসিত হও, প্রভু যীশু শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিবেন। ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান সমস্ত জগতে ব্যাপিবে। ঈশ্বরের সুমধুর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; "সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।" "ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে।"[২]

১। সদাপ্রভু ও তাঁহার অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা যীশু সর্ব্বজয়ী হইবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। ফলতঃ স্বর্গীয় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, নারকীয় শয়তান তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া কখনই জয়লাভ করিতে পারিবে না। শয়তান পরাৎপর ঈশ্বরকে পরাজয় করিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বর নিঃসন্দেহে শয়তানকে জয় করিবেন, যীশু নিঃসন্দেহে সমুদয় শত্রুকে জয় করিবেন। ঈশ্বর জগৎকে আপনার গৌরবার্থেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎ আপন সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকৃত রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজবিদ্রোহদোষে লিপ্ত হইয়াছে। তথাপি রাজাধিরাজ সদাপ্রভু জগৎকে পুনর্ব্বার আপনার অধীন ও আজ্ঞাবহ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি কি কৃতকার্য্য হইবেন না? যদি পৃথিবীর অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত অদ্যকার ন্যায় শোচনীয় থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের আস্ফালন ও উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকিত না, কিন্তু ইহা কখনই হইতে পারিবে না। ঈশ্বরের রাজ্য অবশেষে সর্ব্বজয়ী হইবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ।

২। ঈশ্বরীয় রাজ্যের ইতিহাসও এই জয়-পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ধর্ম্মপুস্তকে বাল, বেল, নবো, মোলক[৩] প্রভৃতি নানা দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে মিসরীয়, মোয়াবীয়, বাবিলীয় প্রভৃতি নানা জাতীয়েরা সেই সকল দেবের উপাসক ছিল; লক্ষ২, কোটি২ মনুষ্য সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত; কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীতে এক জনও তাহাদের উপাসনা করে না। সেই সমস্ত দেবদেবীর পূজা ভূতলহইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৮০০ বৎসর হইল, প্রায় সমুদয় পৃথিবীনি-

(১) গী ৭; ১৯। ৭৪; ১১। ৯৪; ৩। (২) হব ২; ১৪। ইব্র ৮; ১১।
(৩) ১ রাজ ১৮; ১৯। যিশ ৪৬; ১। প্রে ৭; ৪৩।

বাসীরা দেবপূজক ছিল। কেবল যিহূদীরা সত্য ঈশ্বরের সেবা করিত, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। তাহাদের ভিন্ন আর কোটি ২ মনুষ্য পৃথিবীতে বাস করিত, তাহারা সকলে সর্ব্বদেশে নানা দেবতার পূজা করিত। অধুনা যেমন রাম, কৃষ্ণ, দুর্গাদি দেবদেবী ভারতবর্ষে পূজিত হইতেছে, তেমনি তৎকালে দ্যুপিতর, মর্কুরিয়, দীয়ানা [১] প্রভৃতি অনেক দেবদেবী কোটি ২ লোকের দ্বারা পূজিত হইত। হয় ত তখনকার খ্রীষ্টীয়ান ও প্রচারকগণ বার বার অবসন্নচিত্তে পরস্পর বলিয়াছিলেন, 'আহা! সর্ব্বজন-সমাদৃত এই সমস্ত দেবদেবীর সেবা নিবারণ করিতে আমরা কি সমর্থ হইব? রাজাধিরাজ কৈসর ও সমস্ত কর্ত্তৃত্ববিশিষ্টেরা দ্যুপিতরকে পরমেশ্বর বলিয়া মানেন; "সমস্ত আশিয়া, এবং জগৎসংসার দীয়ানা মহাদেবীর পূজা করে," [২] আমরা একে অল্পসংখ্যক, তাহাতে আবার দুর্ব্বল, ঐ মহৎ বিগ্রহনিচয়ের বিরুদ্ধে আমরা কি কিছু করিয়া উঠিতে পারিব?' মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মনোমধ্যে এরূপ উদ্বেগ-তরঙ্গের প্রবল আঘাত অনুভূত হইলেও তাঁহারা নিরাশ হইলেন না, কিন্তু "ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ" জানিয়া "সম্পূর্ণ সাহস পূর্ব্বক প্রভুর বাক্য কহিতে" [৩] প্রবৃত্ত থাকিলেন। ক্রমে ঐ সকল দেবতার পূজা হ্রাস হইতে লাগিল, অবশেষে একবারে লুপ্ত হইল। এখন তাহাদের নাম পৃথিবীর কুত্রাপি মাননীয় নহে, এক জনও তাহাদের আরাধনা করে না, তাহাদের পূজা ভূতলহইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। ১৮০০ বৎসর হইল, ইংলণ্ডনিবাসী সকলে দেবপূজক ও অসভ্য ছিল; কিন্তু অনেক শতাব্দী অবধি ইংরাজ জাতি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। সেই প্রকারে এখন নানা দেশে দেবদেবীর পূজা হ্রাস পাইতেছে। ৮০বৎসর হইল, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দ্বীপনিবাসীরা দেবপূজক ও ভয়ানক অসভ্য ছিল, এমন কি, তাহাদের মধ্যে অনেকে মনুষ্য-মাংস ভোজন করিত, কিন্তু এখন ঐ সাগরান্তর্বর্ত্তী বহুসংখ্যক দ্বীপের সমুদয় অধিবাসী সভ্য খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে সহস্র ২ লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়া ঈশ্বরীয় ভীতিতে কাল যাপন করিতেছে। [৪] ৬০ বৎসর হইল, মাদাগাস্কার দ্বীপের নিবাসীমাত্রেই দেবপূজক ছিল। তৎপরে যদিও কয়েক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান হয়, তথাপি তাহারা অনেক বৎসর এক জন ক্রূরচরিত্রা নির্দ্দয়া রাজ্ঞীদ্বারা ভয়ানকরূপে তাড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ হইলেও

(১) প্রে ১৪; ১২। ১৯; ২৪। (২) প্রে ১৯; ২৭। (৩) প্রে ৪; ২৯।
(৪) যিশ ২; ২০।

"ঈশ্বরের বাক্য বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রবল হইল।"[১] ১৮৬৬ সালে ঐ দ্বীপে ১৩,০০০, তেরো সহস্র খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচ সহস্র জন মণ্ডলীভুক্ত ছিল; ১৮৭৯ সালে, আড়াই লক্ষ (২৫০,০০০) খ্রীষ্টীয়ান ছিল, তন্মধ্যে সত্তরি সহস্র জন (৭০,০০০) মণ্ডলীভুক্ত।

ভারতবর্ষেও প্রভুর রাজ্য দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষে প্রায় এক জনও দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ছিল না, আর হিন্দু সমাজের সমস্ত লোক একান্তমনে দেবপূজায় রত ছিল। এখন কত সহস্র লোক হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিলেও প্রতিমা পূজা অকর্ত্তব্য জ্ঞান করে; তীর্থযাত্রীদের সংখ্যাও বৎসর২ হ্রাস পাই-তেছে। কত হিন্দু ও মুসলমান অদ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে! খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যাও দিন দিন কত বৃদ্ধি পাইতেছে! ১৮৩০ সালে ভারতবর্ষে অনুমান ২৭,০০০ দেশীয় প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান ছিল, এখন প্রায় ৫০০,০০০ পাচ লক্ষ জন আছে। প্রতি বৎসর ভারত-বর্ষে লক্ষ২ লোক সুসমাচার শ্রবণ করে, লক্ষ২ ট্রাক্ট ও ধর্ম্মপুস্তকের অংশ বিক্রয় হয়। সহস্র২ লোক খ্রীষ্টীয় সমাজভুক্ত হইতেছে, এবং শত২ লোক মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাসসহকারে পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করি-তেছে। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পাষণ্ড ও দুর্ম্মতি, তাহাদের মধ্যেও অনেকে বৎসর২ প্রভুর সর্ব্বজয়ী প্রেম-পরাক্রমে পরাভূত হইয়া তাঁহার প্রকৃত সেবক হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ঈশ্বরীয় রাজ্যের শেষকালীন জয়ের পক্ষে মণ্ডলীর ইতিহাস বহুল পরিমাণে সাক্ষ্য দেয়।

৩। ঈশ্বরীয় রাজ্য চরমে জয়যুক্ত হইবে, এই বিষয়ে প্রভু আপন শাস্ত্রে অনেক সুস্পষ্ট ও সুমধুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি অব্রা-হামের নিকট বলিয়াছিলেন, "তোমার বংশে [খ্রীষ্টে] পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"[২] "পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে।"[৩] "তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন।"[৪] "যে ছোট, সে সহস্র হইয়া উঠিবে, ও যে ক্ষোদিষ্ঠ, সে বলবান্ জাতি হইয়া উঠিবে।"[৫] "যে দেবগণ গগণমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করে নাই, তাহারা এই ভূমণ্ডলহইতে ও এই গগণমণ্ডলের অধোহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"[৬] "তাঁহাকে [যীশুকে] কর্ত্তৃত্ব ও মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; তাহাতে সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকেরা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তাঁহার

(১) প্রে ২২; ২৪। (২) আ ২২; ১৮। (৩) গী ২২; ২৭। (৪) গী ৭২; ৮।
(৫) যিশ ৬০; ২২। (৬) যির ১০; ১১।

কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব ও অলোপ্য, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য।”[১] “তিনি [ঈশ্বর] যাবতীয় দেবকে ক্ষীণ করিবেন।”[২] “যাবৎ তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে দলিত না করিবেন, তাবৎ খ্রীষ্টকে রাজত্ব করিতে হইবে।”[৩] “তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা ধর্ম্মের নিবাস নূতন গগণমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতে আছি।”[৪] “স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে অনেকের এই রূপ বাণী হইল, জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে২ রাজত্ব করিবেন।”[৫] এই মর্ম্মের আরও অনেকানেক সুমধুর প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ, গীত ২, ৪৫ ও ৭২, যিশায়াহ ২, ১১ ও ৬০, দানিয়েল ২ ও ৭ এবং প্রকাশিত বাক্য ১৯ ও ২০ অধ্যায় ধ্যান ও আলোচনা করিলে এ বিষয়ের বিশেষ প্রামাণ্য অবগত হওয়া যাইবে।

নির্যাস এই, ঈশ্বরের পরমার্থ রাজ্য পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইবে, এবং “যাবতীয় প্রাণী ঈশ্বরীয় স্বীকৃত পরিত্রাণ দেখিবে।”[৬] আর ন্যূনকল্পে সহস্র বৎসর শয়তান বদ্ধ ও ঈশ্বরীয় রাজ্য প্রবল হইবে।[৭] এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ইহা কি প্রকারে হইবে? এই বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, যেমন অদ্যাপি, তেমনি শেষ পর্য্যন্ত কেবল সুসমাচার প্রচারদ্বারা পবিত্র আত্মার প্রভাবগুণে সমস্ত জগৎ প্রভুর প্রতি আকর্ষিত হইবে। অন্যেরা বলেন, সেই বর্ষসহস্রের পূর্ব্বে প্রভু যীশুর পুনরাগমন হইবে, তাহাতে তিনি আপন স্বর্গীয় প্রতাপে আসিয়া “আপন আগমনের আবির্ভাবদ্বারা”[৮] সমুদয় শত্রুকে লোপ করিবেন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ মত গ্রহণীয়, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যেক ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা পূর্ব্বক শাস্ত্রে এই বিষয় অনুসন্ধান করুন। আমাদের কথা এই, যদি প্রথম মত গ্রহণীয় হয়, অর্থাৎ যীশু যদ্যপি বর্ষসহস্রের শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গে থাকেন, তথাপি তিনি আত্মিক ভাবে আমাদের সঙ্গে এখনও আছেন, এবং নিরন্তর থাকিবেন, কেননা তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই, “যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।”[৯] যীশু ভিন্ন আমরা কিছুই করিতে পারি না,[০] কিন্তু

(১) দা ৭; ১৪। (২) সফ ২; ১১। (৩) ১ করি ১৫; ২৫। (৪) ২ পি ৩; ১৩।
(৫) প্র ১১; ১৫। (৬) লূ ৩; ৬। (৭) প্র ২০; ২।
(৮) ২ থি ২; ৮। (৯) ম ২৮; ২০। (০) যো ১৫; ৫

আমরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলতম হইলেও তাঁহার সাহায্যে বীরত্ব প্রকাশ করিতে এবং ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হইতে পারি। তিনি স্বর্গে থাকিলেও সাহায্যার্থে নিত্য আমাদের সহিত বর্ত্তমান আছেন। আবার যদি দ্বিতীয় মত শাস্ত্রানুসারে গ্রহণীয় হয়, অর্থাৎ যীশু যদ্যপি বর্ষসহস্রের পূর্ব্বে প্রকাশ্যরূপে স্বর্গহইতে মেঘরথে অবতীর্ণ হইয়া আপনার প্রতাপে সেই শান্তিপূর্ণ সহস্র বৎসর প্রতিষ্ঠা করিতে নিযুক্ত হয়েন, তথাপি তাহার পরেও পবিত্র আত্মার কার্য্য পূর্ব্বমত আবশ্যক হইবে, আর কেবল সেই প্রভাবেই পাপীদের মন খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত হইবে। ফলতঃ যদিও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার স্বর্গীয় প্রতাপদ্বারা একেবারে সমুদয় শত্রুকে পরাভূত ও সমুদয় বাধা দূর করিয়া পৃথিবীতে আপনার বাহ্যিক রাজ্য স্থাপন করেন, তথাপি তখনও মনুষ্যদের অন্তঃকরণে তাঁহার আন্তরিক রাজ্য সংস্থাপন করা পবিত্র আত্মারই কার্য্য থাকিবে। যীশুর প্রকাশপ্রাপ্তির পরেও সুসমাচারের প্রচার আবশ্যক হইবে, তখনও "পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা" মনুষ্যেরা "পরিত্রাণ" পাইবে, [১] এবং তিনি "সত্যস্বরূপ বাক্যদ্বারা" তাহাদিগকে "জন্ম" দিবেন।[২]

ভ্রাতৃগণ, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? চতুর্দ্দিকে সহস্র ২, এমন কি, লক্ষ ২ মনুষ্য পাপপথ দিয়া নরকাভিমুখে গমন করিতেছে। কেবল সুসমাচারদ্বারাই তাহাদের পরিত্রাণ হইতে পারে। ঈশ্বর আমাদেরই হস্তে সেই সুসমাচাররূপ নিধি অর্পণ করিয়াছেন। সকলকেই এই জীবনদায়ক বাক্য জ্ঞাত করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু যীশু আমাদের সঙ্গী, পবিত্র আত্মা আমাদের মুখ-নির্গত অযোগ্য বাক্য সফল ও সবল করেন, পিতা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্য দিগ্বিজয়ী ও জগদ্ব্যাপী হইবে, অতএব আইস, আমরা আশ্বাসযুক্ত হইয়া জগৎ-কল্যাণ-দায়িনী শুভবাণী প্রচার করি। আহা! পৃথিবীর শেষগতি কেমন শুভগতি হইবে; শয়তানের পরাক্রম ধ্বংসিত হইবে, এবং প্রভু যীশু জয়ী ও কৃতকার্য্য হইবেনই হইবেন। সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের প্রতাপে পরিপূর্ণ হইবে। "হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়। প্রভুর সম্বন্ধে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ নহে, ইহা জ্ঞাত হও।" [৩]

---

(১) তী ৩; ৫। (২) যাক ১; ১৮। (৩) ১ করি ১৫; ৫৮।

## নং ২৫।

# দুষ্টদের শেষগতি।

### "ইহারা অনন্ত দণ্ড ভোগ করিতে যাইবে।" ম ২৫; ৪৬।

ইহকালে অনেক সময়ে দেখা যায়, ধার্ম্মিকেরা বিবিধ প্রকারে ক্লিষ্ট, কিন্তু দুষ্টেরা ঐহিক সুখসম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া কাল হরণ করিতেছে। দুর্ব্বল বিশ্বাসী গীতলেখক আসফের ন্যায় "দুষ্টদের কল্যাণ" দেখিয়া বার বার "ঈর্ষ্যা"পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন, "দেখ, তাহারা সকলে দুর্জন, তথাপি চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে আমি নিতান্ত বৃথা অন্তঃকরণ পরিষ্কার ও পবিত্রতাতে হস্ত প্রক্ষালন করিলাম।" কিন্তু তিনি যখন "তাহাদের অন্তিম ফলোদয় বিবেচনা" করেন, তখন আর ঈর্ষ্যা করেন না; বলেন, "তুমি তাহাদিগকে নিতান্ত পিচ্ছিল স্থানে রাখিতেছ, তাহাদিগকে নিপাত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছ। তাহারা এক নিমিষের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়!"[১] অতএব "কুসঙ্কল্পসাধক যে ব্যক্তি আপন গতিতে কৃতার্থ হয়, তাহার বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না," "কেননা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির অন্তিম ফলোদয় হয়। কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ একেবারে নষ্ট হইবে; দুষ্টদের অন্তিম ফলোদয় উচ্ছিন্ন হয়।"[২] "দুষ্ট লোক মরিলে তাহার আশ্বাস নষ্ট হয়, এবং অধর্ম্মিদের প্রত্যাশা বিনাশ পায়।"[৩] আইস, ঈশ্বরবিষয়ক ভীতিতে বৃদ্ধি পাইবার জন্য অদ্য দুষ্টদের ভয়ানক চরমগতি ধ্যান করি।

১। ইহকালে অনেক সময়ে ঈশ্বরের "ন্যায়বিচার"[৪] প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পাপের প্রবলতা প্রযুক্ত সমস্ত জগৎ জলপ্লাবনে বিনষ্ট এবং সদোম ও ঘমোরানিবাসীরা সগন্ধক অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছিল। অহঙ্কার ও দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ফরৌণ ও তাহার সৈন্যসামন্ত লোহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়। মিথ্যা কথা বলাতে গেহসি কুষ্ঠাহত হয়, এবং অননিয় ও সাফীরা প্রাণ হারায়। "হামন্ মর্দখয়ের জন্যে যে ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল, লোকে তাহার উপরে [সেই] হামন্‌কে ফাঁশি দিল।"[৫] ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করাতে শেষে আত্মঘাতী হইয়া মরিল, এবং

---

(১) গী ৭৩; ৩, ১২, ১৭-১৯। (২) গী ৩৭; ৭, ৩৭, ৩৮। (৩) হি ১১; ৭।
(৪) রো ২; ৫। (৫) ইষ্ট ৭; ১০।

"হেরোদ ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিল না, এই জন্যে প্রভুর দূত তৎক্ষণাৎ তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে কীটভক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।"[১] অদ্যাপি কখন কখন পাষণ্ডেরা কোন না কোন প্রকার ভয়ানক মৃত্যুদ্বারা ঈশ্বরের "ন্যায়বিচারের" উদাহরণস্থল হইয়া উঠে। অদ্যাপি অনেক বার শাস্ত্রের এই বচন সফল হয়, যথা,—"সে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে, কিন্তু [আপনিই] আপনার কৃত গর্ত্তে পতিত হইল। তাহার উপদ্রব তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে, ও তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডের উপরে পড়িবে।" "যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুযোগ পাইয়াও শক্তগ্রীব থাকে, সে হঠাৎ ভগ্ন হইবে, তাহার প্রতিকার হইবে না।"[২]

অধিকন্তু ধর্ম্মময় বিধাতা এই নিয়ম করিয়াছেন যে, ধার্ম্মিকতার স্বাভাবিক ফল সুখ, কিন্তু অধর্ম্মের ফল দুঃখ। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পাপ প্রকাশিতবাক্যোক্ত স্বর্গদূতদত্ত সেই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির মত "মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট" লাগে, কিন্তু "উদরে তিক্তরস" হইয়া উঠে।[৩] পাপজনিত সুখ ক্ষণিক ও অসার, তাহার দুঃখ চিরস্থায়ী ও ভয়ানক। যে ব্যক্তি মদ খায়, সে আপাততঃ একটু আমোদ বোধ করে বটে, কিন্তু অবশেষে মদিরা-রাক্ষসী তাহাকে এমত শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ফেলে যে, সেই হতভাগ্য মনুষ্য ইচ্ছা করিলেও আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে না। সেই দুরন্ত হলাহল তাহার তনুমনোধন একেবারে বিনষ্ট করিতেছে জানিয়াও সে তাহা ছাড়িতে পারে না, নিত্য নিত্য সেবন করে। মদ্যপানে শরীর অসুস্থ ও মন কলঙ্কিত হয়, এবং সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়া যায়। মদ্যপায়ী আপনার ও পরিবারের সর্ব্বনাশ ঘটায়; তাহার স্ত্রীপুত্রাদির কোন প্রকার সুখ থাকে না, এবং সে আপনিও ইহকালে দুঃখী ও পরকালে নরকগামী হয়। এই রূপ যাহারা আফিং খায়, তাহারা আপাততঃ সুখ পায়, কিন্তু অবশেষে চিরন্তন দুঃখে পড়ে। তাহাদের শরীর শীর্ণ ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহারা নরকাভিমুখে যাত্রা করে। আর রিপুপরতন্ত্রদিগেরও সেই রূপ পরিণাম হয়। কামাতুর ব্যক্তি প্রথমে কুক্রিয়াতে সুখ বোধ করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাতে আর সুখ থাকে না; পক্ষান্তরে শরীর এবং আত্মা উভয়ই বিকৃত হয়। লোভী

---

(১) প্রে ১২; ২৩। (২) গী ৭; ১৫, ১৬। হি ২৯; ১।
(৩) প্রক ১০; ৯।

মনুষ্য ধন বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতার্থ হইলেও ঐ ধনে তাহার প্রকৃত সুখ হয় না; ধনলোভে মন কঠিন ও শক্তিহীন হইয়া উঠে। হীনভক্তি মনুষ্য ঐহিক সুখ পাইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাহার মনে শান্তির উদয় হয় না। পরন্তু ঈশ্বরভক্ত লোক ইহকালে দরিদ্র হইলেও আন্তরিক শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হয়। দেহের জন্য যেমন, আত্মার জন্যও তেমনি উপযুক্ত আহার প্রয়োজনীয়। দেহ যেমন ভস্মে প্রতিপালিত হইতে পারে না, "ঈশ্বরের প্রতি-মূর্ত্তিতে" সৃষ্ট[১] মানবাত্মা তেমনি ঐহিক সুখে কোন ক্রমে আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, কেবল ঈশ্বরের প্রেম ও প্রসাদদ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। পাপের সমস্ত বর্ত্তমান তিক্ত ফলের বিষয়ে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, ইহকালেও ঈশ্বর ন্যায়-বিচার করিয়া থাকেন। "যাহারা অধর্ম্মরূপ চাস ও উপদ্রবরূপ বীজ বপন করে, তাহারা ঐরূপ শস্য কাটে।"[২] "দুষ্ট লোক ভারী সন্তাপের পাত্র, কেননা তাহার হস্তকৃত অপকারের পরিশোধ তাহার প্রতি করা যাইবে।"[৩] "পাপের বেতন মৃত্যু।"[৪] "আপন শরীরের উদ্দেশে যে জন বুনে, সে শরীরহইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে।"[৫]

পরন্তু আমরা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, ইহকালে অনেক বার দুষ্টগণকে ঐহিক কল্যাণপ্রাপ্ত, এবং ধার্ম্মিকগণকে ক্লিষ্ট ও দুঃখগ্রস্ত দেখা গিয়া থাকে; এই নিমিত্তে ইহাও নিশ্চিত যে,

২। পরকালে দুষ্টদের প্রতি যাথার্থিক ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হইবে।

(ক)। মরণের পর দুষ্টেরা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণবর্জ্জিত হইবে। ইহকালে তাহাদের ধনসম্পত্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। হয় তো "তাহাদের চক্ষু মেদেতে ঠেলিয়া উঠে, ও মনের সঙ্কল্প অপরিমিত হয়।" হইতে পারে,[৬] "তাহারা চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে," কিন্তু "মরণকালে" তাহারা "কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইবে না;" তাহাদের "প্রতাপ" তাহাদের অনুগমন করিবে না।"[৭] "ধনী মাতৃগর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আইসে, যেমনি আইসে তেমনি উলঙ্গই পুনরায় প্রয়াণ করে।"[৮] দুষ্ট মনুষ্য যে ধনে আমোদ করে, তাহার একটী পয়সাও সে আপনার সঙ্গে পরলোকে লইয়া যাইতে পারিবে না। কামুক ব্যক্তি পরকালে কামে আমোদ করিতে পারিবে

---

(১) আ ১; ২৭। (২) ইয় ৪; ৮। (৩) যিশ ৩; ১১। (৪) রো ৬; ২১।
(৫) গাল ৬; ৮। (৬) গী ৭৩; ৭। (৭) গী ৪৯; ১৭। (৮) উপ ৫; ১৫।

না। মদ্যপায়ী মদ খাইতে পারিবে না, দৌরাত্ম্যপ্রিয় মনুষ্য সেখানে আর দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না। দুষ্ট মনুষ্য ইহকালে যে সকল বিষয়ে রুচিমান, পরকালে তাহার কিছুই আর ভোগ করিতে পারিবে না, সুতরাং সেই অনন্ত পরকালে তাহার কোন প্রকার সুখই আর থাকিবে না।

(খ)। নরকে পাপের ভয়ানক ফল অনিবার্য্যরূপে পরিস্ফুট হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ইহকালেও বিধাতা পাপের উপরে এমন অভিশাপসূচক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার স্বাভাবিক ফল অনিষ্টকর ও অশান্তিজনক না হইয়া যায় না। কিন্তু ইহকালে কোন কোন বাধা প্রযুক্ত পাপের ফল সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না। সর্ব্বজ্ঞানময় ঈশ্বর এক্ষণে সেই সকল বাধা থাকিতে দিতেছেন। পরন্তু নরকে এই প্রকার বাধা সকল দূরীকৃত হইবে, তথায় পাপের বিষফুল সম্পূর্ণরূপে ফুটিবে। ইহকালে অধর্ম্ম অনেক বার ধর্ম্মের বেশ ধারণ করে, কিন্তু পরকালে তাহা আচ্ছাদন-শূন্য হইয়া আপনার স্বাভাবিক ঘৃণিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিবে—ইহকালে পাপের জঘন্যতা স্পষ্টরূপে দেখা যায় না, কিন্তু পরকালে তাহার ঘৃণার্হ প্রকৃতি আলোকে আনীত হইবে। ইহকালে মন্দের সহিত উত্তমের সহবাস হয়, এবং তদ্দ্বারা মন্দের দূষণীয়তা স্পষ্ট দৃশ্য হয় না; কিন্তু নরকে উত্তমের লেশমাত্র আর থাকিবে না, যাহা অসৎ তাহাই মাত্র থাকিবে। ইহকালে দুষ্টেরা ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা আপনাদের মনোমধ্য হইতে দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়, নচেৎ এক নিমিষকালের জন্যও শান্তি পাইতে পারে না, কারণ ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা ও ধ্যান দুষ্টদের অসহ্য। কিন্তু পরকালে অধার্ম্মিকগণ কখন কোন ক্রমে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ইহকালে কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর বশতাপন্ন মনুষ্যেরা আপনাদের ও অন্যদের অশান্তি উৎপাদন করে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে মন অস্থির হয়; নরকে তাহারা আপনারাই যার পর নাই অশান্তিযুক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিবে। উঃ! দুষ্টদের পারলৌকিক নিবাস নরক কেমন ভয়ানক স্থান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ;—সেখানে অসৎ ভিন্ন সৎ কেহই নাই। সেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাষণ্ড মনুষ্য নিত্য নিত্য পাপের ও পাপজন্য দণ্ডের অধীন। সেখানে পাপরূপ বিষফুল সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া সকলের অন্তরে সন্তাপ ও যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল উৎপাদন করে।

(গ)। পরকালে ঈশ্বর দুষ্টদিগকে তাহাদের পাপের

যথোচিত দণ্ড ভোগ করাইবেন। "তিনি তো প্রত্যেক জনকে তাহার কর্ম্মানুরূপ প্রতিফল দিবেন।" "যাহারা প্রতিযোগিতার বশে সত্য না মানিয়া অধার্ম্মিকতা মানে, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ ঘটিবে।" "দুষ্কর্ম্ম সাধনকারি মনুষ্যমাত্রের প্রাণ ক্লেশের ও সঙ্কটের পাত্র হইবে।" [১] অধার্ম্মিকেরা "অনন্তকালস্থায়ি সংহাররূপ দণ্ড ভোগ করিবে।" [২] সদাপ্রভু "দুষ্টদের উপরে পাশ, অগ্নি ও গন্ধক বর্ষাইবেন।" [৩] হায়! "জীবনময় ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।" [৪] ঈশ্বরের ক্রোধ কিরূপ ভয়ার্হ, তাহা কোন মর্ত্ত্যবাসী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। পাপ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি জঘন্য বিষয়। একটী পাপজন্য আদম ও হবা এদন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। পাপপ্রযুক্ত সমুদয় জগৎ জলপ্লাবন এবং সদোমনিবাসীরা সগন্ধক অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন পাপের মালিন্য ও ভয়ানকতা আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যখন পাপীদের প্রতিনিধিস্বরূপ হইলেন, তখন তাঁহারও অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইহাতে পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ কিরূপ, তাহা বুঝা যায়। এই মানরজ্জুতে ঈশ্বরের ক্রোধ পরিমাণ করিলে তাহা কত দূর অপরিমেয় বোধ হয়! যদি ঈশ্বরের প্রিয় ও অসীম গুণসম্পন্ন পুত্র অন্যদের পাপহেতু এত দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তবে অত্রাণপ্রাপ্ত পাপী মনুষ্যেরা আপনাদের পাপের উপযুক্ত যে প্রতিফল পাইবে, তাহা কেমন ভয়ানক হইবে! একটী মাত্র পাপও যখন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত, তখন মনুষ্যেরা তো কত পাপ করিয়াছে! যদি আমরা প্রত্যেক দিন কেবল এক বারমাত্র পাপ করিতাম, তাহা হইলেও বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরে কত পাপের পাপী হইতাম! কিন্তু প্রতি দিন মনুষ্যেরা কার্য্যে, কথায়, চিন্তায় কত পাপ করে! সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্য পরকালে অসংখ্য পাপের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিবে। আহা! পাপের বোঝা যে কত বড় ভারী, তাহা কে বুঝিতে পারে! ঈশ্বরের অনন্ত ক্রোধ যৎপরোনাস্তি ভয়ানক। বিশেষতঃ যাহারা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পাইয়াও কুপথে গমন করে, তাহাদের আরও ঘোরতর দণ্ড হইবে। "যে দাস নিজ প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়াও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ি কর্ম্ম করে না, সে

(১) রো ২; ৮-৯। (২) ২ থি ১; ৯। (৩) গী ১১; ৬।
(৪) ইব্র ১০; ৩১।

অনেক প্রহার পাইবে।”[১] দুষ্ট খ্রীষ্টীয়ানেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী দণ্ড ভোগ করিবে। ভ্রাতৃগণ, সাবধান হইও। দুষ্টদের পরকালীন দণ্ডের ভয়ানকতা শাস্ত্রের অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহা “অনন্তকালস্থায়ি ঘোরতর অন্ধকার।”[২] দুষ্টেরা “ঈশ্বরের কোপ-ধারি পানপাত্রে পান করিবে,” তাহারা “অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে উঠে।”[৩] “যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণার্হ ও নরঘাতক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং যাবতীয় মিথ্যাবাদির প্রাপ্তব্য অংশ প্রজ্জ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদের অধিকার; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।”[৪] বিচারকর্ত্তা যীশু তাহাদিগকে কহিবেন, “অরে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকটহইতে দূর হইয়া দিয়াবলের [শয়তানের] ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।”[৫] “সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না।”[৬] আহা! প্রেমময় যীশু যখন এই প্রকার কথা কহেন, তখন পাপকে কত দূর ঘৃণার্হ ও তাহার ফলকে কি পর্য্যন্ত ভয়ার্হ বলিতে হইবে! আবার সেই ভয়ানক দণ্ড অপ্রতিকার্য্য। অব্রাহাম পরলোকগত ধনীকে কহিয়াছিলেন, “আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ শূন্যস্থলী দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কেহ বাঞ্ছা করিলেও এ স্থানহইতে তোমাদের কাছে যাইতে পারে না, কিম্বা ও স্থানহইতে আমাদের কাছে পার হইয়া আসিতে পারে না।”[৭] যীশু বলেন, “শেষ কপর্দ্দক পরিশোধ না করণ পর্য্যন্ত তুমি কোন ক্রমে তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।”[৮] তিনি আরও বলেন যে, সেই দণ্ড “অনন্ত দণ্ড,” তাহার শেষ কখনও হইবে না। অনন্ত পাপের উপযুক্ত প্রতিফল অনন্ত দণ্ড।

বাস্তবিক নরকেও পাপী মনুষ্যেরা পাপ করিতে থাকিবে, কেননা ঈশ্বরের প্রসাদ ব্যতিরেকে স্বধু শাস্তিতে মনকে কোমল করে না।[৯]

ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের ভীতিতে সদাচরণ কর, “আগামি কোপহইতে পলায়ন কর।”[১] “যে যীশু আগামি ক্রোধহইতে আমাদের উদ্ধার-কর্ত্তা,”[২] তাঁহার আশ্রয় লও, এবং নিত্য২ তাঁহার ধন্যবাদ কর, আর যেখানে যাহাকে পাও, তাহাকেই সেই কোপহইতে পলায়ন করিতে চেতনা দাও।

---

(১) লূ ১২; ৪৭। (২) ২ পিতর ২; ১৭। (৩) প্রক ১৪; ১০, ১১।
(৪) প্রক ২১; ৮। (৫) ম ২৫; ৪১। (৬) মা ৯; ৪৮। (৭) লূ ১৬; ২৬।
(৮) ম ৫; ২৬। (৯) প্রক ৯; ২০, ২১। ১৬; ১১। (১) ম ৩; ৭। (২) ১ থি ১; ১০।

## নং ২৬।

# ধার্ম্মিকগণের শেষগতি।

### "ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করিতে যাইবে।" মথি ২৫ ; ৪৬।

দুষ্টদের শেষগতি যেমন অচিন্ত্যরূপে ভয়ানক, ঈশ্বর-ভক্তদের শেষগতি তেমনি যার পর নাই সুখজনক। ইহকালেও সর্ব্বপ্রকারে ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইয়া থাকে। তাঁহাদের ঐহিক ক্লেশ ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু যেমন পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, তেমনি এক্ষণেও বলিতেছি, "ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে।"[১] ঐহিক দুঃখ পারমার্থিক ঔষধস্বরূপ, তদ্দ্বারা মহান্ চিকিৎসক ঈশ্বর আমাদের আত্মিক পীড়া দূর এবং আমাদিগকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বিধাতা যেমন পাপের উপরে অভিশাপের চিহ্ন, তেমনি ধার্ম্মিকতার উপরে আশীর্ব্বাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন। পাপদ্বারা যেমন দুষ্টদের দেহ ও মন বিকৃত হইয়া পড়ে, ধার্ম্মিকতাদ্বারা তেমনি শরীর রক্ষিত হয় ও আত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে। পাপীরা "ভস্মভোজী,"[২] তাহাদের সুখ অতৃপ্তিকর, "পাপের বেতন মৃত্যু।"[৩] "সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।"[৪] পক্ষান্তরে ধার্ম্মিকেরা স্বর্গীয় "গুপ্ত মান্না"[৫] ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের প্রাণ "ঈশ্বরের উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত" হয়।[৬] পবিত্র আত্মার ফল "শান্তি।"[৭] দায়ূদ বলেন, "যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসে, তাহাদের পরম শান্তি হয়।"[৮] পবিত্রতাদ্বারা মন শুচি ও সুখী হয়। ঈশ্বরভক্ত মনুষ্য মনে শান্তি এবং ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন প্রাপ্ত হয়েন। তিনি জানেন, ঈশ্বর তাঁহার বন্ধু ও পিতা, যীশু তাঁহার ত্রাণকর্ত্তা, পবিত্র আত্মা তাঁহার সাহায্য ও সান্ত্বনাকারী, স্বর্গ তাঁহার পৈতৃক ভূমি। তিনি যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন ঈশ্বরের প্রেম ও প্রসাদের পাত্র থাকেন এবং যখন মরিবেন, তখন স্বর্গে গিয়া পরমানন্দে ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বাস করিবেন। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা ও স্মরণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, ইহকালেও ঈশ্বরভক্ত মনুষ্য ধার্ম্মিকতার বহুবিধ সুফল ভোগ করেন।

---

(১) রো ৮ ; ২৮। (২) যিশ ৪৪ ; ২০। (৩) রো ৬ ; ২৩। (৪) যিশ ৪৮ ; ২২। (৫) প্রক ২ ; ১৭। (৬) গী ৬৫ ; ৪। (৭) গাল ৫ ; ২২। (৮) গী ১১৯ ; ১৬৫।

প্রভু যীশুর অনুগামীদের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে যোহনের একটী বচন ধ্যান করা আবশ্যক। তিনি বলেন, "প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; পরন্তু কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব।"[১] "এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান," সুতরাং ইহকালেও আমরা কল্যাণ-বিশিষ্ট। ঈশ্বর কি আপন সন্তানদিগকে সর্ব্বনাশ-জনক কোন প্রকার আপদে পতিত হইতে দিবেন? তিনি কি তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলহইতে রক্ষা করিবেন না? তাঁহাদের কি কোন প্রকার অভাব ঘটিতে পারে? "যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।"[২] অতএব ইহকালেও দুষ্টদের অপেক্ষা ধার্ম্মিকেরা কুশলবিশিষ্ট; পরন্তু অন্তিমকালে এই দুই শ্রেণীস্থদের মধ্যে অসীম প্রভেদ দেখা যাইবে। তৎকালে দুষ্টদের ঐহিক অসার সুখ অনন্ত দণ্ডে পরিণত হইবে, কিন্তু ধার্ম্মিকগণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অনন্তকালের জন্য দূরীকৃত এবং তাঁহাদের অসম্পূর্ণ সুখ স্বর্গীয় অনন্ত অমিশ্রিত আনন্দে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যোহনের কথার স্পষ্ট ভাব এই, স্বর্গের বিষয় আমরা কতকটা জানি না, আর কতকটা জানি। "কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।" স্বর্গ সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার নিশ্চিত উত্তর দিতে পারি না,—জানি না। স্বর্গ কোথায়? আমাদের যে বন্ধুগণ যীশুতে বিশ্বাসী হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা এখন কোথায় রহিয়াছেন? তাঁহারা কি নিকটে আছেন, কিম্বা লক্ষ২ ক্রোশ দূরে গিয়াছেন? "তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।" স্বর্গ কি প্রকার স্থান? সেই স্থান কি কোন বিষয়ে পৃথিবীর সদৃশ? "তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।" স্বর্গনিবাসীদের কি কোন প্রকার শরীর আছে? পুনরুত্থানের পরে তাঁহাদের কীদৃশ শরীর হইবে? "তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই" স্বর্গনিবাসীরা কি পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারেন? তাঁহারা কি পরস্পর আলাপ করিতে পারেন? যদি পারেন, তবে তাঁহারা কি কোন ভাষা ব্যবহার করেন? যদি করেন, তবে সে কি প্রকার ভাষা? "তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।" স্বর্গনিবাসীরা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন? পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে,

(১) ১ যো ৩; ২। (২) গী ৩৪; ১০।

তাহা কি তাঁহারা জ্ঞাত আছেন ? বিশেষতঃ আমাদের পরলোকগত খ্রীষ্টাশ্রিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ কি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানেন, আমাদের সুখ দুঃখ কি তাঁহারা অবগত আছেন ? তাঁহারা ইহকালে যাহা২ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এক্ষণে কি স্মরণ করিতে পারেন ?“ তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।” স্বর্গনিবাসীরা কি রূপে কাল যাপন করিতেছেন ? তাঁহাদের তো কোন প্রকার শ্রান্তি বোধ হয় না, তাঁহারা রাত্রিতে বিশ্রাম করেন না, নিদ্রা যান না, পাপের বিরুদ্ধে আর তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না ; সেই দিব্য স্থানে কোন পাপী মনুষ্য নাই,—যাহার নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে হয়। কোন দীন দরিদ্র, দুঃখী লোক নাই,—যাহাকে সান্ত্বনা করিতে হয়। কোন পীড়িত লোক নাই,—যাহার তত্ত্বাবধারণ করা যাইতে পারে। তবে স্বর্গনিবাসীরা দিবারাত্র অনন্তকাল পর্য্যন্ত কি কর্ম্ম করিবেন ? “ তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।” এবম্বিধ অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই সকলের একমাত্র উত্তর এই যে, “ আমরা জানি না।” তথাপি স্বর্গের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহি, কিছু জানি। স্বর্গে আমরা সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে মুক্ত, যীশুর সদৃশ, ও তাঁহার চিরসঙ্গী হইব, এবং সেই সুখ অনন্তকাল থাকিবে। আমরা ইহাই জানি, এবং আপাততঃ এই জ্ঞানই যথেষ্ট।

১। স্বর্গে আমরা সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টহইতে বিমুক্ত হইব। “ ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না ; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না।” “ ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না।” “ কোন শাপ আর হইবে না। সে স্থানে রাত্রি আর হইবে না।”[১] আহা ! যে স্থানে পীড়া নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যু নাই, শাপ নাই, তাপ নাই, পাপ নাই, সেই স্থান কেমন রমণীয় ! যে স্থানে শয়তানের কোনই অধিকার নাই, এবং “ অপবিত্র কি ঘৃণ্যকৃৎ কি মিথ্যাকৃৎ কিছুই কদাচ প্রবেশ করিতে পাইবে না ; মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, কেবল তাহারাই প্রবেশ করিবে,”[২] সেই স্থান কেমন উত্তম ! যেখানে পাপ নাই, তাপ নাই, শাপ নাই, সেখানে প্রকৃত ও অনন্ত সুখের কোনই বাধা ঘটিবে না।

২। স্বর্গে আমরা খ্রীষ্টের সদৃশ হইব। এই কথা আপাততঃ অসম্ভব

( ১ ) প্রক ৭ ; ১৬। ২১ ; ৪। ২২ ; ৩, ৫। ( ২ ) প্রক ২১ ; ২৭।

বোধ হইতে পারে। বস্তুতঃ যখন আমরা আপনাদের অযোগ্যতার প্রতি নিরীক্ষণ করি,—আমাদের প্রেম কত অল্প, আমাদের বিশ্বাস কেমন দুর্ব্বল, আমাদের কি পর্য্যন্ত ত্রুটি আছে, ইহা যখন স্মরণ করি,—এবং আমাদের অযোগ্যতার সহিত যখন প্রভু যীশুর সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ ও পবিত্র আচরণ তুলনা করি, তখন আমরা যে কস্মিন্ কালে তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা বিশ্বাস করা সুকঠিন বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, বাস্তবিক এই রূপ ঘটিবে। আমাদের দেহ যীশুর দেহের সদৃশ হইবে। ইহকালে আমাদের দেহ ক্ষয়ের, অনাদরের ও দুর্ব্বলতার পাত্র, কিন্তু তখন ইহা অক্ষয়তা, গৌরব ও প্রভাবের পাত্র হইয়া উঠিবে।[১] শেষকালীন পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু আমাদের দুর্ব্বলতাপূর্ণ "দীনতার দেহকে রূপান্তর প্রদান করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন।"[২] তখন কোন পীড়া বা আর কোন প্রকার দুর্ব্বলতা আমাদের সেই স্বর্গীয় দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহা প্রভুর গৌরবান্বিত দেহের ন্যায় হইবে।

আবার আমাদের আত্মা প্রভুর আত্মার ন্যায় বিমল ও পবিত্র ও সর্ব্ব সদ্‌গুণসম্পন্ন হইবে। পরকালে আমরা আর ঈর্ষ্যা করিব না, আর লোভ করিব না, আর কোন দুষ্কর্ম্ম করিব না। পাপের লেশমাত্র আমাদের অন্তরে থাকিবে না। শয়তানের সহিত আর যুদ্ধ করিতে হইবে না, কেননা শয়তান "আমাদের পদতলে দলিত"[৩] হইবে। প্রভুর ন্যায় আমরা প্রত্যেকে বলিতে পারিব, "আমাতে শয়তানের কিছুই নাই।"[৪] তখন আমাদের প্রেম আর নিস্তেজ হইবে না, আমাদের মন আর সাংসারিক হইবে না; স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, বিবাদ, মাৎসর্য্য, "শরীরায়ত্ত ভাবের"[৫] এই প্রকার সমস্ত বিষয় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে। কোন প্রকার অসদ্‌গুণ আর থাকিবে না, এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইবে। আমরা প্রভুর যীশুর সদৃশ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইব। কায়-মনোবাক্যে আমরা ঈশ্বরাসক্ত হইব। তখন আমাদের জ্ঞানও স্বর্গের উপযুক্ত হইবে। "এখন আমরা দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।"[৬]

(১) ১ করি ১৫; ৪২, ৪৩। (২) ফিল ৩; ২১। (৩) রো ১৬; ২০।
(৪) যো ১৪; ৩০। (৫) গাল ৫; ১৯। (৬) ১ করি ১৩; ১২।

আমরা খ্রীষ্টের সদৃশ হইব বলিয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিরত থাকিব। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বর্গে কি করিতে পাইব, তাহা জানি না। কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি, আমরা অলস হইয়া কাল যাপন করিব না, কোন না কোন প্রকার কার্য্যে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিব। প্রভু যীশু অলস নহেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছেন, আমিও করিতেছি।"[১] আমরাও তাঁহার অধীনে ও তাঁহার সদৃশে নিত্য কোন প্রকার সৎকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিব, সন্দেহ নাই।

৩। স্বর্গে আমরা খ্রীষ্টের চিরসঙ্গী হইব। আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাঁহাকে দেখিব। "তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব।" প্রিয়তমের দর্শন লাভ অপেক্ষা সুখজনক আর কিছুই নাই, স্বামীর সাক্ষাতে ভার্য্যা ও ভার্য্যার সাক্ষাতে স্বামী, পুত্রের সাক্ষাতে পিতা ও পিতার সাক্ষাতে পুত্র কেমন আনন্দিত! আহা! হৃদয়েশ্বর যীশুর শ্রীমুখ দর্শনে আমরা কত দূর সুখী হইব! যিনি আমাদের নিমিত্ত আপন প্রাণ দিয়াছিলেন, যিনি আমাদিগকে নরক-হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিব। তাঁহার প্রেকবিদ্ধ হস্ত ও বড়শাবিদ্ধ কুক্ষিদেশ দেখিব, তাঁহার প্রেম-মাধুরী-পূর্ণ বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবচন স্বকর্ণে শ্রবণ করিব। আমরা যীশুর সঙ্গী হইব, অনন্তকাল তাঁহার সঙ্গে থাকিব। ইহকালে বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর আবার বিদায় দান বা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, কিন্তু স্বর্গে এক বার উপস্থিত হইলে যীশুর সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। আমরা "সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।"[২]

কেবল যীশুর সঙ্গে নয়, জগতের পত্তনাবধি যত ঈশ্বরভক্ত মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা সতত থাকিব। নোহ, অব্রাহাম, মোশি, শমূয়েল, দায়ূদ, যিশায়াহ, মরিয়ম, পিতর, পৌল প্রভৃতি যে ধার্ম্মিকদের নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলের সহিত আমরা মিষ্টালাপ করিব, এবং যীশুর রক্তে ধৌত "যাবতীয় জাতির ও বংশের ও রাজ্যের ও ভাষার মহালোকারণ্য"[৩] আমাদের সঙ্গী হইবেন। বিশেষতঃ আমাদের যে আত্মীয় ও বন্ধুগণ প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আবার আলাপ করিব, এবং তাঁহাদের সঙ্গে অনন্তকালেও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

---

(১) যো ৫; ১৭। (২) ১ থি ৪; ১৮। (৩) প্র ৭; ৯।

স্বর্গে আমরা ঈশ্বরের “মুখ দর্শন করিতে” পাইব।[১] আমরা “খ্রীষ্টের সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিব,”[২] “তাঁহার সহিত রাজত্বও পাইব।”[৩] ইহকালে আমাদিগকে অনেক বার শ্রান্ত হইতে হয়, কিন্তু তৎকালে আমরা “আপন ২ শ্রমহইতে বিশ্রাম” পাইব।[৪] তৎকালে “ঈশ্বরের সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, ও তাঁহার দক্ষিণে নিত্য সুখ ভোগ” করিয়া পরমাপ্যায়িত হইব।[৫]

ভ্রাতৃগণ, সেই অসীম অনন্ত আনন্দকে কোন ক্রমে আমাদের সৎক্রিয়ার বেতনস্বরূপ বলা যাইতে পারে না। মৃত্যু পাপের বেতন, কিন্তু অনন্ত জীবন “ঈশ্বরদত্ত বর।” আমরা স্বভাবতঃ নরকের যোগ্য, কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর প্রভু যীশুর দ্বারা আপন অসীম দয়াক্রমে বিশ্বাসীমাত্রকে স্বর্গীয় অনন্ত সুখ প্রদান করেন। আইস, আমরা নিত্য তাঁহার ধন্যবাদ করত, “লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে২ ঊর্দ্ধলোকীয় আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন”[৬] করি, “দৃশ্য ও ক্ষণকালস্থায়ি বস্তু লক্ষ্য” না করিয়া “অদৃশ্য ও অনন্তকালস্থায়ি বস্তু লক্ষ্য” করিয়া ইহকালীন ক্লেশ লঘু বিষয় জ্ঞান করি,[৭] এবং “মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত” থাকি, তাহাতে প্রভু যীশু আমাদিগকে “অম্লান জীবনমুকুট” দিবেন।[৮] বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণ, “পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি” রাখিয়া “প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর, পুনরায় বলি, আনন্দ কর।”[৯]

---

(১) প্রক ২২; ৪। (২) রো ৮; ১৭। (৩) ২ তী ২; ১২। (৪) প্রক ১৪; ১০। (৫) গী ১৬; ১০। (৬) ফিল ৩; ১৪। (৭) ২ করি ৪; ১৬-১৮। (৮) ১ পি ৫; ৪। প্রক ২; ১০। (৯) ইব্র ২১; ২৬। ফিল ৪; ৪।

খ্রীষ্টীয় শিক্ষা বিষয়ক উপদেশমঞ্জরী সমাপ্ত।

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C047024142
384464
Rouse
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY